পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 7 Sunday, 7 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা ✱ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, রবিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘নেহেরু মতাদর্শ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র’

বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্ভর ঃ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর তৈরি আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি নিয়ে বিজেপির প্রচারিত তথ্য বিকৃতি নিয়ে এবার সরব হলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তাঁর দাবি, নেহরুর রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে, এবং বিজেপি সরকার নেহরুর মতাদর্শ ধ্বংসের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সম্প্রতি দিল্লির জওহর ভবনে নেহরু সেন্টার ইন্ডিয়ার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সোনিয়া গান্ধী বলেন, নেহরুর জীবন ও কাজ নিয়ে সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত বিকৃতি মেনে নেওয়া যায় না। তিনি আরো বলেন, আজকের শাসক দল নেহরুকে অপমান করা এবং স্বাধীন ভারতের যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত তিনি গড়েছিলেন, তা ধ্বংস করতে চাইছে। এদিকে, সোনিয়া নেহরুর কাজ ও মতাদর্শকে বিকৃত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষ্যে, নেহরু আধুনিক ভারতের স্থপতি ছিলেন। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজও গণতান্ত্রিক ভারতের মূল ভিত্তি হিসেবে টিকে রয়েছে। এমন একটি ঐতিহ্যকে বিকৃত করা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইতিহাস নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরও বলেন, নেহরুর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ও সমাজ গঠনের পদ্ধতি আজও আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কিছু মানুষ এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে যারা এসব বিকৃত করে ছ।য়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁদের জন্য ইতিহাসের বিকৃতি নতুন কিছু নয়। সোনিয়ার অভিযোগ, নেহরুকে অপমান করার লক্ষ্যে এমন নিন্দনীয় প্রচারণা চলছে, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা রাখেনি এবং গান্ধীজির হত্যাকাণ্ডেরও নৈতিক সমর্থক ছিল। সোনিয়ার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। যদিও তিনি সরাসরি বিজেপি বা আরএসএসের নাম না নিলেও তাঁর কথায় স্পষ্ট ছিল, তিনি সেই গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করেই এই অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, এরা (বিজেপি বা সমর্থকরা) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা রাখেনি, সংবিধান রচনাকে সমর্থন করেননি, এবং গান্ধী হত্যাকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছিল।এছাড়া, সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নেহরুর বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা নিয়েও কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। রাজনাথ সিং বলেছিলেন, নেহরু সরকার জনগণের টাকায় বাবরি মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যা প্যাটেল মেনে নেননি। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজনাথ সিংয়ের এই বক্তব্যকে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে। কংগ্রেসের মতে, এই ধরনের মন্তব্য ভারতের ইতিহাসের বিকৃতি এবং জাতির ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার চেষ্টা। গত কয়েক বছরে ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে নেহরুর বিরুদ্ধে নানা ধরনের সমালোচনা ও বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে। বিজেপির নেতারা বারবার নেহরুর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাঁর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলিকে সমালোচনা করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ করে নেহরুর পাকিস্তান নীতির বিষয়টি এবং বাবরি মসজিদ নিয়ে তাঁর প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটি পুনঃলিখন করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সোনিয়া গান্ধী বরাবরই নেহরু-গান্ধী পরিবারের ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং নেহরুর অবদান ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের জন্য অপরিহার্য। তার মতে, ভারত যখন আক্রমণের শিকার ছিল, তখন নেহরু তাঁর দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্ব দিয়ে দেশের উন্নয়নে সহায়তা করেছিলেন। সোনিয়ার বক্তব্য, আজকের ভারত, যে ভারতের স্বপ্ন নেহরু দেখেছিলেন, তা বিকৃত করতে দেওয়া হবে না। আমাদের উচিত সেই আদর্শকে সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্য প্রজন্মের কাছে তা সঠিকভাবে তুলে ধরা। নেহরুর বিরুদ্ধে বিজেপির সমালোচনা ও মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে। সোনিয়া গান্ধী এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তাঁর মতে, নেহরুর কাজ এবং মতাদর্শের বিকৃতি বা অপমান ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

মোদির সফরের আগেই নদিয়ায় মমতা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ডিসেম্ভর ঃ এক বছর পর বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর নির্বাচন ঘোষণা করার কথা নির্বাচন কমিশনের। এই নির্বাচনী আবহে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় জনসভা শুরু করেছেন। এবার তিনি নদিয়ায় সভা করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের আগেই সেখানে পৌঁছাবেন তৃণমূল নেত্রী। তার আগে, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়টি পর্যালোচনা করতে শনিবার নদিয়ার জেলা সদরে গিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। এ সময় জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১১ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে জনসভা করার পরিকল্পনা করেছেন ।

সংহতি দিবসে আরও একবার গর্জে উঠলেন মমতা

সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ধ্বংসের খেলার বিরুদ্ধে লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ডিসেম্ভর ঃ কিছু রাজনৈতিক দল রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। তাদের বিরুদ্ধে চলবে লড়াই। সংহতি দিবসে এক্স হ্যান্ডেলে আরও একবার গর্জে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একতার বার্তাও দিলেন তিনি।মমতা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘এ মাটি একতার মাটি। এই মাটি রবীন্দ্রনাথের মাটি, নজরুলের মাটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি- এই মাটি কখনো মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে, আগামীদিনেও করবে না। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ - বাংলায় সকলে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে জানি। আনন্দ আমরা ভাগ করে নিই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব সবার।

যারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন।’ একতাই শক্তি শুরুতেই আমি সকলকে ‘সংহতি দিবস’ ‘সংহতি দিবস’ উপলক্ষে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বাংলার মাটি একতার মাটি। এই মাটি রবীন্দ্রনাথের মাটি, নজরুলের মাটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি- এই মাটি কখনো মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে, আগামীদিনেও করবে না। হিন্দু,অনুষ্ঠানের পোস্টার শেয়ার করে সোশাল মিডিয়ায় একতার বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বলে রাখা ভালো, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ধ্বংস হয়েছিল বাবরি মসজিদ। ধ্বংসের পরের বছর থেকে মমতা বনেন্দ্যাপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবস পালন করে আসছে তৃণমূল। এবার কর্মসূচি আয়োজনের দায়িত্বে তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠন।

পুতিনের ভারত সফর, কৌশলগত স্বাধীনতা রয়েছে ভারতের ঃ জয়শংকর

সংবাদসংস্থা, ৬ ডিসেম্বরঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফরের পর, ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বিষয়ে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ভারতের কৌশলগত স্বাধীনতা রয়েছে এবং বিশ্বের যেকোনো দেশের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে ভারত। গত বৃহস্পতিবার, পুতিন দুই দিনের ভারত সফরে এসেছিলেন এবং তার সফরের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকও হয়। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যার মধ্যে ছিল ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ভবিষ্যত এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার দিক। পুতিনের সফরের পর অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, আমেরিকা কি ভারতের রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষুব্ধ হবে? বিশেষ করে, ইউক্রেন যুদ্ধের পর ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধিতা করছে। এছা।া, আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক ও জরিমানা চাপিয়েছে, যার ফলে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক কিছুটা অবনতিও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতের রাশিয়ার প্রতি একধাপ আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে ওয়াশিংটন আরও বিরক্ত হতে পারে, এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করা হচ্ছে। এস জয়শংকর অবশ্য এই বিষয়ে নিজের অবস্থান পরিস্কার করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত পৃথিবীর যেকোনো দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে, এবং ভারতের এই কৌশলগত স্বাধীনতা রয়েছে। কোনো দেশই আমাদের এই সিদ্ধান্তে বাধা দিতে পারে না। তিনি আরও বলেন, ভারতের রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক কখনোই খারাপ হয়নি।

ফোন-ইমেল নয়, কর্মীস্বার্থে লোকসভায় পেশ হল নয়া বিল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্ভর ঃ বর্তমান সময়ের চাকুরিজীবীরা প্রায়শই কাজের চাপের কারণে মানসিক সমস্যা বা স্ট্রেসে ভুগছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অন্যতম প্রধান কারণ হল কাজের চাপের সাথে সাথে কাজের সময়ের বাইরেও কর্মীদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। যখন তারা ছুটি কাটাতে যান বা বিশ্রামে থাকেন, তখনও অফিসের ফোন কল বা ইমেইল থেকে মুক্তি পান না। এই সমস্যাগুলোর অবসানে এবার উদ্যোগী হলেন এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। শুক্রবার লোকসভায় তিনি একটি বিল পেশ করেছেন, যার নাম ‘ টু ডিসকানেক্ট বিল, ২০২৫’। এই বিলের মাধ্যমে কর্মীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে, যা তাদের কাজের বাইরে ব্যক্তিগত সময়কে সম্মান করবে। এই বিলের মূল লক্ষ্য হল কর্মীদের কাজের সময় শেষ হওয়ার পর তাদের ফোন বা ইমেইল চেক করার কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকুক। এর মাধ্যমে কর্মীদের ব্যক্তিগত সময়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেবল অফিসের কাজের সময়েই তাঁরা কাজের চাপের মধ্যে থাকবেন, ছুটির দিনে বা কাজের সময়ের বাইরে তাঁদের ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে কাজের চাপ দেওয়া যাবে না। এই বিলের মাধ্যমে কর্মীদের ব্যক্তিগত সময়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং তাদের জন্য একটি ‘ সময়’ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সুপ্রিয়া সুলে বলেন, ‘ অনেক বেসরকারি সংস্থায় কর্মীরা কাজের চাপের কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। একদিকে যেমন কঠিন টার্গেট পূরণ করতে তাঁদের প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে কাজের সময় শেষ হলে, তাঁদের বিরক্ত করা হচ্ছে। এমনকি ছুটির দিনেও অফিস থেকে ফোন কল আসছে বা ইমেইল পাঠানো হচ্ছে, যা কর্মীদের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করে।’’ তিনি আরও জানান, ‘ কর্মীদের জন্য শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিক স্বাস্থ্যও অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এই বিলের মাধ্যমে আমরা কর্মীদের একটি নিশ্চিন্ত ও ব্যক্তিগত জীবন দিতে চাই।’’লোকসভায় পেশ হওয়া অন্য একটি ‘ মেম্বার’স বিল’ হল মেন্স্ট্রুয়াল বেনিফিটস বিল, ২০২৪, যা পেশ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ কাদিয়াম কাব্য। এটি মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সময় বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মস্থলে ঋতুস্রাবের সময় বিশেষ ছুটি ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিলটি মূলত মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাজ করছে। ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সহাযতা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সুবিধা দেওয়ার জন্য কর্মসংস্থানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিলের প্রস্তাবের মাধ্যমে সুপ্রিয়া সুলে এবং কাদিয়াম কাব্য কর্মী অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যেতে চাচ্ছেন। বর্তমান যুগে যখন কর্মস্থলে অতিরিক্ত চাপ ও স্ট্রেস বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন কর্মীদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এমন উদ্যোগ আশা করা যেতে পারে, যা কর্মীদের স্বাস্থ্য এবং অধিকার রক্ষার জন্য আরও সহায়ক হবে। বর্তমানে কর্মীদের জন্য অধিকতর সুরক্ষা এবং সহায়ক নীতির প্রবর্তন করার দিকে ভারত সরকার এবং রাজ্যগুলো নজর দিয়েছে, তবে ‘ টু ডিসকানেক্ট’ এবং ‘ বেনিফিটস’ এর মতো বিল কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি পরিবর্তনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রাইভেট মেম্বার’স বিলের মাধ্যমে যে দুটি উদ্যোগ পেশ করা হয়েছে তা কর্মীদের অধিকারের প্রতি মনোযোগী একটি পদক্ষেপ। সুপ্রিয়া সুলে এবং কাদিয়াম কাব্যের এই বিল দুটি আধুনিক সময়ের বাস্তবতা এবং কর্মক্ষেত্রের শর্তাবলীর সঙ্গে মেলে। কাজের চাপ এবং মানসিক চাপের এই যুগে কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে কার্যকরী পদক্ষেপ আশা করা যায়।

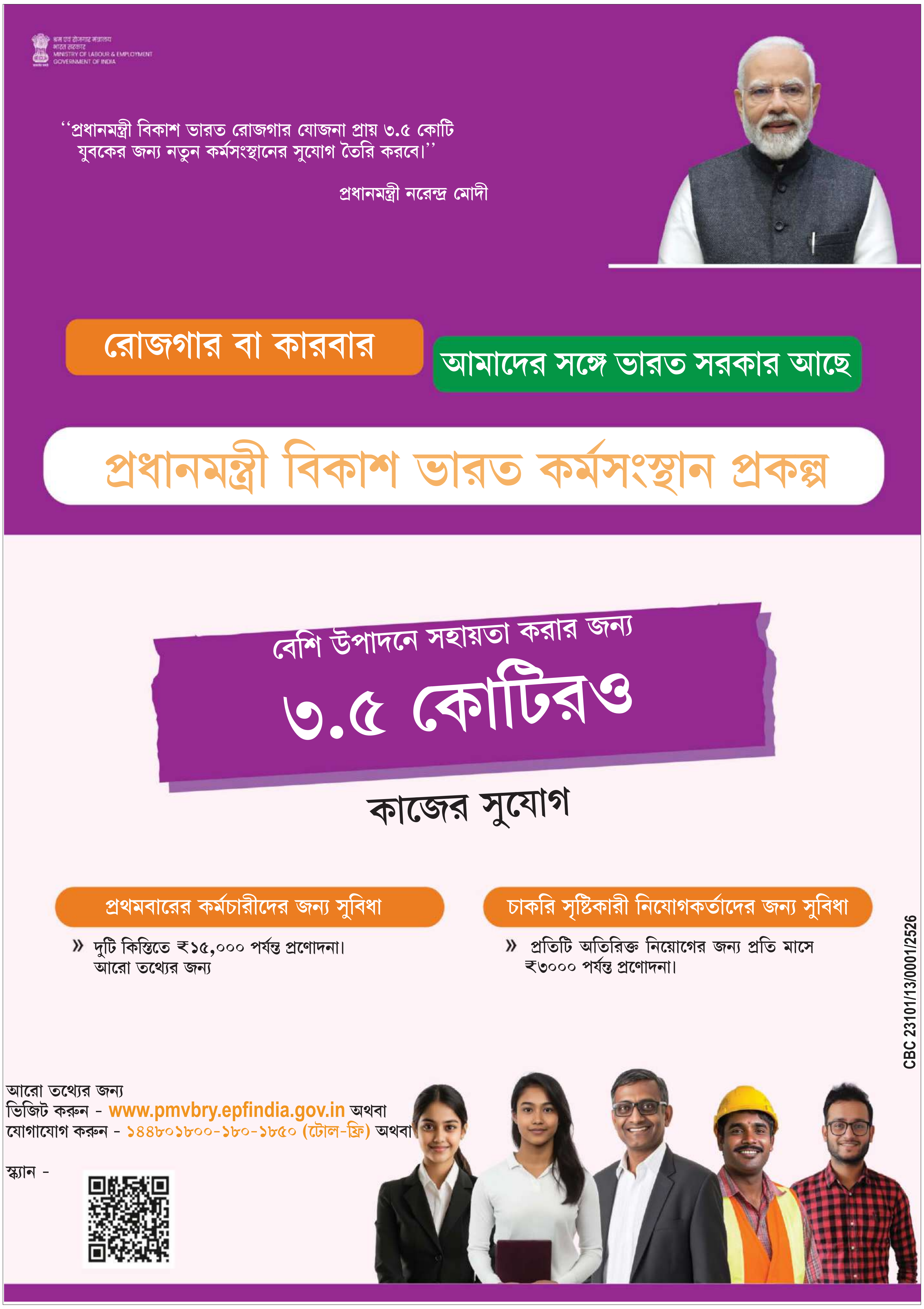

বহুবিধ কটাক্ষে কেন্দ্রকে বিদ্ধ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মালদা, ৬ডিসেম্বর, ঃ ফারাক্কার ড্রেজিং থেকে ভাঙন রোধ, রাজ্যের টাকা কেটে নেওয়- বহুবিধ কটাক্ষে কেন্দ্রকে বিদ্ধ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার গাজোলের সভামঞ্চে তোপ দেগে ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে আবারও তীব্র আক্রমণ করলেন তিনি।এদিন বক্তৃতার শুরুতেই গঙ্গা-ফুলহর-মহানন্দার ভাঙনের কথা বলেন তৃণমূল নেত্রী । তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙনের ভাঙনের কথাও। দাবি করেন, আগে গঙ্গার ভাঙন রোধের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রের। কিন্তু তারা নিজেদের কাঁধ থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে।মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ফারাক্কার ড্রেজিং হয় না। ভাঙন রোধে কেন্দ্র কিছুই করেনি। মালদা ও মুর্শিদাবাদে নদী ভাঙন আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা। রাজ্য ২০০ কোটি টাকা দিয়েছে। বর্তমানে ৮৭ কোটি টাকায় ১৭ টি প্রকল্পের কাজ চলছে বলে জানান তিনি।কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্যের স্বার্থে তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন।বিজেপিকে সরাসরি নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশ দখল করেও লজ্জা হয় না? মানুষ ক্ষমা করবে না। আজ ক্ষমতায় আছো, কাল থাকবে না। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের টাকা কেটে নিচ্ছে কেন্দ্র। বাংলা জানে, বাংলার মানুষ দেখছে। উন্নয়ন থামানোর জন্য ৬ মাস আগে থেকে রাজ্যকে অপদস্থ করার চেষ্টা হচ্ছে। এসআইআর করছে, প্রশাসনিক কাজ আটকে দিচ্ছে বলে মনে হয়।

মৃত্যুবার্ষিকীতে বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শনিবার মহাপরিনির্বাণ দিবসে লখনউয়ের হয়তগঞ্জে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর মহাসভা অফিস চত্বরে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। বাবাসাহেবের চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।মুখ্যমন্ত্রী যোগী এদিন আম্বেদকরকে স্মরণ করে বলেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে, এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে এই ধরনের অভিযান চলছে। বাবা সাহেব যখন ভারতের সংবিধান রচনা করেছিলেন, সংবিধানের স্থপতি হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তখন তিনি এর প্রস্তাবনায. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন.ন্যায়বিচার, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। যদি আমরা এই তিনটি শব্দ পরীক্ষা করি, তাহলে প্রধানমন্ত্রী মোদী সকলের সমর্থন এবং উন্নয়নের চেতনা নিয়ে নিশ্চিত করেছিলেন, বৈষম্য ছাড়াই যেন প্রকল্পের সুবিধা প্রতিটি দরিদ্র, বঞ্চিত, দলিত, পিছিয়ে পড়া, মহিলা এবং যুবকের কাছে পৌঁছয়। এটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় বাবা সাহেব ভারতের জনগণের কাছে যে সাম্য, ন্যায়বিচার এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ উপস্থাপন করেছিলেন তারই অংশ।

ঘটনার সম্মুখীন অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী, ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ দুর্ঘটনার সম্মুখীন অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী। চারু মার্কেট থেকে রাসবিহারি যাওয়ার পথে বাসের সঙ্গে ধাক্কা তাঁর গাড়িতে। শনিবার সকালে পর্দার ' একেন বাবুর' এই দুর্ঘটনার কথা শোনার পরে তাঁর অনুরাগীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।অভিনেতা জানান, প্রথমে টালিগঞ্জ থানা ও তার পরে চারুমার্কেট থানায় ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ করেন তিনি। প্রশাসন যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ির সামনের অংশ অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়ির চালকের কিছু হয়নি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বৈদ্যনাথধামে নাড্ডার পূজার্চনা, দেশের অগ্রগতির প্রার্থনায় ভক্তিময় মুহূর্ত

দেওঘর, ৬ ডিসেম্বরঃ ঝাড়খণ্ডের পবিত্র বৈদ্যনাথধাম শনিবার সকালে সাক্ষী থাকল এক বিশেষ মুহূর্তের। দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয়. সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা শ্রী বাবা বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মঃিদরে উপস্থিত হয়ে যথাযথ ধর্মীয় আচারে পুজো-অর্চনা করলেন। ভারতের বারো জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই তীর্থস্থানে তাঁর আগমনকে ঘিরে তৈরি হয় ভক্তিময় পরিবেশ। মন্দির চত্বরে নাড্ডার প্রবেশের সময় শোনা গেল ' বম' ও ' হর মহাদেব'-এর ধ্বনি। ভোরের শীতল হাওয়া. আর মন্দিরের ঘণ্টার ধ্বনি মিলেমিশে যেন এক অন্যরকম পবিত্রতা এনে দিল দেওঘরে।নাড্ডা মন্দিরে পৌঁছতেই পুরোহিতরা তাঁকে বরণ করে নেন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় জ্যোতির্লিঙ্গের পূজা। বৈদ্যনাথেশ্বর মহাদেবের সামনে তিনি নিবেদন করেন বিল্বপত্র, দুধ, জল ও ।স্ম। পুজোর প্রতিটি আচার তিনি পালন করেন গভীর ভক্তিভাব নিয়ে। প্রায় এক ঘণ্টার পুজো-অর্চনার পর নাড্ডা অংশ নেন গৌসেবায়। নিজ হাতে গোমাতাকে খাদ্য খাইয়ে তিনি জানালেন, এই সেবাই তাঁকে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শক্তি যোগায়। মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে তাঁর এই ভূমিকা প্রশংসা কুড়োল।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বলেন, বাবা বৈদ্যনাথের পবিত্র ভূমিতে পা রাখার সৌভাগ্য আজ পেলাম। এখানে এসে এক অদ্ভুত শান্তি পাই। এখানকার পুরোহিতদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমাকে সব আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর কথায় অনুভব করা গেল মন্দিরে প্রাপ্ত সেই পবিত্রতা ও ভক্তির অনুরণন।তিনি আরও বলেন, আজকের এই পূজার মাধ্যমে আমি দেশ ও সমাজের কল্যাণে প্রার্থনা করেছি। দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং প্রতিটি মানুষের মঙ্গল কামনায় আমি ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি। জাতির জন্য যে নতুন চেতনা ও শক্তি আমি আজ এখানে পেলাম, তা আমাকে আরও বেশি দাযিত্ববান করে তুলবে। দেশের উন্নয়নের যে পথ আমরা বেছে নিযেছি, সেখানে প্রতিটি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প আজ আরও দৃঢ় হল।দেওঘরের বৈদ্যনাথধাম দীর্ঘদিন ধরে ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় তীর্থ। হিন্দু পুরাণে মহাদেবের জ্যোতির্লিঙ্গরূপে এর বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত। বছরভর দেশ-বিদেশ থেকে অগণিত ভক্ত এখানে আসেন। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে কাঁধে কাঠি নিয়ে ' ঢল নামে এই শহরে। সেই পবিত্র ভূমিতেই আজ নাড্ডার পুজো-অর্চনা যেন আরও এক আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি করল।মন্দিরে তাঁর আগমনকে ঘিরে নিরাপত্তার পরিকাঠামো ছিল কড়া। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং মন্দির কর্তৃপক্ষ পূর্বপরিকল্পনা করেই সমস্ত ব্যবস্থা নেয়। সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে উপস্থিত ছিলেন বহু বিজেপি কর্মী ও সমর্থক। তাঁরা জানান, নাড্ডার মতো শীর্ষ নেতার আগমন তাদের জন্য এক বিশেষ মুহূর্ত।নাড্ডা মন্দির থেকে বেরিয়ে আরও একবার দেশের উন্নযনের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বলেন, আমরা দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই। উন্নযনের গতি আরও বাড়াতে চাই। সেই কারণেই আজ বাবা বৈদ্যনাথের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন দেশ আরও এগিয়ে যায, মানুষ আরও ভালো থাকে, সমাজ আরও সুশৃঙ্খল হয়।এই ভক্তিময় মুহূর্তে নাড্ডার ভাষণে উঠে এল আধ্যাত্মিকতা ও দাযিত্ববোধের এক সু ন্দর মেলবন্ধন। তাঁর কথায় যেন প্রতিধ্বনিত হল ভারতীয় সংস্কৃতির সেই চিরন্তন মূল্যবোধ-ধর্ম, সমাজসেবা এবং দেশের প্রতি নিষ্ঠা। মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাওয়ার সময় ভক্তরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। কেউ কেউ বলেন, এভাবে নেতারা যদি ধার্মিকতা ও উন্নযনের কথা ভাবেন, তাহলে দেশ আরও সমৃদ্ধ হবে।দেওঘরে তাঁর উপস্থিতির প্রভাব শুধু রাজনৈতিক নয়, ছিল গভীরভাবে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়। শনিবারের সকাল তাই হয়ে উঠল ভক্তিঃময়তা, প্রার্থনা এবং মানবিকতার এক মিলিত ছবি। বৈদ্যনাথধাম সাক্ষী থাকল এক নেতার আত্মিক অভিজ্ঞতার, যেখান থেকে তিনি নতুন শক্তি নিয়ে দেশের উন্নয়নের পথে এগিয়ে. যাওযার সংকল্প পুনরায় করলেন।এভাবেই পবিত্র জ্যোতির্লিঙ্গের সামনে প্রার্থনা শেষে নাড্ডা দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির বার্তা তুলে ধরে বলেন, এই ভূমির আশীর্বাদ থাকলে দেশ আরও এগোবে। আমরা সবাই মিলে ভারতের ভবিষ্যকে আরও উজ্জ্বল করব।দেওঘরের আকাশে তখনও ভেসে বেড়াচ্ছিল মন্দিরের ঘণ্টার ধ্বনি-যেন সেই প্রার্থনার সুর বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল দূর-দূরান্তে।

দিল্লিতে দূষণ কমছেই না, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় জমজমাট ঠান্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ বায়ুদূষণে নাজেহাল অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে, শনিবারও দূষণে জেরবার জাতীয় রাজধানী। এদিন সকালে দিল্লির গাজীপুরে বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ৩৬৬। আবার ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্য পথ এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩১১। আনন্দ বিহারে বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ৩৩৬ এবং আইটিও এলাকায় ৩৪৪।অন্যদিকে, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় বাড়ছে শীতের দাপট। জারি করা হয়েছে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং পঞ্জাবে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে।

মালদা মেডিক্যাল থেকে বীরভূমে সোনালি, এখনও বাংলাদেশে আটকে স্বামী

বীরভূম, ৬ ডিসেম্বর ঃ মালদা মেডিক্যাল থেকে বাড়ি ফিরলেন সোনালি বিবি। শনিবার মেয়ে ও নাতিকে নিতে বীরভূম থেকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসেন তাঁর বাবা ভাদু শেখ। অ্যাম্বুল্যান্স করে শনিবার দুপুরে বীরভূমের বাড়িতে ফেরেন সোনালি।শুক্রবার মালদা সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসেন সোনালি ও তাঁর নাবালক পুত্র সন্তান। তবে বাড়ি ফিরতে পারেননি। মালদা মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিসাধীন ছিলেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনালির শরীরে রক্তের পরিমাণ কম থাকলেও সুস্থই রয়েছেন তিনি। তাঁর নাবালক পুত্রও সুস্থ রয়েছে। তাছাড়া সোনালি অন্ত ঃসত্ত্বা। মালদা মেডিক্যালে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।চিকিৎসকরা জানান, তিনি সুস্থ। তারপরই শনিবার সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৬ ডিসেম্বরঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

পুণ্যতিথিতে আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ঃ পুণ্যতিথিতে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলো সমগ্র দেশ। শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংসদ চত্বরে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।ডঃ বি আর আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার সকালেই সংসদে আসেন। উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এবং প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী তাঁকে স্বাগত জানান। প্রথমে রাষ্ট্রপতি, তারপর উপ-রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী আম্বেদকরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

তিন মাসের মধ্যেই চালু হতে চলেছে আগরতলার নতুন সিটি হাসপাতাল

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর ঃ আগামী তিন মাসের মধ্যেই পরিষেবা চালু করতে চলেছে আগরতলার নতুন সিটি হাসপাতাল। শুক্রবার নির্মাণস্থল পরিদর্শনে এসে এই কথা জানান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।মেযর জানান, রাজধানীর প্রধান রেফারেল হাসপাতাল এজিএমসি-জিবিপি হাসপাতাল এবং আইজিএম হাসপাতাল ক্রমবর্ধমান রোগীর চাপে জর্জরিত। সেই চাপ কমাতেই রাজ্য সরকার আগরতলা পুর নিগমের জ্যাকসন গেট লাগোযা. পূর্বতন কার্যালয় চত্বরে নতুন এই সিটি হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।এদিন পরিদর্শনে মেযরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার, স্থানীয .কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা নির্মাণের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যালোচনা করেন এবং ঠিকাদার সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন।মেযর জানান, দ্রুতগতিতেই এগুচ্ছে নির্মাণকাজ। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে আগামী তিন মাসের মধ্যেই হাসপাতালের পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে। হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দাযিত্বে থাকবে আগরতলা পুর নিগম।প্রসঙ্গত, সিটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা বাজেট ধার্য ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই ব্যয় কিছুটা বাড়ছে বলে জানা গেছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই হাসপাতালের যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ শুরু হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

বাবাসাহেব অম্বেদকরকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি, একজন অতুলনীয় চিন্তাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবসে আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। শনিবার এক্স হ্যান্ডলে এ কথা লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ভারতের সংবিধান প্রণয়নে তাঁর অবদান অমর। আমরা আমাদের গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক, আমাদের সংবিধানে বর্ণিত তাঁর আদর্শ এবং নীতিগুলিকে রক্ষা এবং শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের গর্ব যে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর বাংলা আইনসভা থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর এই অসাধারণ কাজের বিকাশে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জয় হিন্দ। জয় বাংলা।

বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি, গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ২০০ রোগী

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ২০০ জন নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। তবে স্বস্তির বিষয়, এই সময়ে কোনও ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়নি । স্বাস্থ্য দফতর (ডিজিএইচএস) হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার এবং কন্ট্রোল রুম শুক্রবার ডেঙ্গু রোগীদের তথ্য প্রকাশ করেছে।বাংলাদেশের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ২০০ জন নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। নতুন ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগের (পুরসভা এলাকার বাইরে) ১৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের (পুরসভা এলাকার বাইরে) ৯২ জন, ঢাকা বিভাগের (পুরসভা এলাকার বাইরে) ১৪ জন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে (ডিএনসিসি) ৭২ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি পুরসভা (ডিএসসিসি) ৬ জন এবং খুলনা বিভাগে (পুরসভা এলাকার বাইরে) ২ জন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে যে গত ২৪ ঘন্টায়. ডেঙ্গুজনিত কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। এ বছর ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩৯৪ জন। এখনও পর্যন্ত ৯৬,৮২৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ৬৩ পুরুষ এবং ৩৭ মহিলা। গত বছর, ২০২৪ সালে, মোট ১০১,২১৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জন মারা গেছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে বাড়ছে শৈত্যপ্রবাহ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস

শ্রীনগর, ৬ ডিসেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে ধীরে ধীরে বাড়ছে শৈত্যপ্রবাহ। শোপিয়ানে তাপমাত্রা সবথেকে কম, মাইনাস ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পুলওয়ামা এবং পাম্পোরে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৫.২ ডিগ্রি সেলসিযাস। বারামুল্লায় মাইনাস ৫.১ ডিগ্রি সেলসিযাস এবং অনন্তনাগে মাইনাস ৪.৯ ডিগ্রি সেলসিযাস রেকর্ড করা হযেছে। শনিবার এই বিষয়ে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে , শ্রীনগর বিমানবন্দরে তাপমাত্রা মাইনাস ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিযাস। পহেলগামে মাইনাস ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিযাস, কাজিগুন্ডে মাইনাস ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শ্রীনগর শহরে মাইনাস ৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃইতিবাচক চিন্তাভাবনা পৃথিবী বদলে দিতে পারে এবং আজ আপনার তার প্রয়োজন হবে। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, তা শান্তভাবে সামলান।

বৃষঃ আপনি অবশ্য অবসন্ন, অলস এবং বিভ্রান্ত বোধ করবেন এবং আজকের দিনে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করার কথা, তা উপেক্ষা করবেন। আপনাকে এই প্রবণতা থেকে বেঁচে চলতে বলা হচ্ছে, নইলে আপনি এমন সব সুযোগ হারাবেন, যা থেকে অন্যরা লাভ করে নেবে। আজকে আপনার মেজাজ উঠা-নামা করতে পারে। শুভদিন।

মিথুনঃআজ যদিও উসব আনঃদ ভরা দিন, তাও আপনাকে বয়ে. যাওযা. থেকে নিজেকে আটকাতে হবে। আজকের দিনটি আপনি বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সামাজিকতা করে কাটাবেন। কোনও অনুষ্ঠান বা পিকনিক আয়োজন করার ক্ষেত্রে আপনার সাংসারিক দাযিত্বগুলি আপনি হযতো উপেক্ষা করবেন।।

কর্কট রাশি ঃ আজকে চূড়ান্ত বৈপরীত্যের দিন, বিশেষত আপনার সদা পরিবর্তিত মেজাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু, আজ সারাদিন আপনাকে নিজেকে মনে করিয়ে যেতে হবে যাতে আপনি প্রবল আবেগপ্রবণ বা অযৌক্তিক না হয়ে পড়েন। না হলে আপনি জটিল পরিস্থিতিতে জড়িয়ে প।বেন। একসঙ্গে অনেক কাজ করলে আপনি ক্লান্ত হয়ে প।বেন ঠিকই, কিন্তু এর ফলে আপনার কৃতিত্বের অনুভূতি হবে। শুভ দিন

সিংহঃআপনি আজ খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন এবং বন্ধুও কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনার অনুভূতির কথা ভাব করে নেবেন অফিসে কিছু কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে আপনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাবেন

কন্যাঃতেল উপচে পড়ার মতো খরচ হবে, বাজে খরচ এবং নোংরা। কিন্তু মহাজাগতিক শক্তি ও ইতিবাচকতা আজ পালে হাওয়া দেবে এবং আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে।

তুলাঃ সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসাকে, আজ কোনও কিছুই ম্লান করতে পারবে না এবং এই ভালোবাসাই আপনাকে, তাদের সব কিছুর সেরাটা দেওয়ার জন্য অনবরত চালিত করে। শুভ দিন।

বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে চাইবেন, কিন্তু আপনার পেশার কারণে তা সম্ভব হবে না। আপনি কাজে প্রচণ্ড বেশি নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, তার প্রভাব আপনার প্রেমের জীবনে পড়বে। শুভ দিন।

ধনুঃআপনার বাস্তব জীবন অপেক্ষা কল্পনার জগতে বিচরণ করতে বেশি ভালো লাগবে। প্রেমাস্পদর কাছ থেকে আপনার অতিরিক্ত প্রত্যাশা বা চাহিদা তাকে হতাশ করে তুলবে।

মকরঃ আপনি আজ প্রচুর প্রকল্প এবং কাজে ব্যাস্ত থাকবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাজ শেষ করুন এবং দিনের বাকি সময়টি আপনার মনকে সতেজ রাখার জন্য ব্যয় করুন। ব্যবসায় উন্নতি হবে।

কুম্ভঃআপনি ইতিমধ্যে আপনার স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও আপনার উচ্চাভিলাষ, সঙ্গে সঙ্গেই আপনার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করার দিকে উৎসাহিত করবে।শুভদিন।

মীনঃআপনার আয়ের তুলনায় ব্যায় দ্বিগুণ হতে পারে। আপনাকে আর্থিক বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমলো। কুয়াশার কারণে অনেকটা কমে আসতে পারে দৃশ্যমানতাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের সর্বত্র আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে রাতের তাপমাত্রায় পতন ঘটতে পারে। আগের দিনের তুলনায় শনিবার একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি কম। আগামী কয়েকদিন কলকাতার আকাশ মূলত পরিস্কার থাকবে। সকালের দিকে বেশ কিছু অংশে কুয়াশার প্রভাব দেখা যাবে। তবে বেলা বাড়তেই তা উধাও হয়ে যাবে। কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্যেও। জলপাইগুড়ি, আলি পুরদুয়ার, কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে রাতের তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫০মিনিটে হতে পারে।

নতুন স্টেশনের দাবিতে রেল দপ্তরের কাছে আবেদন এলাকাবাসীর

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাটঃ বসিরহাটের উত্তর দেবীপুরে হল্ট স্টেশনের অনুমোদন কার্যকর করা, চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ ডবল লাইন অনুমোদন করা, সকালে হাসনাবাদ ও বিকালে শিয়ালদহ থেকে সরাসরি ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, চাঁপাপুকুর স্টেশানে যাত্রী শেড, পানীয় জল সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে উত্তর দেবীপুর হল্ট স্টেশন কমিটির তরফে আবেদন পত্র জমা চাঁপাপুকুর স্টেশান ম্যানেজারের কাছে। বসিরহাট পৌরসভার কয়েকটি ওয়ার্ড, চাঁপাপুকুর ও খোলাপোতার কিছুটা অংশ সহ সন্নিহিত এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে তারা দীর্ঘদিন ধরে শিয়ালদহ হাসনাবাদ শাখার চাঁপাপুকুর ও ভ্যাবলা রেল স্টেশানের মাঝে উত্তর দেবীপুরে একটি হল্ট স্টেশানের জন্য দরবার করে আসছেন। তাদের কথায় ২০১০ সাল থেকে নতুন স্টেশনের দাবিতে দরবার করছেন তারা। বেশ কয়েকবার সংসদে কথাটি ওঠে, তাদের কথায় রেল দপ্তরের গাফিলতির জন্যই কাজটি হচ্ছে না। নুসরাত জাহান বসিরহাটর সাংসদ থাকাকালীন ২০২২ সালেও বিষয়টি সংসদে উপস্থাপিত হয়েছিলো। ২০২৪ সাল নাগাদ পরিদর্শন হয় তবে নির্বাচন এসে যাওয়ায় কাজ হয়নি। আবেদনকারীদের তরফে চন্দন বিশ্বাস বলেন কয়েকদিন আগে আর টি আই মারফৎ তিনি জানতে পেরেছেন ডি আর এম অফিস শিয়ালদহ ফাইনান্সিয়াল ভেটিং করছে, তারা চান দ্রুত পেপার ওয়ার্ক শেষ করা হোক। তাদের কথায় ডি আর এম,রেল মন্ত্রক, জেনারেল ম্যানেজার সহ বিভিন্ন সাংসদ কে বিষয়টি জানিয়েছেন তারা। তাদের কথায় এত কিছু সত্বেও কাজ হচ্ছে না তাই তারা চাঁপাপুকুর স্টেশান মাস্টারের কাছে শনিবার ডি.আর.এম ও জেনারেল ম্যানেজারের চিঠি ও গন ডেপুটেশন জমা দেন। উত্তর দেবীপুরে স্টেশান হলে উপকৃত হবেন দৈনন্দিন যাতায়াতকারী সহ কৃষক,পড়ুয়া থেকে সাধারন মানুষ।

ফের 'অসুস্থ' হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক বিএলও

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফের 'অসুস্থ' হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন আরও এক বিএলও। পেশায় শিক্ষিকা ওই বিএলও'র নাম তনুশ্রী সিংহ। তিনি হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার ২৪৩ পার্টের বিএলও। ডোমজুড় বন্দর বাগপাড়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা তিনি। শনিবার তিনি কাজ করার সময় আচমকাই মাথা ঘুরে পড়ে যান। তার রক্তচাপ কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্কুলের সহকর্মীরা ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। ডোমজুড়ের ব্লক মেডিকেল হেলথ অফিসার ঋদ্ধি চক্রবর্তী জানান, ওই বিএলও'কে আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। জগৎবল্লভপুর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুবীর চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ ঘোষ ওই বিএলও'কে দেখতে হাসপাতালে যান। সুবীর চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, কাজের চাপেই বিএলও তনুশ্রী সিংহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্কুলের কাজের চাপের পাশাপাশি অল্প সময়ের মধ্যে এন্যুমারেশন ফর্মের তথ্য ডিজিটাইজেশন এবং নির্বাচন কমিশনের নতুন নতুন নির্দেশ মানতে গিয়ে বিএলও'রা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এদিন বিএলও'র অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান স্থানীয় বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ। তিনি অসুস্থ বিএলও তনুশ্রী সিংহের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পাশে থেকে সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে চিকিৎসকদের কাছে খোঁজখবর নেন তিনি। ডোমজুড়ের ব্লক মেডিকেল হেলথ অফিসার ডা ঋদ্ধি চক্রবর্তীর সঙ্গেও কথা বলেন বিধায়ক। তাঁর পরিবারের লোকজনদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। সীতানাথ ঘোষ বলেন, নির্বাচন কমিশন অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর কার্যকর করতে যাওয়াতেই এমনটা ঘটছে। এস আই আর-এর কাজের চাপে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। তবে, এদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই শিক্ষিকা কথা বলতে চাননি।

পুড়ে যাওয়া হলং বন বাংলো পুনর্নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ

দুরন্তবার্তা, সুমন দে ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পুড়ে যাওয়া হলং বন বাংলো পুনর্নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ করেছে। পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় তিন তলা এই বাংলো তৈরির জন্য তিন কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। বনদপ্তর আগামী সপ্তাহেই এই কাজের জন্য দরপত্র ডাকবে। উল্লেখ্য গতবছরের ১৮ই জুন বিধ্বংসী আগুনে এই বনবাংলো টি পুড়ে যায়।

বহিরাগত ঠেকাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর সিদ্ধান্ত, নিরাপত্তায় নতুন ভাবনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত বন্ধ করতে এবং ভেতরের পরিবেশকে আরও সুরক্ষিত রাখতে ছাত্রাবাসের প্রবেশপথে বিশেষ ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে হস্টেলে কারা ঢুকতে পারবেন এবং কারা ঢুকতে পারবেন না, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একাধিকবার বহিরাগত প্রবেশকে ঘিরে উত্তেজনা, অশান্তি এবং নিরাপত্তাজনিত অভিযোগ উঠেছিল। ছাত্রছাত্রীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, বাইরে থেকে আসা বহু অচেনা মানুষ অবাধে হস্টেলের ভেতরে ঢুকে পড়ছেন, যার ফলে নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনই পড়াশোনার পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় মহল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, ডিসপ্লে বোর্ডে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে ছাত্রাবাস শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত এলাকা এবং অনুমতি ছাড়া কোনও বহিরাগত সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন না। জরুরি ক্ষেত্রে বা বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র দেখিয়ে প্রবেশের নিয়মও উল্লেখ করা থাকবে। এর ফলে নিরাপত্তার বিষয়ে যেমন স্বচ্ছতা আসবে,

তেমনই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এখানে যেমন মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করেন, তেমনই বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্র হিসেবেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য। সেই কারণেই এখানে নিরাপত্তা নিয়ে সামান্য অবহেলাও বড় সমস্যার রূপ নিতে পারে বলে মনে করছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। হস্টেল সূত্রের খবর, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বহুক্ষেত্রে বহিরাগতদের আনাগোনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অস্বস্তি তৈরি হচ্ছিল। কিছু ক্ষেত্রে পরিচয় যাচাই ছাড়াই বাইরের লোকজন ভেতরে ঢুকে পড়ার অভিযোগও উঠেছিল। ছাত্রছাত্রীরা বারবার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে অবশেষে ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন হস্টেলে থাকা বহু ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মতে, নিরাপত্তা শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, নিজেদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা মনে করছেন, স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলে বহিরাগতরাও সহজেই বুঝতে পারবেন কোথায় তাঁদের প্রবেশের অধিকার নেই। এতে অহেতুক বাকবিতণ্ডা বা ঝামেলার সম্ভাবনাও অনেকটাই কমবে। তবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রশ্নও উঠেছে। তাঁদের একাংশের দাবি, ডিসপ্লে বোর্ড বসালেই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে না। নিয়ম কার্যকরভাবে প্রয়োগ করাটাই আসল চ্যালেঞ্জ। যদি গেটে দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তারক্ষীরা নিয়ম মেনে পরিচয় যাচাই না করেন, তাহলে এই ব্যবস্থা কার্যত কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, শুধু ডিসপ্লে বোর্ড বসানোই নয়, নিরাপত্তার উপর কড়া নজরদারিও রাখা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী গেটে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হবে। রাতের সময় গেইট খোলা রাখা, কারা ঢুকছেন, কারা বেরোচ্ছেন সব কিছু খতিয়ে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে। শিক্ষা মহলের একাংশ মনে করছে, সাম্প্রতিক সময়ের নানা অশান্তির ঘটনার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা করতেই এই ধরনের পদক্ষেপে জোর দিচ্ছে। হস্টেল হল ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, সেখানে যদি নিরাপত্তার অভাব থাকে, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের অনেকেই এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বলে মনে করছেন। তাঁদের বক্তব্য, যাদবপুরের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি স্বাধীন চিন্তা ও মতপ্রকাশের পরিবেশ থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেই স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যদি বাইরের লোকজন হস্টেলে ঢুকে পড়ে এবং সমস্যা সৃষ্টি করে, তাহলে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সব মিলিয়ে বহিরাগত ঠেকাতে ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর সিদ্ধান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে। আগামী দিনে এই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং আদৌ হস্টেলের পরিস্থিতিতে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন আসে কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষা মহল সকলেই।

২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে আলাদা পথেই হাঁটতে চাইছে কংগ্রেস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ময়দানে জোট সমীকরণ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। এই আবহের মধ্যেই কংগ্রেস স্পষ্ট করে দিল, বামেদের সঙ্গে জোট বেঁধে তারা নির্বাচনে যেতে আগ্রহী নয়। রাজ্য কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্যে কার্যত ইঙ্গিত মিলেছে, আসন্ন ভোটে তারা নিজেদের শক্তিতেই লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছে। গত কয়েকটি নির্বাচন ধরেই বাংলার রাজনীতিতে কংগ্রেস ও বামেদের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে বিধানসভা ভোট, একাধিক ক্ষেত্রে দুই দল একসঙ্গে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সেই জোট বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে দলের অন্দরেই বহুদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ মনে করছে, জোটের কারণে সংগঠন আরও দুর্বল হয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ মহলে দাবি করা হচ্ছে, বামেদের সঙ্গে জোটের ফলে কংগ্রেসের নিজস্ব রাজনৈতিক পরিচয় অনেকটাই ধোঁয়াটে হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও ভোটব্যাঙ্ক সেভাবে বাড়েনি। উলটে বহু এলাকায় কংগ্রেসের প্রথাগত ভোটারদের একাংশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বলে আশঙ্কা দলের অন্দরে। এই পরিস্থিতিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠন নতুন করে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করছে কংগ্রেস। জেলা স্তরে সংগঠন শক্তিশালী করা, বুথ স্তরে কর্মীদের সক্রিয় করা এবং নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান আরও স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরাই এখন দলের মূল লক্ষ্য। কংগ্রেস নেতৃত্ব চাইছে, তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি নিজেদের লড়াই হিসেবে ভোটারদের সামনে নিজেদের তুলে ধরতে। বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে কংগ্রেসের এই অনীহা নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে দলের একাধিক নেতা প্রকাশ্যে বলেছেন, জোটের কারণে কংগ্রেস তার স্বাভাবিক রাজনৈতিক বিস্তার ঘটাতে পারছে না। যদিও প্রকাশ্যে এখনও কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়নি, তবে দলের অন্দরমহলের সূত্র অনুযায়ী, ভবিষ্যতে বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত ক্ষীণ। এদিকে কংগ্রেসের এই অবস্থান বাম শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে। বাম নেতৃত্বের একাংশ মনে করছে, একা একা লড়াই করলে বিরোধী ভোট আরও বেশি ভাগ হয়ে যাবে, যার সুফল শেষ পর্যন্ত শাসকদলই পাবে। কিন্তু কংগ্রেসের তরফে পাল্টা যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, ভোট ভাগ হওয়ার দায় শুধু কংগ্রেস একা নেবে না, বরং রাজনৈতিক বাস্তবতায় নিজেদের শক্তি পরখ করাই এখন জরুরি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ মনে করছেন, কংগ্রেস যদি সত্যিই একা লড়াইয়ের পথে এগোয়, তাহলে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল-বিজেপি দ্বিমুখী লড়াইয়ের যে ছবি বাংলার রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে কংগ্রেস নতুন করে তৃতীয় শক্তি হিসেবে নিজেদের জায়গা করে নিতে চাইছে। তবে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবে কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সংশয়ও রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল। বহু জেলায় কার্যত নামমাত্র সংগঠন রয়েছে। তার মধ্যেই একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া বাস্তবসম্মত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্য আশাবাদী। তাঁদের দাবি, মানুষের মধ্যে এখনও কংগ্রেসের প্রতি সমর্থনের একটা পরিসর রয়েছে, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে যে মুখোমুখি সংঘাত এবং হতাশা তৈরি হচ্ছে, তার সুযোগ নিতে পারে কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি, তবে শাসকদলের অন্দরমহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেস-বাম জোট ভেঙে গেলে বিরোধী শিবির আরও দুর্বল হবে বলেই মনে করছে তৃণমূলের একাংশ। সব মিলিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই জোট রাজনীতির অঙ্ক জটিল হচ্ছে। বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব বাড়া রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে চলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। আগামী দিনে এই সিদ্ধান্ত কতটা রূপ পায় এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস কোন পথে হাঁটে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক বাংলা।

মোটরবাইকে মোবাইল ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে, ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ রাজ্য জুড়ে ক্রমেই বাড়ছে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা, আর তা হল মোটরবাইক চালাতে গিয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার। শহর থেকে শুরু করে মফস্বল, জাতীয় সড়ক হোক বা ব্যস্ত শহুরে রাস্তা;প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ছে এমন দৃশ্য। এক হাতে বাইকের হ্যান্ডেল, অন্য হাতে মোবাইল ধরে কথা বলা কিংবা মেসেজ টাইপ করার মতো দৃশ্য এখন আর বিরল নয়। এর ফলেই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা, প্রাণহানিও ঘটছে একের পর এক। ট্রাফিক পুলিশের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, অধিকাংশ চালকই জানেন যে বাইক চালাতে গিয়ে মোবাইল ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও এই অভ্যাস থেকে বেরোতে পারছেন না বহু বাইক আরোহী। বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে এই প্রবণতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানাচ্ছে প্রশাসন। শহরের ব্যস্ত এলাকাগুলিতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, বাইক আরোহীরা ফোনে কথা বলতে বলতে সিগন্যাল ভাঙছেন, আচমকা লেন বদল করছেন, কখনও আবার নজর না থাকায় সামনে থাকা গাড়িতে ধাক্কা মারছেন। একাধিক দুর্ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার সময় চালক মোবাইলে কথা বলছিলেন বা কোনোরকমভাবে ফোনে মনোযোগ ছিল। তাতেই বিপত্তির সূত্রপাত। বাইক চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মনোযোগ বিভ্রাট। চোখ একদিকে ফোনের স্ক্রিনে, কান অন্যদিকে ফোনের শব্দে ব্যস্ত থাকায় সামনের রাস্তার পরিস্থিতির

উপর নজর রাখা সম্ভব হয় না। মুহূর্তের অসতর্কতাই তখন বড় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যখন আচমকা কোনও পথচারী রাস্তা পার হন বা সামনে থাকা গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষে, তখন মোবাইল ব্যবহারে ব্যস্ত বাইক আরোহী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হন। শুধু শহরই নয়, গ্রামীণ এলাকাতেও একই ছবি ধরা পড়ছে। সংকীর্ণ রাস্তা, পর্যাপ্ত আলো না থাকা, বেপরোয়া গতি এবং তার সঙ্গে মোবাইল ব্যবহারের মতো অভ্যাস মিলিয়ে দুর্ঘটনার মাত্রা আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই হেলমেট না পরার অভ্যাসের সঙ্গে মোবাইল ব্যবহার যুক্ত হওয়ায় দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মোবাইল ব্যবহার করে বাইক চালানো আইন অনুযায়ী গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধে মোটা অঙ্কের জরিমানা এবং প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিল পর্যন্ত করার বিধান রয়েছে। তা সত্ত্বেও বহু চালক নিয়ম মানছেন না। প্রতিদিন চেকিং চললেও এই প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও জোর দিয়ে বলছে ট্রাফিক বিভাগ। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং জনসমাগম স্থলে পথে পথে মানুষকে বোঝানোর কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে। পোস্টার, লিফলেট এবং সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, বাইক চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার মানেই নিজের জীবন এবং অন্যের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। চিকিৎসক মহলের বক্তব্যও এই বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁদের মতে, সাম্প্রতিক কালে যে সব দুর্ঘটনার রোগী আসছেন, তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই বাইক চালানোর সময় অসতর্কতার প্রমাণ মিলছে। মাথায় গুরুতর আঘাত, মেরুদণ্ডে চোট, হাত-পা ভেঙে যাওয়া কিংবা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের মতো মারাত্মক সমস্যায় ভুগছেন বহু যুবক। অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার পরেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। পরিবারের লোকজনদের মধ্যেও এই প্রবণতা নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে। বহু অভিভাবক জানাচ্ছেন, সন্তানরা প্রায়ই বাইক চালাতে চালাতে ফোনে কথা বলে বা গান শোনে। বারবার বোঝানো সত্ত্বেও এই অভ্যাসে বদল আসছে না। তাঁদের আশঙ্কা, একদিন এই অভ্যাসই বড় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। স্মার্টফোন আজ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার অতিরিক্ত ব্যবহার যখন মানুষের জীবনকেই বিপন্ন করছে, তখন সেই অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা মনে করছেন, শুধু আইন বা জরিমানা নয়, মানসিক পরিবর্তনই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারে। রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাইক চালানোর সময় মোবাইল ব্যবহারের ছবি বা ভিডিও তুলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জরিমানা পাঠানোর ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টিও ভাবনা-চিন্তার মধ্যে রয়েছে। মোটরবাইক চালাতে গিয়ে মোবাইল ব্যবহারের প্রবণতা রাজ্যের রাস্তায় নতুন করে এক ভয়াবহ বিপদের জন্ম দিচ্ছে। আধুনিকতার সুবিধা যেমন মানুষের জীবন সহজ করেছে, তেমনি সেই আধুনিকতার অপব্যবহার এখন মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিপজ্জনক অভ্যাস থেকে মানুষ কবে মুক্তি পায়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গোটা সমাজ।

বিধানসভা ভোটের আগে বাঁকড়ায় উদ্ধার তাজা বোমা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বছর গড়ালেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট, তার আগে বাঁকড়ায় তাজা বোমা উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পরিত্যক্ত এলাকায় পড়ে থাকা একটি নাইলনের ব্যাগ থেকে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে বাঁকড়া পশ্চিম কবরপাড়া এলাকা থেকে ওই বোমাগুলি উদ্ধার করেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোয়েন্দা আধিকারিকরা এদিন রাতে ওই এলাকায় হানা দেন। এলাকার বাসিন্দারা প্রথমে গোয়েন্দা পুলিশের ওই আচমকা অভিযানে হতচকিত হয়ে যান। এদিন ওই এলাকার পাঁচিল ঘেরা একটি পরিত্যক্ত জায়গায় নাইলনের ব্যাগে রাখা বেশ কিছু তাজা বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যান গোয়েন্দা পুলিশ। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস পর ২০২৬'শে বাংলায় বিধানসভা ভোট। তার আগে এই বোমা মজুতের ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। কে বা কারা ওখানে বোমা মজুত করছিল তার তদন্তে নেমেছেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা আধিকারিকরা।

গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় এক লপ্তে রাজ্যে ৯ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নতুন গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয়ভাবে একই দিনে এই কর্মসূচির সূচনা হবে। নবান্নে আজ জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক বৈঠকে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানেই প্রতিটি জেলায় ব্লকভিত্তিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দিন সংশ্লিষ্ট ব্লকে জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোথায় নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, কত দূরত্বে নির্মাণ হয়েছে এবং কোন প্রকল্পের অর্থে হয়েছে; এসব জানাতে হোর্ডিং, ব্যানার, ফ্লেক্সের মাধ্যমে প্রচার চালাতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে।রাজ্য সরকার জানিয়েছে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই প্রতিটি নতুন রাস্তায় শুরু এবং শেষের পয়েন্টে বোর্ড লাগিয়ে স্পষ্ট জানাতে হবে মোট ব্যয়, রাস্তার দৈর্ঘ্য এবং নির্মাণে কত সময় লেগেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন পাঠাবে পঞ্চায়েত দফতর। গত নভেম্বরেই পথশ্রী প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বিশেষ পরিদর্শক দল তৈরি করা হয়েছে। সেই দলের সদস্যরা বিভিন্ন জেলায় রাস্তা নির্মাণের মান, গতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যান্য দিক নজরে রাখছেন।

জয়নগরে শীতকালীন আড্ডা ও রাজনৈতিক আলাপচারিতা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর আর কয়েকমাস পর বিধানসভার নির্বাচন।একদিকে এস আই আরের কাজ চলছে অন্যদিকে ভোটের প্রস্তুতির কাজ ও জোর কদমে চলছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের। একদিকে এস আই আরের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন চলছে তো অপরদিকে সংগঠন বাড়ানোর লক্ষে একাধিক কর্মসূচির কাজ চলছে। আর ডিসেম্বর মাসের প্রবল শীতের মধ্যেই তৃনমূল কংগ্রেসের ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতাদি সংগঠনের উদ্যোগে শুক্রবার রাতে জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার জয়নগর বিধানসভার তেলিপুকুর হাটে ২৩৯ নং বুথে চায়ের আড্ডা ও রাজনৈতিক আলাপচারিতা হয়ে গেল। নির্ধারিত সময়ের তিন ঘন্টা পরে এই চায়ের আড্ডা শুরু হলেও এলাকার কয়েকশো পুরুষ মহিলা শীতের মধ্যে ও সন্ধে থেকে অপেক্ষায় ছিলো যা দেখে বোঝাই যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃনমূল কংগ্রেসকে তারা কতটা আপন করে নিয়েছে। চায়ের আড্ডা ও আলাপচারিতায় ছিলেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জয়নগর ২নং ব্লকের তৃনমূল নেতা মতিউর সেখ, প্রাক্তন সেনাকর্মী সালাউদ্দিন সেখ, ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতাদি সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন লস্কর, ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতাদি সংগঠনের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অলক হালদার, চেয়ারম্যান আকতার উদ্দিন সরদার, সদস্য ইসমাইল শা সহ আরো অনেকে। এদিন চায়ের চুমুকে মুখ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের বর্ণনা তুলে ধরলেন বক্তারা। পাশাপাশি এস আই আরের নামে বিজেপির ঘৃণ্য চক্রান্ত কি তার ওপর ও আলোকপাত করা হয়। ইন্ডিয়া ওয়ান্টস মমতাদি সংগঠনের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে দলের কাজ কিভাবে হবে সে বিষয়ে ও আলোকপাত করা হয়। সংগঠন আরো মজবুত করতে, সরকারি সুবিধা সাধারণ মানুষ কি কি পায় তার ওপর প্রতিটা বুথে এরকম চায়ের আড্ডা আগামী দিনে আরও হবে বলে সংগঠনের তরফে এদিন জানানো হয়। অর্থে হয়েছে; এসব জানাতে হোর্ডিং, ব্যানার, ফ্লেক্সের মাধ্যমে প্রচার চালাতে বলা হয়েছে প্রশাসনকে।

আরজি ট্যাক্স দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের চূড়ান্ত চার্জশিট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ রাজ্যের বহুচর্চিত আরজি ট্যাক্স দুর্নীতি মামলায় অবশেষে চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সি. বি. আই.। দীর্ঘ তদন্তের পর জমা পড়া এই চার্জশিটে উঠে এসেছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। বিশেষ করে অভিযুক্ত অখতার কীভাবে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছে, কোন পথে সেই টাকা তোলা হয়েছে, কোথায় সেই অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা থাকায় নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। সিবিআই সূত্রের খবর, আরজি ট্যাক্স সংক্রান্ত নানা প্রকল্পে সরকারের যে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা ছিল, তার একটি বড় অংশ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই আর্থিক জালিয়াতির অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে অখতারের নাম। তদন্তে উঠে এসেছে, একাধিক ভুয়ো সংস্থা এবং বেনামি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ধাপে ধাপে টাকা তোলা হয়েছে। কোথাও সরাসরি নগদ তোলা হয়েছে, কোথাও আবার ট্রান্সফারের মাধ্যমে টাকা গায়েব করা হয়েছে। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কৌশলে টাকা তোলার পাশাপাশি একাধিক শেল কোম্পানির ব্যবহার করা হয়েছিল। কাগজে-কলমে যেসব সংস্থার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই, সেই সব সংস্থার নামেই অর্থের লেনদেন করা হয়। অখতার নিজে কখনও সরাসরি সামনে থেকে সব টাকা তোলেনি, বরং তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোগীর মাধ্যমে ধাপে ধাপে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি সিবিআইয়ের। তদন্তকারীদের দাবি, আরজি ট্যাক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি অনুমোদন, নথিভুক্তিকরণ এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকফোকর তৈরি করা হয়েছিল। সেই ফাঁক গলিয়েই দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির চাকা ঘুরেছে। সন্দেহের তালিকায় থাকা একাধিক সরকারি কর্মী ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকার বিস্তারিত তথ্যও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অখতার কীভাবে টাকা তুলত, সেই প্রসঙ্গে সিবিআই চার্জশিটে জানিয়েছে, প্রথমে ছোট অঙ্কে টাকা তোলা হতো যাতে নজরে না পড়ে। পরে ধীরে ধীরে বড় অঙ্কের লেনদেন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই রাতের বেলায় টাকা তোলা হয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে, যাতে ব্যাঙ্ক শাখায় তেমন নজরদারি না থাকে। নগদ তোলার পর সেই টাকা বিভিন্ন স্থানে সরানো হতো, যার পূর্ণ ট্রেল অনুসরণ করতেই সি বি আইকে দীর্ঘ সময় ধরে তদন্ত চালাতে হয়েছে। এই দুর্নীতি কাণ্ডে শুধুমাত্র আর্থিক অনিয়মই নয়, প্রশাসনিক গাফিলতির ছবিও সামনে এসেছে। তদন্তকারীদের মতে, এই ধরনের দুর্নীতি একা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। এর পিছনে একটি বড় নেটওয়ার্ক সক্রিয় ছিল, যেখানে সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী সকলেই যুক্ত ছিল। চার্জশিট জমা পড়ার পর এই মামলাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও নতুন করে দানা বাঁধছে। বিরোধী শিবিরের তরফে দাবি করা হচ্ছে, এই দুর্নীতিতে শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যক্তি নয়, এর পিছনে বড়সড় রাজনৈতিক মদত ছিল। তাঁদের দাবি, এত বড় আর্থিক জালিয়াতি প্রশাসনিক প্রশ্রয় ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে শাসক শিবিরের তরফে এই মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও দাবি তোলা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, তদন্তের নামে কিছু ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে চার্জশিটে যেসব তথ্য উঠে এসেছে, তা নিয়ে প্রকাশ্যে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছেন না শাসকদলের নেতারা। আইনি মহলের একাংশের মতে, সিবিআইয়ের চূড়ান্ত চার্জশিট এই মামলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এখন আদালতের বিচারপর্বেই নির্ধারিত হবে, কোন কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ কতটা প্রমাণিত হয়। তবে চার্জশিটে টাকা তোলার যে পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও পেশাদার দুর্নীতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। আরজি ট্যাক্স দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসার পর সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর আস্থার বড় ধাক্কা লেগেছিল। মানুষ আশা করেছিল, দোষীরা দ্রুত শাস্তি পাবে। চূড়ান্ত চার্জশিট জমা পড়ায় সেই দীর্ঘ অপেক্ষার এক ধাপ অগ্রগতি হল বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আগামী দিনে এই মামলায় আরও নতুন নাম যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ তদন্তে এখনও কিছু আর্থিক লেনদেনের গতি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়নি। সিবিআই চাইছে, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের সকলকেই আইনের আওতায় আনতে। সব মিলিয়ে আরজি ট্যাক্স দুর্নীতি মামলায় সি. বি. আই.-এর চূড়ান্ত চার্জশিট জমা পড়ার মধ্য দিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া এক বড় পর্যায়ে পৌঁছেছে। অখতার কীভাবে টাকা তুলেছিল, কীভাবে সেই অর্থ সরানো হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্যে আসায় রাজ্য রাজনীতিতে ও প্রশাসনিক মহলে ফের আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এখন নজর থাকবে আদালতের প্রক্রিয়ার দিকে, এই দুর্নীতির শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটাই দেখার।

সোনাগাছিতে এস. আই. আর. ক্যাম্পের উদ্যোগ, তালিকা সংশোধনে নজর কমিশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে আরও স্বচ্ছতা ও গতি আনতে সোনাগাছি এলাকায় বিশেষ এস.আই.আর. ক্যাম্পের আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিশেষ ক্যাম্প বসতে চলেছে বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নির্দেশেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল ওই এলাকার ভোটারদের সমস্যাগুলি সরাসরি শুনে দ্রুত সমাধান করা এবং ভোটার তালিকার ত্রুটি সংশোধন করা। সোনাগাছি এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই সামাজিক ও প্রশাসনিক নানা জটিলতার মধ্যে রয়েছে। এখানকার বহু মানুষের ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও নানা অসংগতি, ভুল ঠিকানা, দ্বৈত নাম নথিভুক্ত থাকা বা নাম বাদ পড়ার মতো অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ এস.আই.আর. ক্যাম্পের ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের মতে, এই ক্যাম্পে এলাকাবাসী সরাসরি এসে নিজেদের ভোটার সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। আধার কার্ড, পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণপত্রসহ প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে ভোটার তালিকার ভুল সংশোধনের আবেদন করা যাবে। নতুন ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগও দেওয়া হবে। বিশেষ করে যাঁরা এতদিন কোনও না কোনও কারণে ভোটার তালিকার বাইরে রয়ে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য এই উদ্যোগ বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই বিশেষ ক্যাম্পে শুধু নতুন নাম তোলা নয়, মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া, ঠিকানা পরিবর্তন, নামের বানান সংশোধন, জন্ম তারিখের ভুল ঠিক করার মতো একাধিক পরিষেবাও পাওয়া যাবে। নির্বাচন দপ্তরের কর্মীরা সরাসরি আবেদন গ্রহণ করবেন এবং দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সোনাগাছির মতো ঘনবসতিপূর্ণ এবং সংবেদনশীল এলাকায় ভোটার তালিকা সঠিকভাবে প্রস্তুত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বহু পরিযায়ী শ্রমিক, অস্থায়ী বাসিন্দা এবং সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ বসবাস করেন। ফলে তাঁদের অনেকেরই নথিভুক্তিকরণে সমস্যা দেখা দেয়। সেই কারণেই বিশেষ নজরে এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের বিশেষ ক্যাম্প বসানোর সিদ্ধান্তে এলাকাবাসীর মধ্যে ইতিমধ্যেই সাড়া পড়েছে। বহু মানুষেরই দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল যে তাঁরা বারবার আবেদন করার পরেও নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে পারছেন না, কিংবা ভুল সংশোধন হচ্ছে না। এবার সরাসরি আধিকারিকদের সামনে সেই সমস্যাগুলি তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে আশাবাদী তাঁরা। প্রশাসনিক মহল মনে করছে, এই উদ্যোগের ফলে ভোটার তালিকার গুণগত মান অনেকটাই উন্নত হবে। একই সঙ্গে নির্বাচনের সময় ভুয়ো ভোটার বা দ্বৈত ভোটাধিকারের মতো অভিযোগও অনেকাংশে কমে আসবে। স্বচ্ছ ও নির্ভুল ভোটার তালিকাই যে সুস্থ গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি, তা আবারও স্পষ্ট করে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এদিকে, বিশেষ এই (জ্বট্র ক্যাম্প ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাই মনে করছেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়া যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে নির্বাচনের সময় অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ অনেকটাই কমবে। সাধারণ ভোটারদের আস্থা বাড়াবে এই উদ্যোগ, এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, শুধু সোনাগাছি নয়, ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্যান্য স্পর্শকাতর এবং সমস্যাপ্রবণ এলাকাতেও এই ধরনের বিশেষ ক্যাম্প বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচি চালু করা হবে, যাতে রাজ্যজুড়ে একটি নির্ভুল ও হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা যায়। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ক্যাম্পের দিন, সময়, স্থান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি স্থানীয়ভাবে প্রচার হবে। মাইকিং, পোস্টার এবং স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে মানুষকে বিষয়টি জানানো হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন দপ্তর। সব মিলিয়ে বলা যায়, সোনাগাছিতে বিশেষ ক্যাম্পের এই উদ্যোগ শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ভোটাধিকার সুরক্ষিত করতে এবং প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করতে এই ধরনের উদ্যোগ যে কতটা প্রয়োজনীয়, তা আবারও প্রমাণ করল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৭ সংখ্যা, রবিবার ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

শিল্পী সত্য চৌধুরী

১৩২৫ লালের ৩১শে ভাদ্র কলকাতায় সত্য চৌধুরীর জন্ম হয়। পিতা যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট ছিলেন। চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে সত্যবাবু সর্বজ্যেষ্ঠ। ১৯৩৫ সালে সত্যবাবু ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। যেখান থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি এ পাশ করে এম এ এবং ল' পড়তে থাকেন। ইচ্ছে ছিল, পিতা এবং পিতা-মহের আইন ব্যবসায় যোগ দেবেন কিন্তু এই সময়ে সংগীতচর্চায় এত মেতে উঠেন যে শেষ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ম্যাট্রিক পাশ করবার শচীন দেব বর্মণের কাছে তিনি কিছুকাল লঘু সংগীতে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর ফণীন্দ্র ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট এক বছর উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখেছেন। ১৯৩৭ সালে আন্তঃ কলেজ সংগীত প্রতিযোগিতায় তাঁর সাফল্যের সংবাদ শুনে নৃপেন্দ্র নাখ মজুমদার সত্য চৌধুরী কে রেডিওয় গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তারপর তিনি বেতারে গাইতে শুরু করেন। ১৯৩৭ সালের ১০ই মে তিনি সর্বপ্রথম বেতারে তাঁর কণ্ঠ পরিবেশন করেন। গান দু'খানি ছিল 'স্বপনে দুলিছে আঁখিজল' (শচীন দেব বর্মণের সুর) এবং 'শুনরে মন অমৃতভরা' নামে তাঁর নিজের দেওয়া সুরের একখানি ভজন। এরপরই সত্যবাবুর সঙ্গে বিখ্যাত সুরকার শ্রীঅনুপম ঘটকের পরিচয় ঘটে এবং শ্রীঘটকের চেষ্টাতেই সত্যবাবু হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে প্রথম রেকর্ড করেন। প্রথম গান দু'টি ছিল 'সঁ ঝে যখন ওঠেরে চাঁদ' ও 'নতুন চাঁদের তিথি এলে'। গান দু'টি রচনা করেন বিমল মিত্র এবং পুর দিয়েছিলেন অনুপম ঘটক। ফণীবাবুর পর তানসেনের বংশশুর মহম্মদ দবীর খাঁ ও পণ্ডিচেরীর দিলীপ কুমার রায়ের নিকটও তিনি গান শিখেছিলেন। ' পৃথিবী আমারে চায়' খ্যাত সত্য চৌধুরী প্রায় চারটি দশক জুড়ে বাংলা গানের শ্রোতাদের গানে গানে ভরিয়ে রেখেছিলেন। জাগরণের গানে সত্য চৌধুরী ছিলেন অদ্বিতীয়। ১৯৪১ সালে ' কবি জয়দেব ' ছবিতে নেপথ্য গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরে বাংলায় 'বন্দিতা', ' পথের দাবী ', ' মন্দির' , ' মন্দির ', হিন্দিতে কুরুক্ষেত্র,আমীরী, খুশনসীব, সিপাহি, মঙ্গলসুত্র, কাশ্মীর হামারা হ্যায়, প্রভৃতি বহু ছায়াছবিতে নেপথ্যে সংগীত পরিবেশন করেছেন সত্য চৌধুরী। এর মধ্যে মন্দির ও রাঙামাটি ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে অভিনেতা রূপে। ১৯৪৭ সালে অ্যাসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের মন্দির ছবিতে সুবল দাশগুপ্তের সুরে সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে শোনা যায় ' ম্যায় ভুখাঁ হুঁ - এ মহাক্ষুধার শ্মশানে আজি জেগেছে যে মহাকাল' যে গানে সমবেত অংশে কণ্ঠ দিয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ' অদৃশ্য মানুষ ' ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালক সত্য চৌধুরী। তাঁর সুরারোপিত গান গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বেতারে সত্য চৌধুরী গাইলেন নজরুলের ভক্তিগীতি ' কে তোরে কী বলেছে মা,ঘুরে বেড়াস কালি মেখে'। বাড়িতে ফিরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন শিল্পীর পিতা যতীন্দ্রমোহন, পিছনে মাতা বিমলা দেবী। রোমান্টিক গানেও একটা সময় সত্য চৌধুরী নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বিভিন্ন ধারার গানের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রসংগীত এবং নজরুলগীতি। ভক্তিমূলক গানে সত্য চৌধুরীর অনুরাগ কিশোর বয়স থেকে। কৃষ্ণচন্দ্রের গান শুনে। তবে একসময়ে সত্য চৌধুরীর মায়ের অনুরোধে অভিনয়ের অফার ফিরিয়ে সংগীত কে বেছে নিতে হয়। মোহিনী চৌধুরীর কথায় ও কমল দাশগুপ্তের সুরে ' পৃথিবী আমারে চায়' গান শিল্পী সত্য চৌধুরী কে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। জনপ্রিয় সেই গান হিন্দিতে অনুবাদ হয়। সেখানেও গেয়েছেন সত্য চৌধুরী। প্রয়াণ দিবসে আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার একজন বাঙালি ইতিহাসবিদ। তিনি সচরাচর আর, সি, মজুমদার নামে অভিহিত। তিনি ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আর.সি. মজুমদার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপর অনেক কাজ করেছেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের উপরও অনেক কাজ করেন। তিনি ১৮৮৮ সালের ৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার (তৎকালীন ফরিদপুর জেলা) মুকসুদপুর উপজেলার খান্দারপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম হলধর মজুমদার, মাতার নাম বিন্দুমুখী। ১৯০৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক ও ১৯১১ সালে স্নাতোকত্তর লাভ করেন। এরপরে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধীনে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯১২ সালে অন্ধ-কয়ান কাল অভিসন্দর্ভের জন্য ১৯১২ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯২৮ সালে লন্ডনের British Museum এ গিয়ে বই পড়তেন। ১৯১৬ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে তার কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯১৯ সালে "Corporate life in ancient India" শীর্ষক পিএইচডি গবেষণা প্রকাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে Early History of Bengal রচনা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ভিয়েতনামের ইতিহাসের উপরে চম্পা নামক একটি পুস্তক, ও ভারতের ইতিহাসের উপরে Ancient India নামক একটি বই রচনা করেন। বহুকাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতের ইতিহাসবিদ তিনি ছিলেন এটা বলা যেতেই পারে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

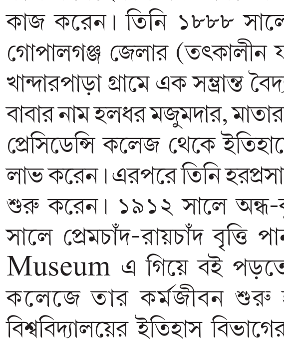

দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু

রামকৃষ্ণ দর্শন

সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেত অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। সেই শক্তি হবে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবান পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে মতপার্থক্য সেটা স্বদেশি বনাম বিদেশি রীতি নীতি

রবীন্দ্রকুমার শীল

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে পরিচিত নেই এমন ব্যক্তি বাংলা তথা ভারতে কম রয়েছে। ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তোলা হয়। এই সংস্থাটি ভারতের প্রাচীনতম প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। স্যার উইলিয়াম জোন্স মাত্র ৩৭ বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮৩ সালে। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা

সমাপ্ত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি বহু ভষাবিদ এবং আইনজ্ঞ ছিলেন। ফলে তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং সাহিত্য চর্চার ওপরে আকৃষ্ট হয়ে একটি প্রাচ্য গবেষনাগার খোলার কথা চিন্তা করেন। সেই চিন্তার ফসল হচ্ছে আজকের এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রাচ্য বিষয় বিদ্যার চর্চার প্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে এই সংস্থা স্বীকৃতি লাভ করে। মাত্র বারোজন সদস্য নিয়ে এই সংস্থা যাত্রা শুরু করলে পরে ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে। ভারতীয়রা এখানে আগে প্রবেশ লাভ করতে পারতো না। প্রায় পঁতাল্লিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে ভারতীয়রা প্রবেশাধিকার পায়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় সভাপতি হলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮৫ সালে। সাহেবরা বুঝতে পেরেছিল যে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতদের যোগদান করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। না হলে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রামকমল সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব সহ আরও অনেকে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত রিসার্চের পত্রে (১৭৮৮) এবং জার্নালে (১৮৩২) প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচ্যের প্রাচীন চর্চা প্রতি বেশি করে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য থাকলেও তিনি কিন্তু কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাটির সদস্য ছিলেন না। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য বিদ্যা পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি, আরবীয় প্রকাশ রচনায় আগ্রহী ছিলেন। এমনকী 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরিজের প্রকাশে তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৮৫২ সালে ৩০ জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসমিতিতে ডাঃ ই রোয়ের বিদ্যাসাগরের হয়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশনার প্রস্তাব দেন। এই নাটকগুলো হল যথাক্রমে- 'বেণী সংহার', 'অনর্য রাঘভ', 'প্রসন্ন রাঘভ', 'নাগানন্দ', 'ললিত মাধব' এবং 'বিদগ্ধ মাধব'। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রস্তাব দিলেন বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' নামে পুঁথিটি সম্পাদনা করা হোক এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' পুঁথিটি খুবই দুলর্ভ ছিল। বাংলায় মাত্র দুটো পুঁথি পাওয়া যায়। একটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং আর একটি সংস্কৃত কলেজে রয়েছে। পরে বিদ্যাসাগর আরও তিনটি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন বেনারস থেকে। ১৮৫৮ সালে 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরিজে বাইস নম্বর বই হিসাবে স্থান পেল 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ'। বিদ্যাসাগরের এশিয়াটিক মস্পর্কে একটি আগ্রহ ছিল। ১৮৪৮ সালে বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের 'হিস্টোরি অব বেঙ্গল' (২য় ভাগ) এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর 'বাংলার ইতিহাস' নাম দিয়ে। সেখানে তিনি মহামতি স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নাম উল্লেখ করেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের জীবনীতে দেখতে পাই উইলিয়াম জোন্সের নাম। সেখানে লেখা রয়েছে-' সর উইলিয়াম জোন্সের অকাল মৃত্যুতে সর্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষত বোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ে বোধহয় কোনো ব্যক্তিই তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম, স্মৃতি, পদার্থবিদ্যা, সর্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।'

বিদ্যাসাগর আত্মমর্যাদা ও স্বাজাত্য বোধের আপোষহীন মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি ভারতীয় পোশাক পরে বড়লাটদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। বহুবার অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে তাঁর এই ধুতি চাদর পরিহিত অবস্থাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তিনি কোনও অবস্থাতেও তালতলার পাদুকা এবং ধুতি চাদর ত্যাগ করতে অস্বীকার করতেন। তাঁর এই পোশাককে কেন্দ্র করে বহু অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে। বিদ্যাসাগর চলেছিলেন সোসাইটির জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার দেখাতে তাঁর চিরাচরিত পোশাক পরে। সঙ্গে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি যিনি রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জির পুত্র এবং লেখক হরিশচন্দ্র। বেনারসের হিন্দি লেখক হরিশচন্দ্র 'ভরতেন্দু' খেতাবে ভূষিত ছিলেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। তিনি চাপকান, মাথায় রয়েছে পাকড়ী এবং পায়ে রয়েছে ইলিংশ জুতো। বিদ্যাসাগরের দুজনই সঙ্গীকে প্রবেশ করতে দিলেও এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করার অধিকার পেলেন না বিদ্যাসাগর। তবে পাদুকা রেখে বা হাতে নিয়ে প্রবেশ করতে পারেন বলে জানানো হয়। তিনি দারোয়ানের সঙ্গে কোনও রকম বচসা করলেন না। এশিয়াটিক সোসাইতে প্রবেশ না করে দরজা থেকে ফিরে গেলেন। এটিকে তিনি নিজের অপমান বলে গ্রহণ করলেন না বিদ্যাসাগর। এটা সমগ্র জাতির অপমান বলে স্বীকার করে নিলেন। তাই তিনি যতদিন না কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ কারণ না জানতে পারছেন ততদিন এশিয়াটিক সোসাইটে প্রবেশ আর করবেন না বলে স্থির করেন। ১৮৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগর চিঠি লিখলেন এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালন সমিতির সদস্য ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের (তখন এশিয়াটিক সোসাইটির বিল্ডিংয়ে অবস্থিত ছিল) ট্রাস্টী বোর্ডের সচিব এইচ এফ ব্লান্ডফোর্ডকে। কারণ দর্শাতে বললেন এই ধরনের বৈষম্যমূলক প্রথা কেন চালু রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে। যেখানে পায়ে হেঁটে বুট জুতো পরে এসে সাহেবদের প্রবেশাধিকার মেলে সেখানে গাড়ি করে এসে চটি পরে ঢুকতে গেলে কেন বাধা দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি ঘরে ঢুকতে গেলে সেখানে চটি জুতো পরে ঢোকার অধিকার মেলে। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে এবং মিউজিয়ামে প্রবেশ করতে গেলে কেন বাধাপ্রাপ্ত হবে। চিঠিতে বিদ্যাসাগর এটাও উল্লেখ করলেন এটা কিন্তু ব্যক্তিগত অপমান নয়, এটা সমগ্র জাতির অপমান। ব্লাণ্ডফোর্ড মারফৎ চিঠি পৌঁছে গেল এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালন সদস্যদের কাছে। পরিচালন সমিতির মাসিক সভা বসেছে ৩০ এপ্রিল ১৮৭৪ সালে। দশজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বিদগ্ধ পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উপস্থিত। কর্ম সমিতি স্থির করলো-'To Express regret for any infignity should have been offered to the Pandit by the servants to the museum.' এবং স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হল তারা এই গ্রন্থাগারে আসলেন তারা যেন ইউরোপীদের ব্যবহারে ব্যতিক্রম না হন। এইভাবে দারোয়ানকে কাজের সমর্থন জানিয়ে ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করলো কর্মসমিতির সদস্যরা। বিদ্যাসাগর ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি এই বিষয়টা নিয়ে লড়াই করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সারা জীবন ধরে লড়াই করেছেন বিদ্যাসাগর। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছেন। জেদ নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে লড়াই করেছেন। সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। সব ক্ষেত্রে তিনি একাই সেনাপতি হয়ে লড়াই করে গিয়েছেন। একটি দিনের জন্য তিনি থামেন নি। কার্মাটাঁড়ে গিয়ে সেখানে সাঁওতালদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য সংগ্রাম করেছেন। সংগ্রামী ছিল তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়। এতগুলো সংগ্রাম একটি মানুষ কীভাবে করে গিয়েছিলেন তা ভাবতে আজকে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। শিহরিত হয়ে যেতে হয়। বহু শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন বলেই ক্রমাগত সংগ্রাম করে গিয়েছেন রক্ষণশীল তার বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করেছিলেন পরাজিত হওয়ার জন্য নয়। জয়ী হয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানেই বিদ্যাসাগরের আসল কৃতিত্ব। পরাজয়কে তিনি গ্রহণ করেননি। বারবার সংগ্রাম করে জয়কে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসতে সমর্থ হতেন। ১৬ জুন ১৮৭৪ সালে তাঁরা বিদ্যাসাগরের চিঠিটি কর্মসমিতির সব সদস্যদের মধ্যে বিলি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

'পথের পাঁচালী'র প্রকৃতির সঙ্গে সত্যজিৎ রায় একাত্ম হন

বিশেষ প্রতিবেদক

বহু উপন্যাস রয়েছে যা কিন্তু ছবি হবে বলে আগে থেকে লেখক অনুভব করতে পারেননি। সত্যজিৎ রায় বড় হয়েছেন শান্তিনিকেতনেষ প্রকৃতির সঙ্গে তার একটি ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ফলে 'পথের পাঁচালী' যে ছবি সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে তৈরি হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতি প্রেমিক পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

'পথের পাঁচালী ' মুক্তি পাওয়ার একবছর আগে 'অগ্নিপরীক্ষা'য় নায়ক হয়েছিলেন উত্তমকুমার। বলা যায় ঠিক সেইসময় বাংলা সিনেমায় নতুন এক রূপকথার জন্ম হয়েছিল, অবশ্যই নিশ্চিতভাবে সাবালক হওয়া সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে 'পথের পাঁচালী' ছবিতে।

এখন উত্তমকুমার,সত্যজিৎ রায় নিয়ে আমরা গল্প করব অথচ 'নায়ক' ছবির কথা হবে না হয় নাকি! 'নায়ক'মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৬ সালে,সত্যি কথা বলতে কি এই প্রথম সত্যজিৎ রায় বাংলা সিনেমার আক্ষরিক অর্থে একজন 'স্টার'কে নিয়ে ছবি করেছিলেন। উত্তমকুমার না থাকলে মানিকবাবু 'নায়ক'করতেন না তিনি নিজে বলেছেনঞ্চখুব সত্যি কথা হল ছবির চিত্রনাট্য মানিকবাবু লিখেছিলেন উত্তমকুমারের স্টার ভ্যালুর কথা মনে রেখেই। মানিকবাবুর বুঝতে এতটুকু ভুল হয়নি উত্তমকুমারের অভিনয়ে মঞ্চাভিনয়ের প্রভাব নেইঞ্চ সিনেমা আর মঞ্চাভিনয় যে আলাদা, এই ধারা সম্পর্কে বোধহয় সর্বাগ্রে সচেতন ছিলেন উত্তম কুমার,অথচ তখন প্রমথেশ যুগ শেষ,নায়ক হিসেবে যাদের প্রতিষ্ঠার লড়াই সেই অসিতবরন থেকে বিকাশ রায়দের সিনেমার অভিনয়ে মঞ্চাভিনয়ের প্রভাব। উত্তমকুমার সম্ভবত বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম নায়ক যিনি ওই সযত্নে ওই ঘরানা থেকে আলাদা পথ খোঁজার চেষ্টা শুরু করেছিলেন, অভিনয়ের আলাদা ধারা তিনি মোটেও উত্তরাধিকার সুত্রে অর্জন করেন নি, বরং সবটাই তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রমে অর্জিত। আবার দেখুন সত্যজিৎ রায়ের মত প্রবাদপ্রতিম চিত্রপরিচালকের হাতে উত্তমকুমার নিজেই ভেঙে ছিলেন তাঁর রোমান্টিক ইমেজ, 'নায়ক' দেখিয়েছিল একজন স্টার কিভাবে কমনম্যানে উত্তরণের চেষ্টা করছেন! বলা যায় উত্তমকুমারের অভিনয় জীবনে 'নায়ক' অনেক পরিবর্তন এনেছিল, বুঝিয়েছিলেন রোমান্টিক ইমেজ ভেঙে অন্য ভূমিকাতে তিনি অভিনয় করতে পারেন একই রকম দক্ষতায়,সেই কারণে তিনি বাঙালির রূপকথার 'নায়ক'হয়েও নায়কদের মহানায়ক, কারণ তিনি সেই অভিনেতা যিনি ম্যাটিনি আইডল 'হারানো সুর', 'সপ্তপদী',অথবা 'দেয়া নেয়া'-এর মত ছবিতে,রোমান্টিক নায়ক, আবার সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'-এর পরের দিকে ছবিতে তিনি একজন অসাধারণ অভিনেতা 'অমানুষ', 'অগ্নীশ্বর',অথবা 'ধনরাজ তামাং'।

আমরা আসলে আলোচনা শুরু করেছিলাম সত্যজিৎ রায় মহাশয়কে নিয়ে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস লিখতে বসেছিলেন তখন তিনি একত্রিশ বছরের যুবক,অবাক করার মত তথ্য হল সত্যজিৎ রায় যখন 'পথের পাঁচালী'নিয়ে ছবির কাজ শুরু করেন তিনি নিজে তখন একত্রিশ বছরের তরুণ। না এখনও শেষ হয় নি,আরও মজার তথ্য আরও আছে,'বিচিত্রা'পত্রিকায় যখন 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস শেষ হচ্ছে তখন লেখক বিভূতিভূষণের বয়স চৌত্রিশ,অনেক প্রতিকূলতার পর যখন 'পথের পাঁচালী' ছবি হয়ে মুক্তি পেয়েছে আশ্চর্যের হলেও সত্যি মানিক বাবু তখন ৩৪বছরের। 'পথের পাঁচালী'উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯সালে,আর 'পথের পাঁচালী'সিনেমা হয়ে মুক্তি পায় ইংরেজি ক্যালেণ্ডারের ১৯৫৫ সালে। মানিক বাবু 'পথের পাঁচালী'ছবি ভারতীয় সিনেমার মাইলফলক হবে সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন কিনা আমাদের অনেকের অজানা,সেই বিষয়ে আলোকপাত করে তাঁর লেখা অথবা বলা তেমন কিছু বোধহয় এখনও পাঠক,গবেষকরা খুঁজে পান নি! কিন্তু 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের স্রষ্টা কি তবে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এক আশ্চর্য সম্ভার সৃষ্টি করতে চলেছেন! ভারী আশ্চর্যের হলেও সত্যি যেদিন বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন ১৯২৫সালের ২০নভেম্বর তিনি দিললিপিতে যা লিখেছেন সেকথা উপেক্ষা বোধহয় করা যায় না, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেন 'এই সন্ধ্যা,এই লিখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময় অর্থযুক্ত;হয়তো একান্ন বৎসর পরে আমার কোনো চিহ্ন পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না। কিন্তু আমার লেখা হয়তো থেকে যাবে। হয়তো কত লোকের মনে সান্ত্বনা দেবে'। প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবধান উপন্যাস ও ছবির, এইসব মজার তথ্য আপনি কাকতলীয় বলতে পারেন আবার আশ্চর্য সমাপতন বলতে পারেন,কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন সেই ভার নিজের কাঁধে নিতে হবে।

তবু কেন জানি মনে হয় বিভূতিভূষণ যদি 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস না লিখতেন আমরা হয়ত সত্যজিৎ রায়কে পেতাম না!হয়ত পেতাম!কিন্তু নিজের প্রথম ছবির জন্য হাতের কাছে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস পাওয়াটা কম ভাগ্যের কথা নয়ঞ্চসেইদিক থেকে আমরা সবাই বোধহয় বিভূতিভূষণের কাছে অনেকটা কৃতজ্ঞ।

শিল্পী অবন ঠাকুরকে পেয়ে কবিগুরু মুগ্ধ হন

বিশেষ প্রতিবেদক

ছবি লেখার কারিগর। রবীন্দ্রনাথের রাখি বন্ধন ও স্বদেশি অন্দোলনের তিনিই ছিলেন অন্যতম সঙ্গী এবং উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁর লেখালেখির শুরু। প্রথমে 'শকুন্তলা' লিখে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়ে তার পরে লিখেছিলেন 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা' ইত্যাদি। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তরবিকা বলতেন 'অবন একটা পাগলা' সে কথা সত্যি। আমিও এক এক সময় ভাবি, কী জানি কোন্ দিন হয়তো সত্যি খেপে যাব।...চির কালের খ্যাপা আমি। সেই খ্যাপামি আমার গেল না কোনো কালেই।'

তিনিই বেঙ্গল স্কুলের সেই পথিকৃত, যাঁর শিল্পসত্ত্বা জন্ম দিয়েছিল এক নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার রীতির। তিনি সেই শিল্পাচার্য, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেঙ্গল স্কুলের পরবর্তী শিল্পীরা এ দেশের আধুনিক চিত্রকলার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। অসামান্য এক শিক্ষক, এসরাজ বাদক, অভিনেতা। এ সবের পাশাপাশি চলত সাহিত্য চর্চাও। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন আটপৌরে, স্নেহশীল, কর্তব্যপরায়ণ এক জন মানুষ। নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'কর্মজীবন বলে আমার কিছু নেই, অতি নিষ্কর্মা মানুষ আমি। নিজে হতে চেষ্টা ছিল না কখনও কিছু করবার, এখনও নেই। তবে খাটিয়ে নিলে খাটতে পারি, এই পর্যন্ত।' তাঁর নিজস্ব শিল্পধারা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। তার জীবদ্দশাতেই তাঁর শিল্পধারা দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক সময় কলকাতা প্লেগে আতঙ্কে ভুগছিল। চারদিকে মহামারির আকার ধারণ করেছিল। সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বাড়ির সকলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছিলেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ও সিস্টার নিবেদিতা বিভিন্ন পাড়ায় ইনস্পেকশনে যেতেন। কিন্তু সেই প্লেগ ঢুকল অবন ঠাকুরের নিজের ঘরে। ছিনিয়ে নিয়েছিল তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে। সেই শোক ভুলতে কিছু সময়ের জন্য জোড়াসাঁকো ছেড়ে তাঁরা চৌরঙ্গীর একটা বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে বেশ কিছু পাখি পুষেছিলেন। সেই সময়ে এঁকে ছিলেন 'শাহজাহানের মৃত্যু' সেই বিখ্যাত ছবিটি। অবনীন্দ্র নাথের কথায়, 'মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম।'

ছবি আঁকা হোক বা লেখালেখি, মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ভারতীয় শিল্প এবং প্রাচ্যশিল্প যাতে বিশ্বের দরবারে সমাদর পায়, সেই জন্য প্রবল পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯০৭ সালে তাঁর এবং গগনেন্দ্রনাথের উৎসাহ-উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস। অবনীন্দ্রনাথের কথায় - ''আমরা করেছিলুম এমন একটা সোসায়েটি। যেখানে দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সবাই একত্র হয়ে আর্টের উন্নতির জন্য ভাববে। শুধু ভারতীয় শিল্পই নয়, প্রাচ্যশিল্পের সবকিছু জিনিস দেখানো হবে লোকেদের।'' লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রোনাল্ডসে, এডউইন মন্টেগু, মিস কার্প্লে, ভবানীচরণ লাহার মতো শিল্পানুরাগীরা এর আজীবন সদস্য হয়েছিলেন। সোসাইটিই হয়ে উঠেছিল অবনীন্দ্রনাথের ধ্যানজ্ঞান। ১৯১৫ সালে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে সোসাইটির কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেন। মনে পড়তে পারে, রামলাল চাকরের ইংরেজি শেখানো। সেটা স্রেফ মাঠে মারা গিয়েছিল। বহু আমন্ত্রণ সত্ত্বেও কোনও দিন দেশের বাইরে যাননি অবনীন্দ্রনাথ।

আর একটা জরুরি কথা হল, ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এক এক সময় এক এক পথে হেঁটেছেন অবন। কাগজ, কাপড়, কাঠ - ব্যবহার করেছেন হরেক মিডিয়াম। হাতের কাজ তো ছিলই। বলা ভাল, পুতুল খেলা। সেই পুতুল তাঁর নিজেরই বানানো। পথ চলতে চলতে জড়ো করতেন টুকরো কাঠ, বাঁশের গাঁট, নারকেলের মালা, সুপুরিগাছের খোলা। সে সব দিয়েই তৈরি হয়ে উঠত চিল, বাঘ, কুকুর, হরিণ, উট, কুটির, সৈনিক, এমনকি রবীন্দ্রনাথও। নাম 'কুটুম-কাটাম'। কিছু কেটেকুটে গড়ে নেওয়ার ব্যাপার ছিল না। শিল্পী খুঁজে বেড়াতেন, কোন গাছের গুঁড়ি কুকুরের মুখের মতো দেখতে কিংবা কোন বাঁশের গাঁট দিয়ে সারসের ঠোঁটের আদল তৈরি হতে পারে। তার পরে সেগুলো কুড়িয়ে এনে কিছু একটার উপরে বসিয়ে সাজানো। ব্যস, পুতুল তৈরি!

এক দিনের গল্প বললে পদ্ধতিটা আর একটু বিস্তারে বোঝা যাবে। আমগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে পড়ল মাটিতে। অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন, সেটা দেখতে বেশ বড় পাখির মতো। কুড়িয়ে নিলেন। অন্য ক'টা ডাল দিয়ে বানালেন একটা স্ট্যান্ড। এক কোণে মোটা ডালের অংশটাকে বসিয়ে দিলেন। পিছন ফিরে রইল সেটি। দূর থেকে দেখে মনে হল, একটা চিল গাছের ডালে পিছন ফিরে বসে আছে। কল্পনাকে খেলানোর জন্য অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েই হল সৃষ্টি।

অবনীন্দ্রনাথের সামনে যে কাঠের টেবিলটা থাকত, তার উপরে ছড়ানো থাকত এই সব গুচ্ছের কাঠকুটো। রাজার মুকুটের জন্য সিগারেটের রাংতা, বিয়ের কনের নোলকের জন্য কাচের পুঁতি - এই রকম সব জিনিস। সঙ্গে করাত, ছুরি, লোহার কাঁটা, হাতুড়ি-বাটালি। কিছু জোড়া দিতে গেলে কাজে লাগত সেগুলো। 'কুটুম-কাটাম' প্রসঙ্গে 'ঘরোয়া'তে লিখেছিলেন, ''সেদিন আমার পুরোনো চাকরটা এসে বল্ঞ্চলে, বাবু, আপনি এ-সব ফেলে দিন। দিনরাত কাঠকুটো নিয়ে কী যে করেন, সবাই বলে আপনার ভীমরতি হয়েছে। আমি বললুম, ভীমরতি নয়, বাহাত্তুরে বল্ঞ্চতে পারিস, দুদিন বাদে তো তাই হবে। তাকে বোঝালুম, দেখ্, ছেলেবেলায় যখন প্রথম মায়ের কোলে এসেছিলুম তখন এই ইট কাঠ ঢেলা নিয়েই খেলেছি, আবার ঐ মায়ের কোলেই ফিরে যাবার বয়স হয়েছে কিনা, ... নিয়েই খেলা করছি।''

অবনীন্দ্রনাথ ছবি লিখতেন আর কথা আঁকতেন - কথাটা সাহিত্য-সমালোচক মহলে পরিচিত। সেই অপরূপ গদ্যের শুরুর দিনগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবিকা তাঁকে এক দিন বলেছিলেন, ''অবন, তুমি লেখো-না, - যেমন ক'রে মুখে মুখে গল্প ক'রে শোনাও, তেমনি ক'রেই লেখো।'' সাহসে কুলোয়নি প্রথমটায়। রবিকা ভরসা দিলেন।

পাঠকদের দরবার

বেহালার কালী মন্দির

অভিজিৎ ব্যানার্জি

বেহালা সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি ঃ আজকের বেহালা বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্গত হলেও, এই জনপদ প্রাচীনত্বে কলকাতার দাদা। কলিকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুর নিয়ে তখনও আমাদের কলকাতা গড়ে ওঠেনি, তখন থেকেই বেহালা অঞ্চল ছিল এক সমৃদ্ধ জনপদ। এই অঞ্চলের একটি বিখ্যাত কালীমন্দির হল সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। যা আমাদের আজকের আলোচ্য। এই মন্দির যেখানে অবস্থিত, মধ্যযুগে সেই এলাকার নাম ছিল বড়শে বহুলা। কথিত রয়েছে, মাছ ধরার বড়শি থেকেই এই নামের উৎপত্তি। পরবর্তী কালে, মুখে মুখে সেই নাম বদলে গিয়ে, হয়ে গেল বড়িশা।

বেহালা অঞ্চলের জমিদার পরিবার সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা হল কলকাতার অন্যতম বনেদি পরিবার। এদের আটচালা থেকেই কলকাতার জন্ম। এই পরিবারই কালীঘাট মন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৬১০ সালে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার বেহালার বড়িশা এলাকার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপূজা শুরু করেছিলেন। এটি বাংলার দ্বিতীয় প্রাচীনতম পারিবারিক দুর্গাপূজা।

বেহালা নামের উৎপত্তি নিয়ে নানান কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে, যেমন প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র বেহুলার নাম থেকেই বেহালার সৃষ্টি। আবার কেউ কেউ বলেন বহুলাপুর থেকে বেহালা নামের জন্ম হয়েছে। হিন্দু দেবী চণ্ডী বা কালীর অপর নাম বহুলা, তা থেকেই বেহালা নামের উৎপত্তি। এমন অজস্র জনশ্রুতি ছড়িয়ে রয়েছে বেহালা নামের নেপথ্যে। রেভারেন্ড জেমস লং, যার নামে জেমস লং সরণী সেই লং সাহেব তার লেখায় বেহালাকে ব্যালা বলে উল্লেখ করেছেন। আদপে বেহালা অঞ্চলটি ছিল কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। প্রতিটি গ্রামের নামের সঙ্গে ' বেহালা ' শব্দটি যুক্ত ছিল।

বাংলার ১১৭০ বঙ্গাব্দের ১২ জৈষ্ঠ্য ফলহারিণী কালীপুজোর দিন প্রতিষ্ঠিত হয় বেহালার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। চতুর্ভুজা দেবী এখানে মৃন্ময়ীরূপে বিরাজমান। দেবী মাথায় রয়েছে রুপোর মুকুট, সোনার জিভ এবং গলায় রুপোর মুণ্ডমালা। দেবী মূর্তির উচ্চতা প্রায় ৫ফুট। মা সিদ্ধেশ্বরী এখানে বামাকালীরূপে বিরাজমান অর্থাৎ দেবীর বামপদ সামনে এগোনো। কালের নিয়মে প্রাচীন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে আবার নতুন করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। তবে কে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন, আর কেই বা তার সংস্কার করেছিলেন; কোনটাই নির্দিষ্ট করে আর জানা যায় না। বর্তমানে মন্দিরটি বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালের কাছে অবস্থান করছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে কালীমূর্তি ছাড়াও রয়েছে আরো চারটি দেবীমূর্তি। ষষ্ঠীদেবী, শিতলাদেবী, চন্ডীদেবী ও মনসাদেবী, এদের সঙ্গেই অবস্থান করছেন সিদ্ধেশ্বরী দেবী ।

নিত্যপুজোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি তিথিতে এখানে মহাসমারহে বড় করে পুজো করা হয়। বেহালা ট্রাম ডিপোর কাছে ডায়মন্ড হারবার রোডের উপরেই সিদ্ধেশ্বরী মা কালীর মন্দির অবস্থিত। এই বড়রাস্তার উপরে মন্দির অবস্থিত হওয়ার কারণ, সবসময় ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকে।

কলকাতা জুড়ে বহু কালী মন্দির রয়েছে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহুকাল আগে ইংরেজ শাসকেরা কলকাতায় আসার আগে। নবাবী আমল থেকেই গ্রাম কলকাতায় কালী মন্দির তৈরি হতে থাকে।

বর্ধমান-কাটোয়া রোডে ভয়ঙ্কর বাস দুর্ঘটনা, মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাতার, ৬ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীবোঝাই দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ১২, আহতদের ভর্তি করা হয়েছে ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান- কাটোয়া রোডের ভাতার বাজার এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ভাতার থানার পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভাতার বাজার এলাকায় টোটোকে পাস দিতে গিয়ে কাটোয়া অভিমুখি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বর্ধমান অভিমুখে যাওয়া যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন ১২ যাত্রী। স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত সকলের অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পরে বর্ধমান-কাটোয়া রোড। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাস দুটিকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে পুলিশ। র্ধমান-কাটোযাগামী বাসের চালক বলেন, বর্ধমান থেকে কাটোয়া যাচ্ছিলাম উল্টোদিক থেকে আসা বর্ধমানগামী বাসটির সামনে একটি টোটো ছিল। টোটো থেকে বাঁচাতে গিয়ে বাসটি এসে ধাক্কা মারে। টোটোর জন্যই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। বাসযাত্রী খাদিজা খাতুন বলেন, আমার ভাই ৪-৫ দিন বর্ধমান মেডিক্যালে ভর্তি। আজকে চেকাপের ডেট ছিল বর্ধমান গিয়েছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে ভাতার বাজারের কাছে হঠাৎই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফোনে কথা বলছিলাম কিছু বুঝে ওঠার আগেই কী হয়ে গেল! বেশ কয়েকজন আহত হযেছে, আমিও আহত হয়েছি।

মাদক চোরাচালানের ঘটনায় তদন্তে নেমে গ্রেফতার মাদকের ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ মাদক পাচার করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র নেতা গ্রেফতারের ঘটনায় তদন্তে নেমে এবারে এক মাদক ডিলারকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। প্রসঙ্গত, খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফ্লাইওভারে মাদক হাতবদল করার সময় এসএসবি'র হাতে গ্রেফতার হয়েছিল তৃণমূল ছাত্র নেতা সুরজিত সাহা। ধৃত ছাত্র নেতার হেফাজত থেকে ১০২ গ্রাম মরফিন উদ্ধার করা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পানিট্যাঙ্কি থেকে এবার গ্রেফতার হল ধনেশ্বর সিং ওরফে মদন। শুক্রবার গভীর রাতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ধনেশ্বরকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ধনেশ্বর সীমান্তে বসে মাদকের জাল ছড়িয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দিয়ে সীমান্ত এলাকায় ব্যবসা চালাচ্ছিল সে। তৃণমূল ছাত্র নেতার সঙ্গেও তার সম্পর্ক রয়েছে। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নদীয়ায় সমীক্ষায় উপস্থিত পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ ডিসেম্বর ঃ জেলায় জেলায় জনসভা শুরু করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বৃহস্পতিবার নদীয়ায় সভা করার কথা জননেত্রীর। এর পরে সেখানে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শনিবার নদীয়ার জেলা সদরে গেলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারাও। ১১ ডিসেম্বর নদীয়ার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের মাঠে সভা করার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন কৃষ্ণনগরে সেই মাঠ ঘুরে দেখেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। মঞ্চস্থাপনা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ-সহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তিনি ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, এই সভা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ যৌথ বৈঠকও করবে। এসআইআর আবহে মতুয়াগড় বনগাঁ থেকে জনসভা শুরু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বনগাঁর পর মুর্শিদাবাদ ও মালদায় জনসভা করেছেন তিনি। ৯ ডিসেম্বর কোচবিহারেও জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। তার ঠিক দু'দিনের ব্যবধানে নদীয়া যাওয়ার কথা তাঁর।

ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচারের জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ক্যাম্প

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ০৬.১২.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন এবং ইয়েলো লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের উন্নত 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর (iOS) থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ / কিনতে মেট্রো যাত্রীদেরও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল সিস্টেমে স্থানান্তরিত হতে এবং টোকেন কেনার স্মার্ট উপায়, মোবাইল ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিট, স্মার্ট কার্ড এবং রিচার্জ করার জন্য গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন। তারা দৃশ্যত খুশি ছিলেন কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ করতে বা স্মার্ট কার্ড বা টিকিট কিনতে বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

শ্রীরামপুরে এবার লাক্সারি লিভিং

পুলক চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর, ৬ ডিসেম্বর ঃ শ্রীরামপুরে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকাতে শুভ উদ্বোধন হলো লাক্সারি লিভিং এর। সর্বসাধারণ থেকে উচ্চবিত্ত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য আকর্ষণীয় বাম্পার অফার নিয়ে ও তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ বেডিং এবং সোফার সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হল লাক্সারি লিভিং। উক্ত উদ্বোধনের শুভ উদ্বোধন করেন বিখ্যাত অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী, উপস্থিত ছিলেন শ্রীতমা ভট্টাচার্য(বিশেষ কর্ণদ্বার) এবং উপস্থিত ছিলেন লাক্সারি লিভিং এর ম্যানেজার সম্রাট রায় । তার বক্তব্যে বলেন, আমরা এর আগেও দুর্গাপুর-মুম্বাই বিভিন্ন জায়গায় আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার নিয়ে উপস্থিত ছিলাম। এবার সরাসরি শ্রীরামপুরে সর্বসাধারণের কথা ভেবে বিভিন্ন দামে বিভিন্ন উন্নত সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এছাড়াও কেনাকাটায় থাকছে আকর্ষণীয় উপহার যেমন স্মার্ট টিভি, ইন্ডাকশন ওভেন, স্মার্ট প্রোগ্রামিং ও অন্যান্য। আমাদের ফার্নিচার সম্ভার যা মানুষকে ও তাদের যথেষ্ট হৃদয় স্পর্শ করেছে। সকল ধরনের সকল দামের উন্নত প্রযুক্তির উপহার এবং উন্নতমানের সম্ভার নিয়ে আমরা শ্রীরামপুরের বুকে লাক্সারি লিভিং কে নিয়ে এসেছি জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং আমাদের সম্ভারের ও আকর্ষণীয় উপহারের বিশেষ উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে আমরা দিতে চলেছি। উদ্বোধনের দিনে থাকছে বিশেষ ছাড়, জিরো ডাউন পেমেন্টে মানুষ বুক করতে পারবে এই সকল আভিজাত্য ও উন্নতমানের আসবাবপত্র যা আগামী দিনে নিয়ে আসবে জনগণের কাছে এক আকর্ষণীয় চমক।

মালবাহী লোডিংয়ে ২৯.৩ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান করতে এবং প্রান্তীয় ব্যবহারকারীদের কাছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করতে অক্লান্তভাবে কাজ করছে। নভেম্বর ২০২৫- এ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মোট ০.৯০৮ মিলিয়ন টন (এমটি) মাল লোডিং করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯.৩ শতাংশ অধিক। সামগ্রিকভাবে, এই অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৭.২৯৮ মিলিয়ন টন লোড করেছে, যা গত বছরের ৬.৮৫১ মিলিয়ন টন-এর লোডিং থেকে ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০২৫-এর নভেম্বর মাসে কিছু সামগ্রী লোডিঙের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। সিমেন্ট লোডিংয়ে ৪০৫.৩ শতাংশ-এর উল্লেখনীয় বৃদ্ধি ঘটেছে, সার লোডিংয়ের বৃদ্ধি হয়েছে ২৪২.৯ শতাংশ। ডলোমাইট লোডিংয়ে ৯৯.১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে এবং কয়লা

লোডিং উল্লেখযোগ্যভাবে ৪৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'অন্যান্য' সেগমেন্টে, স্টোন চিপস-এ ১৫৮.৮ শতাংশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাঁশের লোডিং ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে, যা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, এই অঞ্চলে নির্মাণ উপকরণের চাহিদা এবং পরিবহণ অধিক। মাল লোডিংয়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধি এই অঞ্চলে বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রতিফলিত করে। এই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুধুমাত্র এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবেশ শক্তিশালী করেনি বরং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রাজস্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। ভবিষ্যতে, উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে মাল পরিবহনে ধারাবাহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়।

ফিতে কেটে বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন হুমায়ুন কবীর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ ডিসেম্বর ঃ হাজারো বিতর্ক, তবু থামানো গেল না হুমায়ুন কবীরকে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ তৈরি করবেন বলে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর হুঙ্কার দিয়েছিলেন। শনিবার দুপুরে তার বাস্তবায়ন দেখলো গোটা দেশ। আজ দুপুর ১.২০ নাগাদ তিনি ফিতে কেটে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট লোকেরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। এই মসজিদের শিলান্যাস ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয় বেলডাঙা এবং রেজিনগরের সীমান্তবর্তী মরাদিঘী এলাকায়। হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য শনিবার সকাল থেকে প্রচুর মানুষ ইঁট এবং সিমেন্ট নিয়ে মঞ্চের কাছে হাজির হয়ে যান। এর পাশাপাশি মসজিদের জন্য যে ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা হয়েছে সেখানে আজ এত 'দান' জমা পরে , তা এক সময় 'লিমিট' ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে দুপুরের পর আজ আর কেউ ওই একাউন্টে টাকা জমা করতে পারেননি। আজকের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে হুমায়ুন বলেন, কোনও অসাংবিধানিক কাজ আমি করছি না। সেটা হাইকোর্টই বলে দিয়েছে। আমরা বাবরি মসজিদ করার উদ্যোগ নেওয়ার পরেই একদল রামমন্দির বানাতে গেল। তাতে আমরা বাধা দিইনি। আবার আমার মাথার দামও এক কোটি টাকা রাখা হয়েছে। কেউ যদি উত্তরপ্রদেশ কিংবা মধ্যপ্রদেশ থেকে এসে বলে এই বাবরি মসজিদের ইঁট খুলে দেব, তাহলে তাদের জন্য বলি, আপনারা হুমায়ুনের কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবেন না। তিনি আরও বলেন, চলতি মাসের ২২ তারিখ, বহরমপুর টেক্সটাইল মোড়ে নতুন দল ঘোষণা করব। আজ আর রাজনীতির কথা বলব না। বাবরি মসজিদ হবেই। সেটা কেউ আটকাতেই পারবে না। এটা মুসলিমদের সম্মানের লড়াই। তবে, শুধু মসজিদই নয়, হাসপাতাল, স্কুল, পার্ক, হোটেল , হেলিপ্যাড সব হবে। মোট ৩০০ কোটি টাকার বাজেট। তবে আজ হুমায়ুনের এই কর্মসূচির জন্য প্রচুর মানুষ দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। যেখানে এই কর্মসূচিটি হয়েছে, সেই জায়গা থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দূরত্ব প্রায় ৪০০ মিটার। এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দেন বহু মানুষ। এর প্রভাব পড়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচলে। সকাল ১১টার পর থেকে দীর্ঘক্ষণ মুর্শিদাবাদের বড়ুয়া মোড় থেকে রেজিনগর পর্যন্ত জাতীয় সড়কে যানচলাচল পরিষেবা ব্যাহত হয়। এর ফলে সমস্যায় পড়েন বহু মানুষ।

মা বাড়ি না এলে আর স্কুলে যাব না, সোনালীর মেয়ের জিদ! শিশুর এ যন্ত্রনা, অনিশ্চিত ভবিষ্যত বোঝে কী রাষ্ট্র!

দেবশ্রী মজুমদার, বীরভূম, ৬ ডিসেম্বর ঃ চার পুরুষের ভিটে। সোনালী খাতুনের দাদা মনসুব সেখের ভিটে। সেই পরিবারের সন্তান আজ বাংলাদেশী। দু'দুটো কোর্টে গিয়ে প্রমাণ দিতে হয় সে ভারতীয়! যার মধ্যে একটি হাই কোর্ট এবং অপরটি সুপ্রিম কোর্ট। পূর্ব পুরুষের সেই ভিটের উপর মাটির মাঠ কোঠা ঘর। বয়সের ভারে বাড়ির দেওয়ালে মাটি খসে পড়েছে। যে কোন সময় ঘর টি ভেঙে পড়তে পারে। সেই ঘরে নাতি নাতনি ছেলেকে নিয়ে থাকেন জ্যোৎস্না বিবি। বয়স ষাঠ এর কোঠায়। বাড়িতেই ফজরের নমাজ পরে খুশিতে মন ভরে গেছিলো সুখবরে। শনিবারে সকাল থেকেই পাইকরের দর্জি পাড়ায় গলির মোড়ের ভাঙাচোরা তিন চারটে খুপড়ির মধ্যে চরম ব্যস্ততা সোনালী খাতুনের মা জোৎস্না বিবি সহ অন্যান্য সদস্যদের। সবাই তাড়াতাড়ি নাখে মুখে গুঁজে প্রস্তুত। মায়ের অপেক্ষায় ক্ষুদে আফরিনও! মা বাড়ি না এলে আর স্কুলে যাব না, সোনালীর মেয়ের জিদ! শিশুর এ যন্ত্রনা, অনিশ্চিত ভবিষ্যত বোঝে কী রাষ্ট্র! আজকে বাড়িতে রান্না একটু ফুলকপি তরকারি। জল খাবারের আলাদা কিছু জোটে না। তাই সকাল সকাল দুটো ভাত মুখে তুলে দেয়। আজ নাতনির সঙ্গে দুটো মুখে দিয়ে একদম প্রস্তুত, কারণ সন্তান সম্ভবা মেয়ের সঙ্গে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁকে থাকতে হবে যে! ১০৩ দিন পর আফরিন দেখবে মাকে! ৭ বছরের নাতনি আফরিন কে নিয়ে বকরি ঈদে বাড়ি এসেছিলেন জ্যোৎস্না বিবি। সঙ্গে অসুস্থ স্বামী ভদু শেখ। সেই শুরু হয়েছে অপেক্ষা। আফরিন দিল্লি তে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছে। কিন্তু মা- বাবা নেই বলে দিল্লি পুলিশ আর ভর্তি নেয় নি। ফলে পড়াশোনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে ছোট্ট আফরিনের। দিদা চায়, আফরিন পড়াশোনা করুক। কিন্তু আফরিনের সাফ কথা, মা না এলে আর পড়বো না। স্কুলে যাব না। মা নেই বলে স্কুল থেকে ঘর পাঠিয়ে দিয়েছে। দিদার আক্ষেপ, এই নাতনি টা পড়ায় আগ্রহ ছিলো। কিন্তু সব গেলো। একই অবস্থা আফরিনের দাদা সাবের শেখের। দিল্লিতে ক্লাস ফোরে পড়তো। মা- বাবার সঙ্গে তাকে ও চালান করে দেয় বাংলাদেশে। ফলে গত সাত মাস ধরে তারও পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ পাইকরের বাংলাদেশে চালান হওয়া দুই পরিবারের চার শিশুর ভবিষ্যত অনিশ্চিত! কেনো এই অভাগা মানুষ গুলোর এতো কষ্ট। যার জন্য বাদ যাচ্ছে না শিশুরাও! সোনালী বিবির আধার কার্ড থাকলেও, ভোটার কার্ড করা হয়নি। কারণ মাত্র ছ'মাস বয়সে তাকে জোৎস্না বিবি দিল্লি নিয়ে যান। জ্যোৎস্না বিবির চিন্তা কি ভাবে ভোটার কার্ড হবে? পাইকর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামীর জবাব, ডিলেড বার্থ সার্টিফিকেট করতে হবে। সেই ব্যাপারে বিডিও সাহেবের সাথে কথা বলা হয়েছে।

এরকম ভূক্তভোগী অনেকেই আছেন। সুইটির সঙ্গে তার দুই ছেলে সাত বছরের ইমাম ও ১৭ বছরের কুরবান শেখ ও আটক বাংলাদেশে। তাদের পড়াশোনা ও বন্ধ হয়ে গেছে। নাজিমার আক্ষেপ, এখানে কি আর পড়তে নেবে ইস্কুলে? ওখানকার পড়াশোনা আর এখনকার বাংলা মিডিয়াম এর পড়াশোনা এক হবে না। ওদের ভবিষ্যত সব শেষ হয়ে গেলো। একইভাবে, দানিশ সেখের মা দিলরুবা বিবিও চিন্তায় ছেলে দানিশের জন্য। কবে তাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে! এখানে তাদের বাবার অভাব কে পূরণ করবে! আবার দিল্লি যেতে হবে এই আশঙ্কায় ভয়ে সিঁদিয়ে জ্যোৎস্না বিবি। কারন এখানে কাজ নেই। কি হবে কে জানে?

জামালপুরে মানবিকতার উষ্ণতা ছড়ালেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর ঃ শীতের প্রভাব গত দু'দিন ধরে ক্রমশ বাড়ছে। ভোরবেলা কুয়াশা নামছে, রাতের শেষে জমাট ঠান্ডা পড়ছে-গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই শীতের তীব্রতা আরও স্পষ্ট। আর এই শীতের শুরুতেই প্রতিবছরের মতো এ বছরও জামালপুরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন আবারও বেরিয়ে পড়লেন মানুষের খোঁজ নিতে। তিনি সাহাপুর, মহিন্দর, ধুলুক, নবগ্রাম, পাঁচড়া সহ জামালপুর ব্লকের একাধিক গ্রামে ঘুরে দেখলেন সাধারণ মানুষের অবস্থা। গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে যাঁদের চোখে পড়ল-বয়বৃদ্ধ, অসহায়, গরিব মানুষ- তাদের পাশে দাঁড়াতে তিনি এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। প্রত্যেকের গায়ে নিজ হাতে চাদর ও কম্বল জড়িয়ে দিলেন। অনেকেই এমনভাবে কম্বল জড়িয়ে ধরলেন, যেন এই ছোট্ট উপহারটুকুই শীতের বিরুদ্ধে তাদের বড় ভরসা। কারও কারও চোখে ছিল কৃতজ্ঞতার জল, আবার কেউ হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন মেহেমুদ খাঁনকে। প্রতিবছরই শীত পড়তে না পড়তেই মেহেমুদ খাঁন ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। তাঁর উদ্যোগে বহু অসহায় পরিবার বস্ত্র, কম্বল, শাড়ি ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। শুধু শীতের সময় নয়, তিনি নিজের ব্লকের মানুষের কাছে থাকতে চান সারা বছর-কখনও বিপদে, কখনও অসহায় অবস্থায়, কখনও আবার চিকিৎসা বা জরুরি প্রয়োজনে। রাজনীতি তাঁর কাছে কেবল সংগঠনের কাজ নয়-মানুষের সেবা, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তার কাছে অগ্রাধিকার। এদিনও গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে বারবার দেখা গেল, তিনি কারও বাড়ির সামনে থেমে খোঁজ নিচ্ছেন, কারও অসুস্থতা সম্পর্কে জানছেন, আর সঙ্গে থাকা দলের সদস্যদের নির্দেশ দিচ্ছেন প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে। গ্রামের মানুষও তাকে দেখেই এগিয়ে এসেছেন নিজের কথা বলতে, আর তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। তবে নিজের কাজ নিয়ে প্রচার করতে চান না ব্লক সভাপতি। তিনি বলেন, আমাদের দিদি- মুখ্যমন্ত্রী-বরাবরই আমাদের শেখান মানুষের পাশে থাকতে। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই আমি চেষ্টা করি কিছু করতে। এটা আমার দায়িত্ব, বড় কিছু নয়। শীতের সকালে কম্বল আর চাদর পাওয়া মানুষগুলোর মুখে যে হাসি-সেই হাসিই হয়তো প্রমাণ করে, মানবিকতার উষ্ণতার চেয়ে বড় রাজনৈতিক বার্তা আর কিছু নেই। জামালপুরের গ্রামগুলো আজ সেই উষ্ণতাই অনুভব করল মেহেমুদ খাঁনের হাতে।

দুটি অজগর উদ্ধার, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়িতে ১০ এবং ১২ ফুট লম্বা দুটি বিশাল অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শুক্রবার তিস্তা সেতুর কাছের একটি এলাকা থেকে ১০ এবং ১২ ফুট লম্বা দুটি অজগর উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার পরিবেশকর্মীরা বিবেক পল্লী এলাকা থেকে একটি মৃত অজগর উদ্ধার করেছেন, সম্ভবত গাড়ির ধাক্কায় মারা গেছে। শনিবার সকালে আরও দুটি জীবন্ত অজগরের সন্ধান পা যায়। পরিবেশবিদরা দুটি অজগরকে নিরাপদে ধরে বন বিভাগের হাতে তুলে দিয়েছেন। তারা বলছেন, গত অক্টোবরে ভয়াবহ তিস্তা বন্যার সময়, নিকটবর্তী বন থেকে বেশ কয়েকটি অজগর জনবহুল এলাকায় ভেসে গিয়েছিল। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আরও অনেক সাপ এখনও আশেপাশের এলাকায় লুকিয়ে থাকতে পারে। স্থানীয়দের সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, অন্যদিকে বন বিভাগ সমগ্র অঞ্চলে নজরদারি বাড়িয়েছে।

খড় বোঝাই ট্রলি ভ্যানে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর ঃ খড় বোঝাই ট্রলি ভ্যানে আগুন। পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের লোচনদাস সেতুতে ঘটনাটি ঘটেছে। সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে খড়ের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ট্রলি ভ্যান। জ্বলতে থাকা খড়ের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যানবাহন চলাচল করতে থাকে। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ভাতার থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওভারলোড খড় বোঝাই ট্রলি কাটোয়া যাচ্ছিল। বীরভূমের নানুর এলাকা থেকে প্রায়ই খড় বোঝাই ট্রলি লোচনদাস সেতু হয়ে কাটোয়া যায়। এটিও কাটোয়াই যাচ্ছিল। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, ইঞ্জিনের আগুন ট্রলিতে বোঝাই খড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। বিগত কয়েকদিনে রাজ্যের নানা প্রান্তে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এভাবে খড়বোঝাই ট্রলি ভ্যান জ্বলে যাওয়ার ঘটনা বিরল। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ।

তৃণমূল নেতাকে লক্ষ করে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙড়, ৬ ডিসেম্বর ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে আবার সংবাদ শিরোনামে ভাঙর। আবার গুলি চললো ভাঙড়ে। এবার তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠলো আইএসএফের বিরুদ্ধে। ভাঙরের উত্তর কাশিপুর থানার কাঠালিয়া সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। রবিবার শোনপুরে তৃণমূলের একটি ছাত্র যুব জনসভা রয়েছে। সূত্রের খবর, সেই উপলক্ষ্যে ভোগালী দু'নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি আলিনুর মোল্লা-সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব শনিবার কাঠালিয়া থেকে শোনপুর এলাকায় যাচ্ছিলেন। তখনই আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা জড়ো হয়ে তাদের দেখে গালিগালাজ করে। তখনই এক রাউন্ড গুলি চলে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। দুই শিবিরের মধ্যে কার্যত সংঘর্ষের আবহ তৈরি হয়। মুহূর্তেই খবর চলে যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুই শিবিরের কর্মীদেরই সরিয়ে দেওয়া হয়। আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও তারা সবটাই অস্বীকার করেছে। ঘটনার পর থেকেই উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। রাতেও এলাকায় টহল দিচ্ছে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় তৃণমূল নেতা আলিনূর মোল্লা বলেন, আমরা ছাত্র-যুব সমাবেশের কাজের জন্য যাচ্ছিলাম। তখনই আইএসএফ আশ্রিত দুস্কৃতীরা আমাদের উপর হামলা চালায়। নাটু, ক্ষুদ, সালাউদ্দিনের মতো সমাজ বিরোধীরা এই কাজ করেছে। একাধিক থানায় ওদের বিরুদ্ধে কেস রয়েছে। সবার হাতে হাতিয়ার ছিল। এক রাউন্ড গুলিও চালায়। আমরা দ্রুত প্রশাসনকে জানাই। বিধায়ককেও জানিয়েছি। যতক্ষণ না ওরা গ্রেফতার হচ্ছে আমরা আন্দোলনের ডাক দেব। নওশাদ সিদ্দিকীর ইন্ধনেই ওরা আমাদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।পাল্টা আইএসএফ নেতা ওহিদুল ইসলাম বলেন,এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। ওরা নিজেরাই ঝামেলা করেছে। ওদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে বলে ওরা এসব বলছে।

মা ক্যান্টিনে প্রায় এক কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে ২টি খাবারের কুপন

বনস্পতি দে, হুগলি, ৬ ডিসেম্বর ঃ ভদ্রেশ্বরে প্রতিদিন প্রায় কয়েকশো দরিদ্র মানুষ মা ক্যান্টিনের খাবার খান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হয়েছিল মা ক্যান্টিন। সেখানে মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে ভাত, ডাল, ডিম ও সব্জি পাওয়া যায়। এ বারের সামাজিক উদ্যোগ এবং শহরের পরিচ্ছন্নতা-দুই বিষয়কেই এক সুতোয় বেঁধে দিল ভদ্রেশ্বর পুরসভা। সূত্রের খবর, পুরসভার লজে থাকা মা ক্যান্টিনে প্রায় এক কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে ২ টি খাবারের কুপন। আবার দু কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে মিলছে পাঁচটি খাবারের কুপন। ইতিমধ্যেই এলাকার বহু মানুষ প্লাস্টিক জমা দিয়ে বিনামূল্যে খাবারের কুপন নিয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রহ করা প্লাস্টিক প্রথমে ভাগাড়ে এবং সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে। নতুন এই উদ্যোগে যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেলার প্রবণতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে পুরসভা। এছাড়াও, শহর পরিষ্কার রাখতে ভদ্রেশ্বর পুরসভার সাফাই কর্মীরা বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করেন। ভদ্রেশ্বর পুরসভার পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, 'মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যেই আমরা এই পদক্ষেপ করেছি। অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের কাছে পাঁচ টাকাও অনেক বেশি মূল্য

বলে মনে হয়। এই উদ্যোগের ফলে তাঁদেরও সাহায্য করা হবে এবং শহরও পরিস্কার থাকবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, আপাতত শুধুমাত্র ভদ্রেশ্বর পুরসভার লজে থাকা মা ক্যান্টিনে এই উদ্যোগ চালু হয়েছে। পরে ভদ্রেশ্বর এলাকার আরও অনেক জায়গায় এই উদ্যোগ চালু করা হবে। এর ফলে যেমন এলাকা পরিষ্কার থাকবে, তেমনই দরিদ্রদের একবেলা অন্ন জুটবে। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'খুবই ভালো উদ্যোগ। আমরা প্রতিদিন পাঁচ টাকার বিনিময়ে মা ক্যান্টিনে খাবার নিতে আসি। সামান্য চেষ্টা করলেই এক বা দুই কেজি প্লাস্টিক জোগাড় করা সম্ভব।'

গর্ভবতীকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসাত, ৬ ডিসেম্বর ঃ আবারও বিতর্কের কেন্দ্রে বারাসাত হাসপাতাল। রোগী নির্যাতনের অভিযোগে আগেও শিরোনামে উঠে এসেছিল এই সরকারি হাসপাতাল। শনিবার সকালে হাটখোলা এলাকার বাসিন্দা ২২ বছরের গর্ভবতী শবনম-কে প্রেগনেন্সির ব্যথা ওঠায় পরিবার বারাসাত হাসপাতালে নিয়ে আসে। অভিযোগ, ভর্তি হওয়ার পর ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কথা ডাক্তারদের জানাতে গেলে শবনমকে জানানো হয়-এখানে কোনও চিকিৎসা হবে না। এর কারণ জানতে চাইতেই ওয়ার্ডের মধ্যেই তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। হঠাৎ ঘটনার ফলে আতঙ্কিত হয়ে শবনম বাড়িতে খবর দেন। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন। অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের কথা শুনতে নারাজ ছিলেন। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারাসাত থানার পুলিশ। পরিবারের দাবি, গর্ভবতী রোগীকে হুইলচেয়ারে চড়িয়ে হাসপাতালের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘোরানো হয়, যা নিয়েও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে শবনমকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও পরিবারের অভিযোগ-যেখানে একজন গর্ভবতী মহিলাকে মারধর করা হয়, সেখানে তাঁর নিরাপদ ডেলিভারি কিভাবে হবে, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

সাফাই কর্মীদের কড়া নির্দেশ পৌরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ ডিসেম্বর ঃ শহরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বাড়তে থাকা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুরাতন মালদা পৌরসভা সাফাই কর্মীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বৈঠকের আয়োজন করে। শনিবার দুপুর ১টায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন চেয়ারম্যান কাউন্সিলর বিভূতিভূষণ ঘোষ, কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা, কাউন্সিলর নির্মল অধিকারীসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি। উপস্থিত ছিলেন ২০টি ওয়ার্ডের সকল সাফাই কর্মীও। জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আবর্জনা অপসারণে অনিয়ম ও দেরির অভিযোগ উঠছিল। স্কুল শুরু হওয়ার সময়ে রাস্তা-ঘাট অপরিস্কার থাকায় ক্ষোভ বাড়ছিল সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতেই কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেই সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উদ্যোগ নেয় পৌরসভা। বৈঠকে সাফাই কর্মীদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিদিন সকাল ১০টার মধ্যে-স্কুল খোলার আগেই-শহরের সমস্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করতে হবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৯৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ৩৫-এপি-III-২০২৫। **কাজের নামঃ** সিনি. ডিইএন/III/ আলিপুরদুয়ার জংশন ভিআইডিই ইএসটিটি. নং. ১২-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৪-২৫, ১৩-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৪-২৫, ১৪-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৪-২৫ এবং ১৫-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৪-২৫ এবং ৩০-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৫-২৬-এর অধীনে ব্রডগেজ ৬০কেজি/৫২ কেজি রেলের জন্য ফ্যাব্রিকেশন, অ্যাসেম্বলি ইন-সিটু জি-৩/এল আকার গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্টস। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩৪,৫৫,০৪৪.৪০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১৭,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE HATINAGAR GRAM PANCHAYAT

Hatinagar*Berhampore*Murshidabad

Notice inviting e-Tender No– eNIT 10/APAS/2025-26 & eNIT 02/2025-26

The Prodhan Hatinagar GP, invites e-Tender in two covers for two different works. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid **13/12/2025 up to 5.00 P.M.** Bid opening date & time for Technical Bid **15/12/2025 from 5.00 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Hatinagar Gram Panchayat

HARIHARPARA PANCHAYAT SAMITY

Hariharpara, Murshidabad

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund of **N.I.e.T No-51/HPS/APAS/2025-26 & 52/HPS/APAS/2025-26**. Documents and other details is available in the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app.** The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours on dated 12/12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samity
Hariharpara, Murshidabad

MAYNAGURI DEVELOPMENT BLOCK

Date Corrigendum Notice

The Block Development Officer, Maynaguri Dev Block Notice Inviting Tender of
NIT 99/BDO/MNG/APAS/2025-26
100/BDO/MNG/APAS/2025-26
101/BDO/MNG/APAS/2025-26
102/BDO/MNG/APAS/2025-26
103/BDO/MNG/APAS/2025-26
104/BDO/MNG/APAS/2025-26
105/BDO/MNG/APAS/2025-26
106/BDO/MNG/APAS/2025-26
107/BDO/MNG/APAS/2025-26
108/BDO/MNG/APAS/2025-26
109/BDO/MNG/APAS/2025-26
110/BDO/MNG/APAS/2025-26
111/BDO/MNG/APAS/2025-26
112/BDO/MNG/APAS/2025-26
113/BDO/MNG/APAS/2025-26
114/BDO/MNG/APAS/2025-26
Bid Submission End Date extended up to:- **10-12-2025 05:00 PM** & Details of N.I.T. and Tender Documents may be issue from office of the undersigned.

Sd/-
Block Development Officer
Maynaguri Development Block

Office of the Block Development Officer

Purbasthali-I Development Block

NOTICE INVITING TENDER

1. e-Tender Reference No-**P-1/43/3714/BDO/Pathashree, Dated-28/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_962616_1 to 2 has been floated 2nos. Tender under Purbasthali-I Dev. Block Fund Pathashree IV(2025-26) Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/-
B.D.O/E.O
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-81/2025-26** Tender Id is- **2025_MAD_945131_1, 2025_MAD_945131 2, 2025_MAD_945131_3**, Bid Submission closing date (Online)- **06/01/2026 instated of 04/12/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **08/01/2026 instated of 08/12/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

মরশুম বদলে ভাইরাল জ্বরে ভুগছেন?

মুখের স্বাদ ফেরাতে খান এই স্যুপগুলি

ঝাল-ঝাল, গরম একবাটি স্যুপ মুখের স্বাদ ফেরানোর অব্যর্থ ওষুধ। মরশুম বদলের সময়ে জ্বর, সর্দি-কাশি লেগেই থাকে। যার জেরে মুখে স্বাদ না থাকায় অনেকেই খেতে চান না। তবে একবাটি স্যুপেই চাঙ্গা থাকার টনিক লুকিয়ে রয়েছে। তাই শীত উঁকি দিতেই ঝটপট জেনে নিন রকমারি সুস্বাদু স্যুপের রেসিপি। ঝাল-ঝাল, গরম স্যুপ দুটি মুখের স্বাদও ফেরাবে।

চিকেন সালসা স্যুপ

উপকরণ- ৪ কাপ জল,পরিমানমতো চিকেন,১ টা বাঁধাকপি

৫টি বড় আলু

১ টা বড় গাজর

১টা বিট

১টা পেঁয়াজ

তেজ পাতা

২ টেবিল চামপ টম্যাটো পেস্ট

১ কোয়া রসুনের

প্রণালী-প্রথমেই পরিমাণমতো চিকেন দিয়ে চিকেন স্টক বানিয়ে ফেলুন। স্টক তৈরি করার সময় অবশ্যই মাংস থেকে হাড় আলাদা করুন। চিকেন স্টককে ফোটানোর সময় ডুমো ডুমো করে কাটা আলুগুলিকে ফুটিয়ে নিন। চিকেন স্টক ফুটে গেলে এর মধ্যে চৌকো চৌকো করে কাটা বিট ঢেলে দিন। এরপর তেজপাতা যুক্ত করুন। একইভাবে, পেঁয়াজ কেটে দুই দিকে ভেজে নিন। এর মধ্যে টম্যাটো পেস্ট মিশিয়ে নিন। ভাল করে ভেজে নিন। তারপরে ছোট ছোট করে কাটা ছোট ছোট করে গাজর কেটে নিন, মাখন দিয়ে ভাল ভেজে নিন গাজর।

বাঁধাকপি ঢেলে দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে নিন। পুরো মিশ্রণটিকে আলু ও চিক স্টকের মধ্যে ঢেলে দিন। পাত্রটিকে ঢেকে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। তৈরি আপনার বিট ও চিকেন স্যুপ। বাঁধাকপি দিয়ে চিকেন স্যুপ

উপকরণ-মাখন- ৩ টেবিল চামচ

দু কাপ ছোট ছোট করে কাটা বাঁধাকপি

চিকেন স্টক ৬ কাপ

১ টেবিলে চামচ টম্যাটো পেস্ট

১টা গাজর,পিঁয়াজ,১ কোয়া রসুন

প্রণালী-একটি বড় পাত্র মাঝারি আঁচে মাখন দিয়ে গরম করুন। তারপর মাখনের মধ্যে টুকরো টুকরো করে কাটা বাঁধাকপি ঢেলে দশমিনিট মতো নাড়িয়ে নিন। এরপর টম্যাটো পেস্ট ২ কাপ ঢেলে পাত্রটি ঢেকে দিন। এভাবেই ৩০ মিনিট ধরে রান্না করুন। একটি ছোট ফ্রাইং প্যানে মাঝারি আঁচে আবার কিছু মাখব গলিয়ে নিন। গাজর, পিঁয়াজ ঢেলে ১০ মিনিট ধরে রান্না করুন। এবার বাঁধাকপির মধ্যে মাখনে ভাজা গাজর ও পিঁয়াজ মিশিয়ে আঁচ কমিয়ে.১০ মিনিট মতো রান্না করুন। এরপর এর মধ্যে চিকেনের স্টক ও কয়েক টুকরো চিকেন ঢেলে দিন। ১০ মিনিট মতো রেখে, ওভেন থেকে নামিয়ে নিন। পরিবেশন করুন গরম গরম বাঁধাকপি ও চিকেন স্যুপ।

শীতের দুপুরে পিঁয়াজকলি-মৌরলা চচ্চড়ি সুস্বাদু রেসিপি

শীতকাল আসলেই নানা ধরনের পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবারের ভীড় বাড়ে। শীতের মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি বাজারে সহজেই পাওয়া যায় এবং এতে রান্নার অনেক নতুন নতুন আইডিয়া তৈরি করা যায়। সেই সাথে, শীতের দিনে খাবারের স্বাদও যেন একেবারে আলাদা হয়ে যায়। আমিষ বা নিরামিষ, শীতকাল মানেই নানা ধরনের পদ বানানোর সুযোগ। বিশেষত শীতের দুপুরে যদি মনের মতো কোনো হালকা কিন্তু সুস্বাদু খাবারের কথা ভাবা হয়, তবে পিঁয়াজকলি ও মাছের এক অভিনব রেসিপি হতে পারে আদর্শ। এই রেসিপির নাম পিঁয়াজকলি-মৌরলা চচ্চড়ি।

পিঁয়াজকলি, যেটি শীতকালে বিশেষভাবে পাওয়া যায়, শীতকালীন রান্নার জন্য একদম উপযুক্ত। আর যদি মৌরলা মাছ দিয়ে এই পিঁয়াজকলি রান্না করা হয়, তবে সেটি হবে এক দারুণ মজার মিশ্রণ। মৌরলা মাছ, এর মিষ্টি ও মসলা দিয়ে সুস্বাদু টেস্ট তৈরি করতে বেশ কার্যকর। তাহলে আর দেরি কেন, আসুন দেখে নেয়া যাক কীভাবে বানাবেন এই মজাদার পিঁয়াজকলি-মৌরলা চচ্চড়ি।

পিঁয়াজকলি-মৌরলা চচ্চড়ি তৈরির উপকরণ- মৌরলা মাছ - ৩০০ গ্রাম, পিঁয়াজকলি - ১-২ আঁটি, পেঁয়াজ - ১টি (বড়), আদা বাটা - ১ চা চামচ, রসুন বাটা - ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো - ১ চা চামচ, লঙ্কা গুঁ।ো - ১ চা চামচ, জিরে গুঁড়া - ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো - আধা চা চামচ, কালোজিরে - ১ চা চামচ। সরিষের তেল - প্রয়োজনমতো। নুন - স্বাদমতো, কাঁচালঙ্কা - ২-৩টি।

পদ্ধতিঃ প্রথমে প্রস্তুতি নিন- ১.

মৌরলা মাছ পরিষ্কার করুন।

বাজার থেকে আনা মৌরলা মাছগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। মাছের আঁশ, পেটের ভিতর ও অন্যান্য ময়লা কিছু থাকলে তা ভালোভাবে ধুয়ে নিন। এরপর মাছগুলোকে একটি পাত্রে নিয়ে সেখানে নুন ও হলুদ মেখে মাখিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এতে মাছের মসলার স্বাদ ভালোভাবে ঢুকবে।

২. পিঁয়াজকলি প্রস্তুত করুনঃ

পিঁয়াজকলির আঁটি থেকে ছোট ছোট গুঁটে বের করে সেগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। পিঁয়াজকলির গুঁটিগুলো মাঝেমধ্যে কেটে ছোট ছোট টুকরো করে নিতে পারেন।

রান্নার পদ্ধতিঃ ৩. মাছ ভেজে নিনঃ একটি কড়াইতে পরিমাণমতো সরিষের তেল গরম করুন। তেল গরম হলে এতে মৌরলা মাছগুলি দিয়ে দিন এবং ভালো করে ভেজে নিন। মাছের দু'পাশ সোনালি ও crispy হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। এরপর মাছগুলো তুলে একটি আলাদা পাত্রে রেখে দিন। মাছ ভেজে নেওয়ার ফলে তার মজা আরও বেশি হয় এবং চচ্চ।রি স্বাদ বো।ে যায়।

৪. তেল ও মসলার তলা তৈরি করুনঃ

একই কড়াইতে কিছুটা তেল আরও গরম করুন। তাতে প্রথমে পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে কিছু সময় ভাজুন, যাতে তারা সোনালী রঙ ধারণ করে। এরপর এতে একে একে কালোজিরে ও লঙ্কা ফো।ন দিন। কালোজিরে দিলে বিশেষ এক সুগন্ধ বের হয়, যা চচ্চ।কে একটি আলাদা স্বাদ দেয়।

৫. পিঁয়াজকলি দিয়ে রান্না

পেঁয়াজ এবং রসুন ভাজার পর, এতে কাটা পিঁয়াজকলি দিয়ে ভালোভাবে নে।ে নিন। পিঁয়াজকলি কিছুটা নরম হয়ে আসলে, একে একে সমস্ত মসলা যেমন - লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিন। মসলাগুলো ভালোভাবে মিশে গেলে কিছু সময় নেড়ে নিন।

৬. মাছ ও মসলার মিশ্রণঃ এখন, এতে আগে ভেজে রাখা মৌরলা মাছ এবং কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিন। মাছের সঙ্গে পিঁয়াজকলি এবং মসলাগুলি ভালোভাবে মিশে যাওয়ার পর কিছু সময় ঢেকে রান্না করুন।

৭. জল ও সিদ্ধ করাঃ এরপর, তাতে পরিমাণমতো জল দিন যাতে চচ্চড়ির মশলা মাখানো থাকে। এরপর পাত্রটি ঢেকে দিন এবং মৃদু আঁচে কিছু সময় রান্না হতে দিন। মাছ ও পিঁয়াজকলি ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেলে, স্বাদ অনুযায়ী নুন ঠিক করে নিন।

৮. তেল ও কাঁচালঙ্কার তাজা ছোঁয়ঃ - যখন চচ্চড়ি প্রায় সিদ্ধ হয়ে যায়, তখন ওপর থেকে কাঁচা তেল এবং কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে দিন। এতে খাবারে এক তাজা ও মসলাদার স্বাদ আসে। পরিবেশনঃঅবশেষে, পিঁয়াজকলি-মৌরলা চচ্চড়ি প্রস্তুত হয়ে যাবে। এটি গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। পিঁয়াজকলির গন্ধ এবং মৌরলা মাছের মিষ্টি স্বাদ একসাথে মিশে তৈরি করবে এক অভিজ্ঞান স্বাদের মিশ্রণ। এই পদটি শীতের দিনের জন্য একদম আদর্শ। সাদাসিধে কিন্তু খুবই সুস্বাদু এই রেসিপি, যে কেউ সহজেই তৈরি করতে পারবেন।

মন্তব্য ঃ শীতের দিনে এমন সবজি ও মাছের মিশ্রণ আপনার পরিবার ও বন্ধুদের জন্য খুবই উপকারী এবং মুখরোচক। পিঁয়াজকলি, মৌরলা মাছ এবং অন্যান্য মসলার এই চচ্চড়ি শুধুমাত্র সুস্বাদু নয়, পুষ্টিকরও। আর বিশেষ করে শীতের দুপুরে, এক প্লেট গরম ভাতের সঙ্গে এই চচ্চড়ি উপভোগ করা ভিন্নই কিছু। এবার থেকে শীতের দিনে পিঁয়াজকলি-মৌরলা চচ্চড়ি বানানোর আইডিয়া আপনার রান্নাঘরে জাগিয়ে দিতে পারে নতুন কিছু।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল দেওয়ার দাবিঃ

ভারত ও রাশিয়াকে কাছাকাছি আনার জন্য

শান্তির নোবেল, পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি, যে ব্যক্তি বা দেশটি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তাকে দেওয়া হয়। তবে, শান্তির নোবেলটি কখনো কখনো বিতর্কের সৃষ্টি করে, বিশেষত যখন সেই পুরস্কার এমন একজনকে দেওয়া হয়, যিনি শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধ বা সামরিক কৌশল গ্রহণ করেছেন। এরকমই একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রে। এক প্রাক্তন পেন্টাগন কর্মকর্তা মাইকেল রুবিন সম্প্রতি দাবি করেছেন, যে কারণে ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল দেওয়া উচিত, তা একেবারে ভিন্ন। তার মতে, ট্রাম্পকে নোবেল দেওয়া উচিত ভারত ও রাশিয়াকে কাছাকাছি আনার জন্য। যদিও, রুবিনের এই বক্তব্য একধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য হিসেবে নেওয়া হচ্ছে, এবং এতে আমেরিকার ভারত-নীতির উপরই মূলত সমালোচনা করা হয়েছে।

রুবিনের মন্তব্য এবং তার ব্যঙ্গাত্মক দাবি- মাইকেল রুবিন, যিনি আমেরিকার পেন্টাগনের প্রাক্তন কর্মকর্তা, সম্প্রতি সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্পের নোবেল প্রাপ্তির দাবিতে সরব হন। তিনি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি রাশিয়া ও ভারতকে কাছাকাছি এনে থাকেন, তাহলে তার জন্য শান্তির নোবেল অবশ্যই প্রাপ্য। এর পরে, তিনি যুক্তি দেন, যদিও আমেরিকার মধ্যে ট্রাম্পপন্থীরা ও ট্রাম্পবিরোধীরা সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার নৈকট্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

ট্রাম্পের ভারত-নীতির সমালোচনা-রুবিনের মতে, ট্রাম্পের আমলে মার্কিন-ভারত সম্পর্ক অনেকটাই বিপরীত দিকে চলে গেছে, যা খুবই দু ঃখজনক। তার কথায়, ভারতের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং কাতারের মতো দেশগুলোর প্রতি অতিরিক্ত সমর্থন দেখানো হয়েছে। এমনকি মার্কিন সিদ্ধান্তগুলি অনেক সময় 'ঘুষের' মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছে, যা ভারতকে অগ্রাহ্য করার পক্ষে কাজ করেছে। তিনি ভারতকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, ভারত তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য যা সঠিক মনে করে, তা করবে। তাদের সামনে বৃহ চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং তাদের শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের শক্তিশালী হয়ে ওঠার ফলে বিশ্ব রাজনীতি আরও পরিবর্তিত হবে।

ভারতের অবস্থান এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক-রুবিন ভারতের অবস্থানকে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন বলে মনে করেন। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের দেশের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ভারতের জনগণ এবং তার শাসক দল জানে যে তাদের শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজন এবং ভারতের অর্থনীতি শিগগিরই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে চলেছে। তবে, রুবিন এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা যদি ভারতের কাছে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে চাই, তাহলে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে কী প্রস্তাব দিয়েছি?এছাড়া, রুবিন স্পষ্ট করেছেন যে, আমরা যদি ভারতকে রাশিয়া থেকে তেল কিনতে নিষেধ করতে চাই, তবে আমাদের উচিত ছিল এমন কোনও বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া যা ভারতের জন্য লাভজনক হবে। ভারত দেশের নিরাপত্তা এবং

অর্থনীতির দিক থেকে তাদের নিজের পথ বেছে নেবে, আর আমেরিকার উচিত সেটা বুঝে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া। তিনি আরও বলেন, আমরা যদি ভারতকে সহায়তা করতে চাই, তবে আমাদের তাদের শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ দিতে হবে, তাতে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

রাশিয়া ও ভারতের শক্তিশালী সম্পর্ক-রুবিনের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন ভারত এবং রাশিয়ার সম্পর্কের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি, যার ফলস্বরূপ রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর, আমেরিকা রাশিয়াকে একঘরে করার চেষ্টা করেছে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তবে ভারতের অবস্থান পুরোপুরি আলাদা ছিল। ভারতের কাছ থেকে রাশিয়া তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে, এবং দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়েছে। রাশিয়া এবং ভারত এখন নিজেদের মুদ্রায় বাণিজ্য করতে শুরু করেছে, যা ডলার নির্ভর অর্থনীতির বিপরীতে এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে। এর ফলে আমেরিকার চাপ এবং নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়নি। এমনকি রাশিয়া এবং ভারত জানিয়ে দিয়েছে, তাদের বাণিজ্যের ৯৬ শতাংশই এখন রুবেল এবং রুপি দিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে।

ট্রাম্পের ভূমিকায় প্রশ্ন-ট্রাম্পের আমলে, আমেরিকা নিজের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষত ভারত এবং রাশিয়ার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মার্কিন সরকারের নীতি স্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ট্রাম্পের বিদেশনীতি, বিশেষ করে ভারত এবং রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে, অনেক সমালোচনার মুখে পড়েছে। তবে, রুবিনের এই মন্তব্যে একটি চ্যালেঞ্জই উঠেছে-বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের স্বাধীন অবস্থানকে যদি সম্মান করা না হয়, তবে ভারতের জন্য আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি আদৌ কার্যকরী হতে পারে কিনা।

নোবেল পুরস্কারের দাবির মধ্যে সমালোচনা-যদিও রুবিনের মন্তব্যটি বেশ হাস্যকর ও ব্যঙ্গাত্মক শোনায়, তবুও তার এই বক্তব্যে মার্কিন প্রশাসনের ভারত-নীতির গভীর সমালোচনা রয়েছে। একদিকে, তিনি ট্রাম্পের বিদেশনীতি এবং ভারত সম্পর্কের তীব্র সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তিনি দাবি করেছেন, সেই কারণেই ট্রাম্পকে শান্তির নোবেল দেওয়া উচিত। তাঁর এই বক্তব্য একটি ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করছে যে, ভারতের প্রতি আমেরিকার মনোভাব অনেকটাই পক্ষপাতদুষ্ট এবং তাই ভারতের স্বার্থকে সমর্থন করা জরুরি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও, মাইকেল রুবিনের এই ব্যঙ্গাত্মক দাবি বিশ্ব রাজনীতির এক নতুন মোড়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের গভীরতা এবং আমেরিকার ভারত-নীতি, বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়, বর্তমান বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সমালোচনা থাকলেও, তার বিদেশনীতির কিছু দিক হয়তো ভবিষ্যতে আরও পর্যালোচনার প্রেক্ষাপট তৈরি করবে।

ইন্ডিগোর ফ্লাইট পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক, তবে যাত্রীদের অসন্তোষ অব্যাহত

৬ ডিসেম্বরঃ টানা তিনদিনের দুর্ভোগের পর, শনিবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ইন্ডিগোর ফ্লাইট পরিষেবা, এমন দাবি জানিয়েছে দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তাদের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়, গত কয়েকদিনের অস্বস্তির পর পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ফ্লাইট পরিষেবা পুনরায় সচল হতে শুরু করেছে। তবে, যাত্রীদের মধ্যে একাংশের অভিযোগ, এখনও পুরোপুরি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি এবং তাদের ফ্লাইট সম্পর্কিত নির্দিষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। তাদের মতে, বিমানবন্দরে যথাযথ সহায়তা না পাওয়া এবং ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত হওয়ার তথ্য সঠিকভাবে না জানানোই সমস্যার কারণ।

কলকাতা বিমানবন্দরের এক যাত্রী অভিযোগ করেছেন যে, তিনি ফ্লাইট বাতিলের মেসেজ পেয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর জানতে পারেন, তার ফ্লাইট বাতিল হয়নি। অন্য এক যাত্রী জানালেন, তাকে ফ্লাইট বিলম্বিত হওয়ার মেসেজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিমানবন্দরের ডিসপ্লে বোর্ডে তা আপডেট করা হয়নি। এর ফলে, তিনি সঠিক তথ্য জানার জন্য সমস্যার সম্মুখীন হন। এমনকি, কলকাতা বিমানবন্দর থেকে এদিন মোট ৪১টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য বেশ বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এ ছাড়া, কেরালার তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দর থেকেও তিনটি ডোমেস্টিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে স্থানীয় যাত্রীদেরও ভোগান্তি বেড়েছে।ইন্ডিগোর ফ্লাইট বিভ্রাটের ঘটনায় যাত্রীদের ব্যাপক ক্ষতির কথা মাকক্ষায় রেখে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 'অল প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড অ্যানাদার'-এর তরফে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের কাছে একটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছে, যাতে তিনি এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। পিটিশনে আরও বলা হয়েছে, বিমান মন্ত্রক এবং ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হোক। আবেদনকারীরা এই ঘটনার দ্রুত শুনানি করার জন্যও দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, ইন্ডিগোর এই বিভ্রাটের জন্য যাত্রীদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার প্রতিকার করা খুবই জরুরি।

ইন্ডিগোর ফ্লাইট বিভ্রাটের কারণে যাত্রীদের যে বিপুল ভোগান্তি হয়েছে, তা সমাধানে কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান, সরকার এই ঘটনার পর একটি কমিটি গঠন করেছে, যা তদন্ত করবে কেন এই বিপর্যয় ঘটেছে এবং কোথায় সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, যত দ্রুত সম্ভব গোটা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হবে, এবং যারা এর জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া, বিমানমন্ত্রী আরও জানান, আপাতত পরিষেবা স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। তিনি বলেন, যাত্রীদের সাহায্য করা এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা আমাদের প্রথম লক্ষ্য। আমরা কড়া নজরদারি চালাচ্ছি যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ইন্ডিগোর ফ্লাইট বিভ্রাটের কারণে কোম্পানি এবং দেশের অর্থনীতির উপরও কিছুটা প্রভাব প।ছে। বিমান পরিষেবা বন্ধ হওয়ার ফলে একদিকে যেমন যাত্রীদের যাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে, বিমানবঃদরে ব্যবসা পরিচালনাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন রেস্তোরাঁ, দোকানপাট এবং অন্যান্য পরিষেবাদির ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের বৃহত্তম উড়ান সংস্থা ইন্ডিগোর ফ্লাইট বাতিলের কারণে ভারতীয় বিমান পরিষেবার প্রতি ভোক্তাদের আস্থা কিছুটা নষ্ট হয়েছে, যার ফলে ভবিষ্যতে এই সংস্থার ব্যবসা আরও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তাদের ফ্লাইট বাতিলের প্রধান কারণ ছিল কর্মী সংকট, বিমানবন্দরগুলোতে অতিরিক্ত চাপ এবং অন্যান্য লজিস্টিক সমস্যা। তাছাড়া, শীতকালীন আবহাওয়ার কারণে কিছু কিছু বিমান উ।ানোর ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু যাত্রীদের অভিযোগ, তাদের সঠিকভাবে সময়মতো তথ্য দেওয়া হয়নি, এবং বিমানবন্দরে যথাযথ সহায়তার অভাব ছিল। এর ফলে অনেক যাত্রী দীর্ঘ সময় ধরে বিমানবঃদরে আটকে থাকতে বাধ্য হন, এবং কেউ কেউ ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্যের অভাবে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হন। ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা যাত্রীদের কাছে সঠিক তথ্য প্রদান করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। তবে, তাদের পক্ষ থেকে একে একে যাত্রীদের অভিযোগ শোনা হচ্ছে এবং তাদের সম্মানজনক পরিষেবা প্রদান করতে তারা আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এছাড়া, তারা ফ্লাইট পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করছে। তবে, যাত্রীদের অভিযোগ এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে যে, এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। ইন্ডিগোর ফ্লাইট বিভ্রাটের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে, বিমান সংস্থাগুলির উচিত আরও উন্নত তথ্য ব্যবস্থা এবং যাত্রী সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। এতে যাত্রীদের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে না এবং বিমানবন্দরগুলিতে ফ্লাইট তথ্য সঠিকভাবে আপডেট করা যাবে। দেশের বিমান পরিবহন খাতের জন্য এই ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা হতে পারে, যা ভবিষ্যতে বিমান পরিষেবা আরও উন্নত করার দিকে নিয়ে যাবে। ইন্ডিগোর ফ্লাইট পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলেও, যাত্রীদের অভিযোগ এখনও অব্যাহত। ফ্লাইট বাতিল, বিলম্ব এবং তথ্যের অভাবে যাত্রীরা প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়েছেন। তবে, বিমানমন্ত্রী এবং ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাত্রীদের সঠিক সহায়তা এবং বিমান পরিষেবার মান উন্নত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া না গেলে, এই ধরনের পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আরও ব। সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

'ইন্ডিয়া জোট ভেন্টিলেশনে', সোরেনের পর এবার 'বেসুরো ওমর আবদুল্লা

নয়াদিদল্লি, ৬ ডিসেম্ভর ঃ ভারতের বিরোধী জোট ইন্ডিয়া এখন এক কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে। একদিকে হেমন্ত সোরেনের পর এবার ' হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়ড়াইয়ের জন্য গড়া এই জোটের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আবদুল্লার মন্তব্যে। তিনি প্রকাশ্যে বলেন, ইন্ডিয়া জোট ভেন্টিলেশনে রয়েছে, এবং কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন। ওমর আবদুল্লা আরও অভিযোগ করেন, এই জোট নিজের দোষে নীতীশ কুমারকে বিজেপির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাঁর মতে, ইন্ডিয়া জোট গঠনের সময়ে নীতীশ কুমারের গুরুত্ব যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি, এবং সেই কারণেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির দিকে চলে গেছেন। আবদুল্লা স্পষ্ট করে জানান, একটি বৈঠকে নীতীশ কুমারকে জোটের কনভেনর করার যে প্রস্তাব উঠেছিল, সেই প্রস্তাব অন্য একটি নেতার দ্বারা খারিজ করা হয়। নেতৃত্বের অভাবে দলের মধ্যে হতাশা

প্রকাশ করে আবদুল্লা বলেন, বিহার নির্বাচনের পর, আমাদের মধ্যে হতাশা বেড়েছে। আমাদের প্রয়োজন একজন শক্তিশালী নেতা, যে আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনবে। তিনি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং বিহারের মহাজোটের প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করেন, যদি তারা চলে যান, তাহলে দোষ কার? এছাড়া, ভোট চুরির বিষয়ে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের প্রসঙ্গে আবদুল্লা বলেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে কারচুপি সম্ভব নয়, তবে অন্যান্য উপায়ে কারচুপি করা যেতে পারে। তিনি অভিযোগ করেন যে, ভোটার তালিকায় কারচুপি করা বা নির্বাচনী এলাকা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ফল পরিবর্তন করা সম্ভব। তবে, আবদুল্লা বলেছেন যে, তার সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ভালো সম্পর্ক থাকতে কোনো সমস্যা নেই। তবে, তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, এই সমন্বয়ের মানে এই নয় যে তিনি বিজেপির সঙ্গে জোট গঠন করবেন। বিশ্বস্ত সূত্র অনুযায়ী, ইন্ডিয়া জোটের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং একাধিক নেতার অসন্তোষ পরিস্থিতি জটিল করে তুলছে, যা বিরোধী ঐক্যের ভবিষ্যত নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের নির্মাণের নতুন ডেডলাইন ঃ ২০২৬ সালের এপ্রিল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্ভর ঃ প্রায় ছ'বছর ধরে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের নির্মাণ কার্যক্রম একেবারে থমকে রয়েছে। তবে এবার মসজিদ নির্মাণের জন্য নতুন সময়সীমা ঘোষণা করল ট্রাস্ট। ইং৻দা-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জুফর আহমেদ ফারুকি জানিয়েছেন, যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তবে ২০২৬ সালের এপ্রিল নাগাদ মসজিদ নির্মাণ শেষ হয়ে যাবে। এর সঙ্গে হাসপাতাল, কমিউনিটি কিচেন এবং লাইব্রেরিও তৈরি করা হবে। এদিকে, মসজিদ নির্মাণের জন্য যেই জমি দেওয়া হয়েছিল, সেই জমির চারপাশে হাসপাতাল ও অন্যান্য সুবিধা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এতদিন ধরে কেন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফারুকি। তিনি জানান, প্রাথমিক নকশা বাতিল করা হয়েছে অযোধ্যা উন্নয়ন পর্ষদ দ্বারা, এবং নতুন নকশা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এই নতুন নকশা অযোধ্যা উন্নয়ন পর্ষদের কাছে জমা দেওয়া হবে ডিসেম্বরের শেষে। যদি এই নকশা অনুমোদন পায়, তাহলে মসজিদের কাজ শুরু হবে।মসজিদ নির্মাণে এত দেরি কেন? ফারুকি বলছেন, জমি অধিগ্রহণে কিছু সমস্যা ছিল, এবং পাঁচ একর জমির বাইরে আরও জমির প্রয়োজন।

ত্রিপুরায় শিশুদের নিউমোনিয়া প্রতিরোধে চালু হল কর্মসূচি

আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে ত্রিপুরায় চালু হল ' কর্মসূচি। শনিবার আগরতলা পুর নিগমের ভাটি অভয়নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র ইন কাউন্সিলের সদস্য হীরালাল দেবনাথ, আগরতলা পুর নিগমের উত্তর অঞ্চলের চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ, মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদুল, ডেপুটি মিশন ডিরেক্টর নুপুর দেববর্মাসহ অন্যান্য অতিথিরা।

Name Change

I, RATAN PAL S/o Late Dulal Pal residing at Shalidaha, P.O. & P.S.-Shibdaspur, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743145 W.B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name RATAN PAL instead of RATAN PAUL, vide an affidavit No. 40066 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore dated 19/09/2025. RATAN PAL and RATAN PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I. Md.Rahimuddin Sk, S/o- Saiyad Sekh, resident of Vill. Dakshin Chapra Bazar, P.o- Bangaljhi, P.s- Chapra, Dist, Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Md. Rahimuddin Sk to Rahimuddin Sekh and henceforth I shall be known as Rahimuddin Sekh in all purpose, vide affidavit No. 67 sworn in Notary Public at Krishnagar, Nadia on 03.12.2025. Rahimuddin Sekh and Md. Rahimuddin Sk both are same and identical person.

বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল থাকায় বিপাকে সাধারণ মানুষ, আশ্বাস পৌরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৬ ডিসেম্বর ঃ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বিকল পুরুলিয়া শিমুলিয়া শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি। এর ফলে দেহ সৎকারে চরম সমস্যা হচ্ছে। প্রায় ৪ মাস ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। পুরুলিয়া শহর সংলগ্ন শিমুলিয়া এলাকায় ২০১৯ সালে এই বৈদ্যুতিক চুল্লিটি গড়ে ওঠে। এরপর বেশ কয়েক বছর ঠিকঠাক চলছিল। যদিও মাঝেমধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চুল্লিটি বন্ধও থাকত। তবে দ্রুত ব্যবস্থা নিত পুরুলিয়া পৌরসভা। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ৪ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে এই বৈদ্যুতিক চুল্লিটি। এতেই চরম সমস্যায় পড়ছে সাধারণ মানুষ। এই শ্মশানে দু'টি চুল্লি থাকলেও কোভিডের সময় থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে একটি খারাপ। চার মাস আগে দ্বিতীয় চুল্লিটিও খারাপ হয়ে যায়। অভিযোগ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই এই সমস্যা হয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে পুরুলিয়া পৌরসভা। বর্তমানে অধিকাংশ জায়গাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দেহ সৎকার করা হয়। পুরুলিয়ার শিমুলিয়া শ্মশানেও বৈদ্যুতিক চুল্লি রয়েছে। তবে সেগুলি বিকল হয়ে পড়ে থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে পুরুলিয়া পুরসভা। কবে এই সমস্যা দূর হয় এখন সেটাই দেখার।

রোজগারের মুখ দেখতে পূর্বস্থলীর যুবকরা ঝুঁকছেন গাঁদাফুল চাষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৬ ডিসেম্বর ঃ পড়াশোনা শেষ করে মিলছেনা নতুন করে চাকরি। চাকরির অভাবে বসে আছেন বহু বেকার ছেলেমেয়ে। তবে বেকার বসে না থেকে কিছুটা রোজগারের মুখ দেখতে অন্য পন্থা নিয়েছেন পূর্বস্থলীর যুবকরা। ফুলের চাষে এগিয়ে এসেছেন পূর্বস্থলীর বহু মেধাবী ছাত্র। উল্লেখ্য, এই এলাকার ফুল চাষের বেশ কদর রেছে। এখানকার চাষ করা গাঁদা ফুলের বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। তাই পড়াশোনা শেষ করে বহু ছেলেমেয়ে উপার্জনের তাগিদে হাত লাগাচ্ছেন এই কাজে। পূর্বস্থলীতে নানান প্রজাতির গাঁদা ফুলের চাষ করছেন কৃষকরা। সবজি চাষের তুলনায় ফুল চাষে লাভ আরও কিছুটা বেশি হচ্ছে। তাই ফুল চাষের দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন অনেকে। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে চাকরির জন্যে বিভিন্ন জায়গায় কড়া নেড়েও কোনও লাভ হয়নি। বহু চেষ্টা করেও চাকরির ব্যবস্থা হয়নি। তাই আর বেকার বসে না থেকে নিজেদের পেটে একমুঠো ভাত জোগাতে চাষের দিকে এগিয়েছেন কালনার পূর্বস্থলীর মেধাবী ছাত্ররা। তারা নিজেই ফুলের জমিতে শ্রম দিচ্ছেন। বেছে বেছে ফুলের চারা তুলছেন। যাতে ভিন্ন রাজ্যে ক্রেতাদের এই ফুল আকর্ষণ করতে পারে তার জন্য নানাভাবে পরিশ্রম করছেন তাঁরা। এক্ষেত্রে শুধু কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা নয়, হাত লাগিয়েছেন অন্যরাও। যাঁদের নিজের জমি নেই, তাঁরা ভাগচাষ করছেন। তাঁদের আশা, ফুল ভাল বাজার করতে পারলে লাভ হবে। বেকার বসে থাকতে হবে না। রোজগারের নতুন দিশা পাবেন তাঁরা। তাই পড়াশোনা শেষ করে আর কাজের খোঁজ করছেন না। বরং স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন সকলে।

বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে নয়া উদ্যোগ মিউজিক থেরাপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালের হোমিওপ্যাথি বিভাগে ঢুকলেই এখন রোগীদের কানে ভেসে আসে সুরেলা সংগীত। একি হাসপাতালে গান? অবাক হচ্ছেন? হাসপাতালের পরিবেশে এমন মন ছুঁয়ে যাওয়া পরিবর্তন। পুরোটাই একটি বিশেষ উদ্যোগ, যার চিকিৎসাশাস্ত্রে পোষাকি নাম মিউজিক থেরাপি। আউটডোর বিভাগের সামনে স্থাপন করা হয়েছে ছোট ছোট স্পিকার বক্স। যেখান থেকে নিরন্তর বাজছে নরম, প্রশান্তিময় গান ও সংগীত। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসা নিতে এসে অনেক রোগীর মনেই থাকে নানা দুশ্চিন্তা, ভয়, উদ্বেগ। সেসব চাপ দূর করে রোগীর মনকে শান্ত ও ইতিবাচক রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীর মানসিক অবস্থাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মিউজিক থেরাপির মাধ্যমে রোগীদের মানসিক প্রশান্তি এনে চিকিৎসার ফল আরও ভাল করার চেষ্টা চলছে। হোমিওপ্যাথি বিভাগের চিকিৎসকরা জানান, মিউজিক থেরাপি শুরুর পর থেকেই রোগীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ বলছেন, সংগীত শুনে অপেক্ষার সময়টুকু আর বিরক্তিকর লাগছে না, কেউ আবার জানাচ্ছেন, সংগীত তাদের ভয় ও মানসিক চাপ অনেকটাই কমিয়ে দিচ্ছে। চিকিৎসকরা আশাবাদী, এই উদ্যোগ রোগীদের মনোবল বৃদ্ধিতেও বড় ভূমিকা রাখবে। তাদের মতে, সঠিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক শক্তি জাগিয়ে তুলতে এই ধরনের পরিবেশ অত্যন্ত কার্যকরী। রোগীরাও মনে করছেন, সরকারি হাসপাতালের জন্য এমন উদ্যোগ অন্যদের জন্যও উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালের এই মিউজিক থেরাপি এখন শুধু চিকিৎসার একটি পরিপূরক নয়, রোগীদের মন ছুঁয়ে যাওয়া এক মানবিক উদ্যোগ। যা স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি তাদের আস্থা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

হু হু করে কমছে রক্তদাতা, থ্যালাসেমিয়া থেকে অপারেশন-জেলা হাসপাতালে চিকিৎসায় বিপর্যয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্যত এক গভীর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে। জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ব্লাড সেন্টারে রক্তের ঘাটতি এতটাই ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার পর্যন্ত করতে পারছেন না। বিশেষ করে নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের অবস্থান প্রায় 'শূন্য' জানাচ্ছে স্বাস্থ্যদপ্তরের অভ্যন্তরীণ সূত্র। পজিটিভ গ্রুপের রক্ত মজুত থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। ফলে রোগী, পরিজন ও চিকিৎসক-সবাই দিশেহারা অবস্থার সম্মুখীন। বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্লাড সেন্টার। এখানে বছরে প্রায় ১১ হাজার ইউনিট রক্তের প্রয়োজন পড়ে। এর মধ্যে মাত্র থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ২,৮৫০ ইউনিট রক্ত। কিন্তু চাহিদা বাড়লেও রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। স্বেচ্ছায় রক্তদানের শিবির কম হওয়ার পাশাপাশি শিবিরে রক্তদাতার সংখ্যাও আগের তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। গত বছর বিভিন্ন শিবির থেকে মিলেছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার ইউনিট রক্ত। বাকি চাহিদা পূরণ করতে হয়েছে 'রিপ্লেসমেন্ট ডোনেশন'-এর ওপর নির্ভর করে, অর্থাৎ রক্তের বিনিময়ে রক্ত দিয়ে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আরও জটিল। আগে একটি শিবিরে ২০-২৫ জন রক্তদান করতেন, এখন সেই সংখ্যা কমে ১০-১২-তে ঠেকেছে। এই প্রবণতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মী থেকে চিকিৎসক-সব শিবিরেই। ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দুলাল বর্মন বলছেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন যারা, তাঁদের একটি কার্ড রক্তদাতা কার্ড দেওয়া হয়, ছয় মাসের জন্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শুনছি, রক্তদাতারা সেই কার্ড দেখিয়েও রক্ত মিলছে না। এতে দাতাদের মধ্যে আস্থা কমছে এবং তারা রক্তদানে আগ্রহ হারাচ্ছেন। দীর্ঘ মেয়াদে এর ভয়ানক প্রভাব পড়ছে রক্ত সংগ্রহে। বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারের চিকিৎসক দেবব্রত দে-ও রক্তদাতার সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়টিতেই ইঙ্গিত করেছেন। এতে ভোগান্তির শিকার রোগী-পরিজনেরা। জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, 'রক্তের সঙ্কট এতটাই বেশি যে, অসংখ্য অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে প্রসূতিদের অপারেশন করতে সমস্যা হচ্ছে।' তাঁর আর্জি, 'সকলে এগিয়ে না-এলে এই সঙ্কট মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না।'

চন্দ্রকোনার ছত্রগঞ্জের ঘন জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে এক নীরব কাঠামো, পুরোনো লাল ইটের নীলকুঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ ডিসেম্বর ঃ চন্দ্রকোণার ছত্রগঞ্জের ঘন জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে এক নীরব কাঠামো-পুরনো লাল ইটের নীলকুঠি। সময়ের ক্ষয়ে ভাঙা দেওয়াল, গাছপালায় ঢেকে যাওয়া বারান্দা আর চিমনি সদৃশ উঁচু টাওয়ার, যেন ইতিহাসের পাতায় জমে থাকা ধুলো মুছে আবার বলছে এক ভুলে যাওয়া অধ্যায়। এখানে একসময় চলত নীলচাষ। শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপে নীলের চাহিদা বাড়তেই ব্রিটিশরা বাংলার মাঠে নেমে পড়ে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বগুরি পরগনা-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে ওঠে নীলকুঠি। তারই অন্যতম সাক্ষী এই ছত্রগঞ্জের কুঠিবাড়ি। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, ১৮৫০-এর দিকে দু'জন ইংরেজ বণিক মিস্টার লবার্ট আর মিস্টার ওয়াটসন এই কুঠি বানান। তার পরই শুরু হয় বাধ্যতামূলক নীলচাষের যুগ। আজ সেই কুঠি নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। নীলচাষের শুরুটা কৃষকদের জন্য লাভজনক মনে হলেও, সময়ের সঙ্গে তা পরিণত হয় এক নির্মম শোষণে। জমিদারদের ইশারায় গরিব কৃষকদের বাধ্য করা হত নীল চাষে। তাঁদের আদেশের উত্তরে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেই নেমে আসত অকথ্য অত্যাচার। গ্রামের মানুষের মুখে এখনও গল্প শোনা যায়। রাতে কুঠির দিক থেকে চাবুকের শব্দ, চাষীদের আটক রেখে

নীলের রঙ বের না হওয়া পর্যন্ত কাজ করানো, আর ঋণের নামে ফাঁস তৈরি করে রাখা ছিল অত্যাচারের চরম পর্যায় । এই অন্যায়ের ফলেই সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের ঢেউ, ইতিহাসের পাতায় যার নাম নীল বিদ্রোহ, সময়কাল ছিল ১৮৫৯-৬০। কৃষকেরা একসুরে বলে উঠেছিল নীল আর নয়! ধান চাই, বাঁচার অধিকার চাই! নীল চাষের জেরে পু।ছিল বহু কুঠি, ভেঙে পড়েছিল ব্রিটিশ জমিদারি ব্যবস্থার অহঙ্কার। সেই বিদ্রোহের আগুন ছত্রগঞ্জেও পৌঁছেছিল বলে এমনটাই মনে করেন স্থানীয়রা। সময় বদলেছে, নীলচাষ নেই, জমিদারিও নেই। কিন্তু ইতিহাসের দালানটির অবস্থা বদলায়নি। অযত্নে-অবহেলায় ধীরে ধীরে জঙ্গলে মিলিয়ে যাচ্ছে এই নীলকুঠি। গাছপালার শিকড় ভেদ করে উঠেছে পুরনো ইটের গায়ে। ভাঙা ছাদে দিনের আলো চকচক করে পড়ে, আর ভেতরটা একেবারে খালি। তবুও দাঁড়িয়ে আছে নীরবে অভিযোগহীনভাবে। এক সময়ের নির্মমতার, সংগ্রামের ও বিদ্রোহের সাক্ষী হয়ে স্থানীয়দের আশা, একদিন হয়ত পুনরুদ্ধার হবে স্থানটি। ইতিহাসকে চিনবে নতুন প্রজন্ম, কারণ এই নীলকুঠি শুধু একটি নির্মাণ নয়, বাংলার কৃষক বিদ্রোহের রক্তমাখা দলিল, এক অধ্যায়ের নিস্তব্ধ প্রহরী।

পুরুলিয়ার মৃৎশিল্পীদের শিল্পকর্মের চাহিদা এখন ভিন জেলাতেও

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ৬ ডিসেম্বর ঃ পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের ন'পাড়া গ্রামের কুম্ভকার পরিবারগুলির হাতে তৈরি মাটির সামগ্রী এখন পাড়ি দিচ্ছে ভিন জেলাতেও। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ততা মাটির হাঁড়ি, ফুলের টব, কুপ, চুলো-সহ নানা উপযোগী ও শৌখিন সামগ্রী তৈরিতে। বংশপরম্পরায় চলে আসা কুমোরশিল্পের এই ঐতিহ্য আজ নতুন জীবিকা ও সম্ভাবনার দরজা খুলেছে ন'পাড়ার শিল্পীদের সামনে। কাশীপুরের দ্বারকেশ্বর নদীর পাড় থেকে সংগৃহীত মাটি দিয়েই তৈরি হয় এসব সামগ্রী। শুধু উৎসবের মরশুমে নয়, বছরের প্রতিটি দিনই ন'পাড়ার কুম্ভকার পরিবারগুলিতে চলে মাটি কেটে আনা, মেখে তৈরি করা, রোদে শুকানো থেকে শুরু করে আগুনে পুড়িয়ে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার নিরন্তর কাজ। গ্রামের শিল্পীরা জানান, প্রজন্ম ধরে তাঁরা মাটির সামগ্রী তৈরির সঙ্গে যুক্ত। চাহিদা একসময় কমলেও বর্তমানে মাটির জিনিসপত্রের বাজার আবার চাঙ্গা হয়েছে। পুরুলিয়া ছাড়াও বাঁকুড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর- সহ বিভিন্ন জেলায় তাদের তৈরি সামগ্রী পৌঁছে যাচ্ছে এখন। পরিশ্রমের

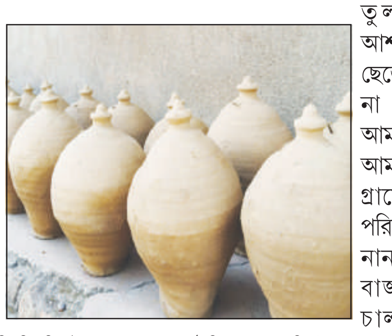

তুলনায় পারিশ্রমিক এখনও আশানুরূপ না হলেও এই শিল্প ছেড়ে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবেন না তাঁরা। তাঁদের কথায়, মাটি আমাদের জীবন, এই মাটিকে ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না। ন'পাড়া গ্রামের প্রায় প্রতিটি কুম্ভকার পরিবারই রাতদিন এক করে মাটির নানা সামগ্রী তৈরি করে তা বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। কঠোর পরিশ্রম, ঐতিহ্যের প্রতি টান এবং শিল্পের প্রতি ভালবাসাই তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। মাটির শিল্পের ঐতিহ্যের উপর ভর করে পুরুলিয়ার কাশীপুরের ন'পাড়া গ্রাম আজ খুলছে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত, যেখানে মাটি শুধু শিল্প নয়, জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে বেঁধে রাখা এক অনন্ত বন্ধন।

বন্যপ্রাণীর ভয় নিয়েই চিলাপাতা জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামে যাতায়াত করে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর ঃ স্কুল যাওয়ার পথ জঙ্গল

দিয়ে ঢাকা। দল বেঁধে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে পড়ুয়ারা। চোখে মুখে লেগে থাকে আতঙ্ক। এই বুঝি বেরিয়ে এল কোনও বন্যপ্রাণী। এই ভয় নিয়েই রোজ যাতায়াত করে তারা। এই দৃশ্য দেখা যায় আলিপুরদুয়ার জেলার চিলাপাতা জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামে। গ্রামে যখন তখন হাতি চলে আসে। বন কর্মীদের তৎপরতায় সেটিকে আবার জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়। হাতির হানায় বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছে এই গ্রামটি। গ্রাম জঙ্গল দিয়ে ঘেরা হওয়ার কারণে গ্রামের রাস্তায় রোজ দেখা যায় বন্য প্রাণীদের। পড়ুয়াদের অভিযোগ, স্কুলে যাওয়ার সময় বানরের অত্যাচারে অতিষ্ট তারা। স্কুলে যাওয়ার পথে একদল বানর তাদের রোজ ঘিরে ধরে। তাদের টিফিনের খাবার নিয়ে যায়। এই নিয়ে পড়ুয়া ও বানরদের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। অধিকাংশ পড়ুয়া বানরের আঁচড় পেয়েছে। মাঝেমধ্যে বাইসন দেখা যায় এই রাস্তায়। পড়ুয়াদের কথাতে, এই রাস্তায় একা তারা চলাফেরা করে না। দল বেঁধে এবং জোরে কথাবার্তা বলে যাতায়াত করে। একসঙ্গে অনেক মানুষ দেখলে বন্য প্রাণীরা কম কাছে ঘেঁষে। জঙ্গলের এই পথ ধরে যেতে হয় এলাকার একটি মাত্র প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে। উল্লেখ্য, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন জেলা প্রশাসন ও বনদফতরের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই তৎপরতা বছরের প্রতিটি সময় চাইছে পড়ুয়ারা। বছরের অন্যান্য সময় যেমন তেমনভাবে পার করা গেলেও শীতকালটা ভয়ের। সকালেও যেমন কুয়াশা থাকে। বিকেলেও একরকম ঘন কুয়াশা দেখা যায়। দৃশ্যমানতা কম থাকায় জঙ্গলের রাস্তায় বোঝা দায় কোথায় বন্যপ্রাণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। যার ফলে জীবনহানির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবেন্দ্র রাভা জানান, চিলাপাতা জঙ্গল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত। বাইসন, হাতি এবং গন্ডারের রাস্তায় চলে আসা নতুন কোনও বিষয় নয়। তবে পড়ুয়াদের কথা ভেবে স্কুল শুরু এবং শেষ হওয়ার সময় রাস্তায় বনকর্মী মোতায়েন থাকলে সুবিধা হয়।

বিঘার পর বিঘা জমির ধান পুড়তে দেখে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোনা, ৬ ডিসেম্বর ঃ মাঠ থেকে তোলা শুরু হয়েছে ধান। কোথাও কাটা হলেও কোথাও এখনও কাটা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনটি জায়গায় চাষের জমিতে আগুন লেগে ধোঁয়ায় ঢেকেছে। বিঘার পর বিঘা জমির ধান পুড়তে দেখে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। আগুন নেভাতে ধান জমিতে হিমশিম খেতে হয় দমকল বিভাগের কর্মীদের। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার ক্ষীরপাই সংলগ্ন বুড়ির পুকুর মাঠে পাকা ধানে হঠাৎ লেগে যায় আগুন। স্থানীয়দের সন্দেহ কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মুহুর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। স্থানীয় কৃষক বলেন, ছয় বিঘা ধান জমিতে আগুন লেগে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। পাকা ধান এভাবে পুড়ে নষ্ট হয়ে অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। আর এক কৃষক বলেন, ধান কাটা হয়ে জমিতে পড়ে থাকা খড়ে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তার পাশের জমি ছিল আমার, তড়িঘড়ি মেশিন দিয়ে ধান কাটানোর ব্যবস্থা করি। ওই এলাকায় প্রায় ১৮ বিঘা জমির পাকা ধান ভস্মীভূত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে সম্পূর্ণ দিশেহারা কৃষকরা। এছাড়াও দাসপুর এক নম্বর ব্লকের শ্যামসুন্দপুর এলাকায় প্রায় চার বিঘা ধান জমিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। ফলে মুহূর্তের মধ্যেই পুরো ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধান কাটার পর জমিতে পড়ে থাকা খড়ে কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আগুন বাতাসের দাপটে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা ধান গাছে লেগে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন পুরো জমিকে গ্রাস করে নেয়। কৃষকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও আগুন নিযন্ত্রণে আনতে পারেননি। আগুনের তীব্রতায় সব ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়েছেন এলাকার কৃষকেরা। ঘটনাকে ঘিরে চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে গ্রামজুড়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দাসপুর থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দাসপুরের শ্যামসুন্দরপুরের কৃষকদের চার বিঘা ধানের জমিতে আগুন লেগে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের কথায়, 'মাঠ থেকে এসময় পাকা ধান তোলা হচ্ছে। আমাদের পরিবারের দিন কয়েকের মধ্যে ধান তুলতাম। কিন্তু তার আগেই কেউ বা কারা ধান জমিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।ক্ষতি করে কী লাভ হল।' ঘাটাল থানার দন্দিপুর গ্রামে কয়েক বিঘা জমিতে ধান কাটার পর নাড়াতে আগুন ধরিয়ে দেয় কেউ বা কারা। ঘাটাল এবং মেদিনীপুর থেকে দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভায়। 'ধান কাটার পর যাতে কৃষকরা নাড়া বা খড় না পোড়ায় সেজন্য জেলা জুড়ে ব্লকে ব্লকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়। কৃষকদের নিয়ে বৈঠক করে এর ক্ষতি সম্পর্কে অবগত করা হয়। একাধিক জায়গার মাঠে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়েছে ফসল। আকাশ ঢেকে যায় কাল ধোঁয়ায়! নিছকই সচেতনতার অভাব, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনও ষড়যন্ত্র, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সময়ে তিন পৃথক এলাকার মাঠে আগুন লাগার ঘটনায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন কৃষকরা।

মালদা টাউন ও দিঘার মধ্যে বিশেষ ট্রেন চলবেঃ পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ শীতের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতেই মালদা টাউন ও দিঘার মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। মালদা টাউন-দিঘা-মালদা টাউন বিশেষ ট্রেনটি সেইসব যাত্রীদের জন্য বিশেষ উপকারী যারা শহরের কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে শীতকালে দিঘার সমুদ্র সৈকতের মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান। ০৩৪৬৫ মালদা টাউন - দিঘা বিশেষ ট্রেনটি ১৩ ডিসেম্বর থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতি শনিবার ১৩.১০ মিনিটে মালদা টাউন থেকে ছেড়ে একই দিনে ২৩.০০ মিনিটে দিঘা পৌঁছাবে (মোট ৩ টি ট্রিপ) এবং ০৩৪৬৬ দিঘা - মালদা টাউন বিশেষ ট্রেনটি প্রতি শনিবার ১৩ ডিসেম্বর থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত ২৩.৪০ ঘণ্টায় দিঘা থেকে ছেড়ে পরের দিন ০৯.২০ ঘণ্টায় মালদা টাউন পৌঁছাবে (মোট ৩টি ট্রিপ)। ট্রেনটি উভয়দিকেই নিউ ফরাক্কা, পাকুড়, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, বোলপুর (শান্তিনিকেতন), বর্ধমান, ডানকুনি, আন্দুল, মেচেদা, তমলুক ও কাঁথি স্টেশনে থামবে। সুতরাং ট্রেনে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে। উল্লেখ্য, ০৩৪৬৫ মালদা টাউন-দিঘা বিশেষ ট্রেনের বুকিং পি আর এস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমেই উপলব্ধ।

শিয়ালদা বিভাগে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর ঃ রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজের জন্য শিয়ালদা এবং বিধান নগর রোড স্টেশনের মধ্যে ০১ নম্বর সেতুর ০৫ নম্বর লাইনে ২২৫ মিনিট (০৮.১২.২০২৫ তারিখের ২৩.৪৫ ঘন্টা থেকে ০৯.১২.২০২৫ তারিখের ০৩.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত) ট্রেন চলাচল এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছেঃ ০৮.১২.২০২৫ তারিখে ট্রেন বাতিল- ৩১৪৪৭ শিয়ালদা - নৈহাটি লোকাল, ৩১৪৫০ নৈহাটি - শিয়ালদা লোকাল। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি / স্বল্প সূচনাঃ ৩১৫৪২ শান্তিপুর - শিয়ালদা লোকাল ০৮.১২.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর পর্যন্ত চলবে। ৩১৫১১ শিয়ালদা - শান্তিপুর লোকাল ০৯.১২.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর থেকে ছাড়বে। ৩৩৮৫৮ বনগাঁ - শিয়ালদা লোকাল ০৮.১২.২০২৫ তারিখে দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত চলবে। ৩৩৮১৫ শিয়ালদা - বনগাঁ লোকাল ০৯.১২.২০২৫ তারিখে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে। ০৯.১২.২০২৫ তারিখে ট্রেনের সময়সূচী পুনর্নির্ধারণঃ ৫৩১৭১ শিয়ালদা - লালগোলা প্যাসেঞ্জার ০৯.১২.২০২৫ তারিখে ০৩.৪৫ টার পরিবর্তে ০৪.১৫ টায় শিয়ালদা থেকে ছাড়বে।

গাঁজা সহ ধৃত ২

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৬ ডিসেম্বর ঃ নাদন ঘাট থানা ও পূর্বস্থলী থানা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বড় সাফল্য। একটি গাড়িকে তাড়া করে ধরে এর প্রায় ৮৩ কেজি গাঁজা সমেত দুজনকে গ্রেফতার করল পূর্বস্থলী পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাদনঘাট থানা এলাকা থেকে নাদনঘাট থানার পুলিশ একটি ছোট চারচাকা গাড়িকে ধাওয়া করে, হুগলির দিকে যাওয়া গাড়িটি হঠাৎই উল্টোদিকে ঘুরিয়ে পূর্বস্থলী থানা এলাকার পারুলিয়া দিকে যেতে শুরু করে। এর পরে পূর্বস্থলী থানাকে ইনফর্ম করে নাদনঘাট থানার পুলিশ। সেই মতন পারুলিয়ার কাছে ওই গাড়িটিকে আটকায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ, দুটি থানারই যৌথ উদ্যোগে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সমেত প্রায় ৮৩ কেজি তাঁদের থেকে গাজা উদ্ধার হয়। ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে আজ বর্ধমান নারকোটিক্স আদালতে পেশ করা হবে। জানা গেছে, ধৃতদের নাম রাজু দাস বাড়ি দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায়। অন্যদিকে অপর মহিলার নাম বাবলি মল্লিক তার বাড়ি বলাগড়ের দাদপুর এলাকায়। কালনার এসডিপি ও রাখেশ চৌধুরী তিনি এদিন শনিবার মৌখিক জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের দিক থেকে হুগলির দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুটি থানার যৌথ উদ্যোগে এই সাফল্য মিলেছে। দুজনকেই ঘটনায় গ্রেফতার ও প্রায় ৮৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এর বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি।

মরাঘাট রেঞ্জে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ রোধে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত মহিলা বনকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর ঃ এবার বন সামলাবে মহিলারা! জঙ্গলের নিরাপত্তায় থাকবে বাড়তি মহিলা বনকর্মী। মরাঘাট রেঞ্জে নজরদারি হচ্ছে আরও কড়া। চা-বাগানে পাতা তোলার মরসুম শেষ হতে আর মাত্র দু'দিন। আর এই সময়টাকেই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে বন দফতর। কারণ বছরের এই সময় থেকেই জঙ্গলের ভেতরে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের প্রবণতা বাড়তে থাকে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জলপাইগুড়ি

বন বিভাগের মরাঘাট রেঞ্জে মোতায়েন করা হল অতিরিক্ত মহিলা বনকর্মী। বন দফতর জানাচ্ছে, চা-বাগানের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে জঙ্গলঘেঁষা অঞ্চলগুলির বহু মহিলা প্রতিদিন সকালেই কাঠ সংগ্রহে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়েন। বিগত কয়েক্ বছরে এই আচরণ প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের। বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে একের পর এক। তবুও অভাব-অনটনের চাপে আজও অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এই পরিস্থিতিতেই খট্টিমারি ও তোতাপাড়া বিট এলাকায় মোতায়েন হয়েছে মহিলা বনকর্মীদের বিশেষ বাহিনী। বাকি বিটগুলিতে চলছে রুটিন টহল। জঙ্গল সংরক্ষণে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বন দফতর। জঙ্গলের ভেতর কারও প্রবেশের চেষ্টা দেখা মাত্রই আটকানো হচ্ছে। পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে চলছে প্রচারও। মরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, চা পাতা তোলার কাজ বন্ধ হলেই জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ বাড়ে। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই না মানুষ- বন্যপ্রাণী সংঘাত হোক। মানুষের নিরাপত্তা ও জঙ্গলের অখণ্ডতা দুটোই আমাদের দায়িত্ব। তাই বাড়তি মহিলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, মহিলা বনকর্মীদের উপস্থিতি জঙ্গলমুখী অনেককেই পিছিয়ে দিচ্ছে। কারও কারও মতে, বিকল্প জ্বালানি বা সরকারি সহায়তার অভাবই মানুষকে আবার জঙ্গলের দিকে ঠেলে দেয়। বন দফতর বলছে, বছরভর জঙ্গলের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি, তরুণীর সঙ্গে সহবাস! গ্রেফতার সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৬ ডিসেম্বর ঃ ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রথমে সমাজমাধ্যমে বন্ধুত্ব,পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতার করল বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ। ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম আজাহার হোসেন। তিনি পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের ধ্বাড়ির বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগকারিণী পশ্চিম বর্ধমানের একটি সরকারি হাসপাতালের কর্মী। শুক্রবারই তিনি বর্ধমান মহিলা থানায় অভিযোগ করেন। অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, সমাজমাধ্যমে পরিচয় হওয়ার পরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ধৃত নিজেকে রাজ্য পুলিশের 'স্পেশাল কনস্টেবল' বলে পরিচয় দিয়েছিল এবং তাঁর বা।ি কলকাতা বলে অভিযোগকারিণীকে জানিয়েছিল। পরিচয় ও পেশা গোপন রেখে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে শারীরীক সম্পর্কও তৈরি করেছিল বলে অভিযোগ। প্রতারণা করার পাশাপাশি ওই তরুণীকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৪ অক্টোবর ই-মেলের মাধ্যমে ওই মহিলা জেলা পুলিশের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার থানায় বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ব্যবহার করে কথা বলত, তেমনই থানার বাজেয়াপ্ত করা মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরত। এমন কি, পুলিশ পোর্টাল ব্যবহার করে তার মোবাইল নম্বর ধরে সে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, তার খোঁজ নিয়ে নানাভাবে হুমকি দিত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। জেলা পুলিশ বিশেষভাবে তদন্ত করার পরেই ওই মহিলাকে লিখিত অভিযোগ করার জন্য পরামর্শ দেয়। শুক্রবার বর্ধমান মহিলা থানায় এসে অভিযোগ জানান ওই তরুণী।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৩৭-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/স্থানে বন্যার রিজার্ভ মজুদ পুনরুদ্ধারের জন্য ন্যূনতম ৩৫ কেজি থেকে ৫৫ কেজি শিঙ্গেল বোল্ডার এবং আনস্ক্রিনড শিঙ্গেল সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৯,৫৩,৮৭৭.১১ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৯,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

As per order of Land & Land Reforms Department, Govt. of West Bengal, Vide Memo No.1000-13/22/2024

My Client Bistajit Banik, Jolli Banik jointly purchased a land measuring about 1 Cottah 8 Chattak 0 Sq.ft. vide Sale Deed No. 050103260 for the vear 2024, D.S.R. Howrah Siddartha Sen. Baran Sen, Tapan Sen.

Whereas Baran Sen. Tapan Sen. Executed a General Power of Attorney in favour Siddhartha Sen vide Book No. 1, Vol. No. 1630-2022. Pages from 191644-191656. Deed No.163005440 for the year 2022, & Paged from 5922-5934, Deed No. 163000154, Vol. No.1630-2023 for the year 2023, both office of Dist. Sub-Registrar-V. Alipore (3) 24-Pgs. for sale out the Schedule mentioned property. Now my clients filed mutation of the Schedule mention property Before B.L. & LRO Bally Jagacha, Howrah.

Vide Mutation Case No.
(I) MN/2025/0503/11467
(II) MN/2025/0503/11468

SCHEDULE

Mouza-Dharsa, J.L.No.-5, L.R. Khatian No.-6169.6170.6171. L.R. Dag No. 2414, P.S.-Jagacha, Dist.-Howrah, Holding No. Dipak Karati Raad. Jagacha. Howrah-711112, Under HMC Ward No.47. measuring about 1 Cottah 8 Chattak 0 Sq.ft.

If any one want to contest they can appear before B.L. & L.R.O. Bally-Jagacha. Howrah of 229, G.T. Road. Belur Bazar, Howrah-711202. within 30 days from the date of Publication of this notice.

Sd/-Sri Debashis Ghosh, Advocate
High Court, Calcutta
Mob. No.-8777855520

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No- (1) 230/SGP/NIT/APAS/2025-26, (2) 231/SGP/NIT/APAS/2025 26, Date: 06/12/2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for **20(Twenty) Nos.** different works. Last date of Submission of Tender **10.01.2026 at 12.00 Hrs**. Time & Date for opening of Technical Bids on **13.01.2026 at 12.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

জল সরবরাহের জন্য ভালভের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১০৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৩-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং ঃ ৩৬-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ "এসএসই/ডব্লিউ/হাসিমারা -এর অধীনে এডিইএন /ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার -এর এখতিয়ারের অধীনে এবং এসএসই/ডব্লিউ/মাইবাজারের অধীনে এডিইএন/মালবাজারের এখতিয়ারের অধীনে ১২ মাসের জন্য স্টেশন এবং কলোনীতে জল সরবরাহের জন্য ভালভের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এবং আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট এবং ইলেক্ট্রোক্লোরিনেটরের রক্ষণাবেক্ষণ।" টেন্ডার মূল্য: ৯৪,৩০,৫৫৪.৮৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৮৮,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৬-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম+ পোষ্ট- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর,
জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬

ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

NIT NO.-08/25-26(Jau/1012) Dated 05.12.2025

বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং www.wbtender.com-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত

ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান খড়্গপুর
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

Advt. No.: R/14/2025 dated November 21, 2025

ডঃ বি. সি. রায় মাল্টি স্পেশালিটি মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের জন্য নিম্নলিখিত পদের জন্য ইনস্টিটিউট ভারতীয় নাগরিক, পিআইওএস, ওসিআইএস-এর কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

১. অধ্যাপক এবং ডিন - ০১ (পদ)

বিস্তারিত এবং আপডেটের জন্য ভিজিট করুনঃ
https://erp.iitkgp.ac.in/Jobs/auth/facapps.htm
অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২.১২.২০২৫

CBC 21255/12/0019/2526
নিবন্ধক/Registrar

ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচাতে দেশজুড়ে বিরাট আন্দোলনের ডাক বাজাজের

সংবাদসংস্থা, ৬ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় ফুটবলের দুরবস্থা অব্যাহত। র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রমাগত পতন হচ্ছে, এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এমনকী দেশের সেরা লিগ আইএসএল আয়োজন নিয়েও সংকট চলছে। এই পরিস্থিতি দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলনের ডাক দিলেন মিনার্ভা ফুটবল অ্যাকাডেমির প্রধান রঞ্জিত বাজাজ। যার মূল দাবি, এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের অপসারণ। ভারতীয় ফুটবলে যে সংকট চলছে, তার জন্য অনেকে চৌবের প্রশাসনিক পরিচালনার ত্রুটিকে দায়ী করেন। বিশেষ করে আইএসএল নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তার জন্য ফেডারেশনও দায়ী বলে অভিযোগ করে ওয়াকিবহাল মহল। চৌবেরা আরও সক্রিয় হলে হয়তো এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। এখানেই শেষ নয়। ভারতীয় দলের বর্তমান র‍্যাঙ্কিং ১৪২। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন তো দূরের কথা, বাংলাদেশে গিয়ে হেরে এসেছে। সব মিলিয়ে দেশের ফুটবলভক্তদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

সেই ‘ প্রতিবাদে রূপ দিতে বলছেন বাজাজ। ইনস্টাগ্রামের একটি ভিডিওবার্তায় তিনি আগামী ৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় দেশের ফুটবলভক্তদের আন্দোলন করার ডাক দিয়েছেন। তবে তার জন্য বিশেষ কোথাও যেতে হবে না। বাজাজের বক্তব্য, দেশের ফুটবলপ্রেমীরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁরা যেন ১০ মিনিট বের করেন। সেই সময় তাঁদের নির্দিষ্ট ব্যানার তুলে ধরতে বলেছেন বাজাজ। যেখানে তিনি লিখতে বলেছেন, ‘ ইন্ডিয়ান ফুটবল’ কিংবা ‘ চৌবে আউট।’ অর্থাৎ ফেডারেশন সভাপতির অপসারণের মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ওই ভিডিওবার্তায় বাজাজ বলেন, কল্যাণ চৌবেরা ২০৪৭-এ আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ভারত ফুটবলে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হবে। কিন্তু এভাবে চললে ২০৪৭-এ আমাদের দেশের র‍্যাঙ্ক হবে ১৭০। তখন আমরা বয়স্ক হয়ে যাব। কিছু তরুণ প্রজন্ম আমাদের দিকে প্রশ্ন তুলবে, দেশের ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য আমরা কেন কিছু করিনি। ভারতীয় ফুটবল আজ মৃত। সেটাকে মাথায় রেখেই ১০ মিনিটের জন্য প্রতিবাদী ব্যানার তুলে ধরতে বলছেন বাজাজ।

বিশ্বকাপে গ্রুপ অফ ডেথ, এমবাপে-হাল্যান্ডের মুখোমুখি লড়াই!

সংবাদসংস্থা, ৬ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২০৩৪ বিশ্বকাপে ফুটবল প্রেমীদের জন্য একটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ অপেক্ষা করছে। বর্তমানে ফুটবলের দুই সেরা গোলস্কোরার, কিলিয়ান এমবাপে এবং আর্লিং হাল্যান্ড, একবার গ্রুপ স্তরে একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ ড্র-র পর এটি একদম পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, যেখানে শক্তিশালী দলগুলি একে অপরের মুখোমুখি হবে। বিশেষভাবে, গ্রুপ (আই) এখন ‘ অফ ডেথ’ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে, যেখানে রয়েছে ফ্রান্স, সেনেগাল এবং নরওয়ে। এই তিন দলের সঙ্গে যোগ হবে প্লে-অফ ২ তে জয়ী একটি দল, যেমন বলিভিয়া, সুরিনাম বা ইরাক। এই গ্রুপটি এতটাই কঠিন, যে ফ্রান্স, সেনেগাল এবং নরওয়ের মধ্যে যে কোনো দলই একে অপরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম। ৪৮ দলের বিশ্বকাপে এমন কঠিন গ্রুপ সাধারণত দেখা যায় না। যেখানে একদিকে এমবাপে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করবেন, অন্যদিকে হাল্যান্ড নরওয়ের নেতৃত্ব দেবেন। তাই বিশ্বকাপে ফ্রান্স এবং নরওয়ের রক্ষণভাগ বিশেষ প্রমাণিত হয়েছে এবং এই গ্রুপে তাদের লা।ই হবে কিছুটা চরমতম পরীক্ষার মতো। ফ্রান্সের টিমকে ফেভারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে এই গ্রুপে। তারা কোয়ালিফায়ারে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে, পাঁচটি ম্যাচে জয় পেয়েছে এবং ১৬টি গোল করে গোল পার্থক্যে এগিয়ে রয়েছে ১২টি। বিশেষভাবে, কিলিয়ান এমবাপে এই টুর্নামেন্টে ফ্রান্সের মূল ভরসা। এমবাপে একাই করেছেন ৫টি গোল, যা তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সকে চিহ্নিত করে। ফ্রান্সের স্কোয়াডে রয়েছে তারকা খেলোয়াড়রা, যেমন বায়ার্ন মিউনিখের মিচেল ওলিস, ইন্টার মিলানের মার্কুস থুরাম, এবং জিন ফিলিপ, বার্ডলি বারকোলা। এমবাপে এবং তার সতীর্থরা একযোগে এই গ্রুপের জয় নিশ্চিত করতে চাইবে। হাল্যান্ডের নরওয়ে অবশ্য ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দল হতে পারবে কি না, তা প্রশ্নের মুখে রয়েছে। তবে আক্রমণে হাল্যান্ড নিজেই একটি ব। শক্তি। গত বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে হাল্যান্ড ১৬টি গোল করেছেন, তবে তার বেশিরভাগ গোল ছিল লোয়ার র‍্যাঙ্কের দলগুলোর বিরুদ্ধে। তারপরে, নরওয়ের রক্ষণভাগও শক্তিশালী, যেটি ফ্রান্সের আক্রমণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। বাছাই পর্বে, নরওয়ে মাত্র ৫টি গোল হজম করেছে, যা তাদের শক্তিশালী রক্ষণভাগের পরিচয় দেয়। এদিকে, সেনেগাল একেবারেই এড়িয়ে যাওয়ার পাত্র নয়। আফ্রিকার এই দলটি সাধারণত শক্তিশালী এবং এবার তারা চমক দেখানোর জন্য প্রস্তুত। সেনেগাল কোয়ালিফায়ারে ২২টি গোল করেছে এবং মাত্র ৩টি গোল হজম করেছে। তাদের প্রধান গোলস্কোরার সাদিও মানে, যিনি বিশ্বজুড়ে তার প্রতিভার জন্য পরিচিত। সেনেগালও এমন একটি দল, যারা বড় দলগুলোর বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। তাদের রক্ষণভাগ ফ্রান্স এবং নরওয়ের মতো শক্তিশালী আক্রমণকে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। এবারের বিশ্বকাপে আরও একটি আকর্ষণীয় গ্রুপ রয়েছে, সেটি হল পর্তুগাল ও কলম্বিয়ার গ্রুপ। অনেক ফুটবল প্রেমী প্রত্যাশা করেছিলেন, মেসি এবং রোনালদোর মুখোমুখি লা।ই দেখতে, তবে সেটা হয়নি। মেসি এবং রোনালদো এবার আলাদা গ্রুপে থাকবেন। রোনালদোরা থাকছেন গ্রুপ গ-তে, যেখানে তাদের সঙ্গী উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়া। এই গ্রুপে কলম্বিয়া একমাত্র দল হতে পারে, যা পর্তুগালকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। গেল বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জন্য গ্রুপ খ তুলনামূলকভাবে সহজ। তারা রয়েছে আলজিরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডনের সঙ্গে। এই তিনটি দল চমক দেখাতে পারলেও, আর্জেন্টিনাকে ব। বিপদে ফেলতে পারবে না বলে মনে হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ২০৩৪ বিশ্বকাপে গ্রুপ-তে এমবাপে, হাল্যান্ড, সেনেগাল, এবং অন্যান্য দলগুলির মধ্যে লা।ইয়ের উত্তেজনা এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। এই গ্রুপে কে চ্যাম্পিয়ন হবে, সেটি এখনই বলা কঠিন, তবে নিশ্চিত যে ফ্রান্স, নরওয়ে এবং সেনেগাল সবাই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য মাঠে নামবে। ফুটবলপ্রেমীরা এখন অপেক্ষায়, কবে শুরু হবে এই মহাযুদ্ধ!

ওয়ানডে সিরিজেও হারের আশঙ্কা, ‘গম্ভীর’ দশা কাটাতে ভরসা সেই রো-কো!

সংবাদসংস্থা, ৬ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য এখন সময়টা কিছুটা কঠিন যাচ্ছে। টেস্ট সিরিজে রীতিমতো বিপর্যয়ের মুখে প।ার পর, ওয়ানডে সিরিজেও একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে এটি দেশের মাটিতে দ্বিতীয় ওয়ানডে সিরিজ। তবে, আশার কথা হচ্ছে-চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের মতো কিছু সাফল্যও ভারতের এই ওয়ানডে পারফরম্যান্সে ছিল, কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি তারা, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। যদিও ভারতের এই ওয়ানডে পারফরম্যান্সের অভ্যন্তরে কিছু ইতিবাচক সঙ্কেত রয়েছে। গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারতীয় দলের ভরসা যে দুটি খেলোয়া।-রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে কোহলি দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছিলেন, এবং রোহিত শর্মা প্রথম ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করেন। যদিও দ্বিতীয় ম্যাচে ৩০০ রানের স্কোর করেও ভারত জয় পায়নি, তবুও কোহলি এবং রোহিতের ব্যাটিং ছিল বেশ সন্তোষজনক। এখন সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ বিশাখাপত্তনমে খেলতে হবে, যেখানে ভারতীয় দল তাদের অস্থির পারফরম্যান্স কাটিয়ে উঠে জয় পেতে চায়। এছা।াও, ভারতের পক্ষে সুখবর এসেছে কেএল রাহুলের ফর্মের কাছ থেকে। তিনি অধিনায়ক হিসেবে দু’টি ম্যাচেই ভালো হাফসেঞ্চুরি করেছেন। বিশেষ করে রায়পুরে রুতুরাজ গায়কোয়া। সেঞ্চুরি করে ভারতের জন্য কিছুটা উজ্জ্বল আশা নিয়ে এসেছেন। রবিচঃদ্রন অশ্বিনও বলেছেন, রুতুরাজকে চার নম্বরে খেলানো যেতে পারে। স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তার পারফরম্যান্স ছিল দুর্দান্ত। এই

মন্তব্যটি এই দলের জন্য আরো একটি ভালো দিক। তবে ভারতীয় দলের জন্য সবচেয়ে ব। সমস্যা হলো তাদের বোলিং। ব্যাটিং ভালো হলেও বোলিংয়ের ক্ষেত্রে তারা এখনও কৌশলগত দুর্বলতায় ভুগছে। টসে ভারতীয় দল বারবার হারছে, ফলে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে বল করতে হচ্ছে, যেখানে শিশিরের প্রভাব খেলা ফেলে। এর ফলে বোলাররা তাদের যথাযথ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। সাম্প্রতিক সিরিজে ভারত টানা ২০টি ওয়ানডে ম্যাচে টসে হেরেছে, যা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁ।িয়েছে। বিশাখাপত্তনমের পিচেও ব। রান ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও ভারতীয় দলের ব্যাটিং লাইন-আপ শক্তিশালী, তবুও তাদের বোলিংয়ে আস্থাহীনতা অনেকটা দৃশ্যমান। পিচের ধরনও টসের গুরুত্ব আরও বা।িয়ে দিয়েছে, কারণ শিশিরের প্রভাব এবং শেষের দিকে বল করা আরও কঠিন হয়ে প।ে। এতকিছু মিলিয়ে, বিশাখাপত্তনমের মাঠে ভারতের জন্য বেশ ব। চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। এখন প্রশ্ন হল, টেস্ট সিরিজের পর, ভারতের ক্রিকেটাররা নিজেদের হতাশা কাটিয়ে ওয়ানডে সিরিজে কি জয় লাভ করতে পারবে? কোহলি, রোহিত এবং রাহুলের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়া।দের উপরই নির্ভর করছে ভারতীয় দলের আশা। তবে, তাদের ব্যাটিংয়ের সঙ্গে এখন আরও একটি ব। বিষয়-টসে জয় পাওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁ।িয়েছে। বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচটি শুধুমাত্র সিরিজ জয় নয়, বরং ভারতের সামগ্রিক পারফরম্যান্স এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভারতের বোলিং বিভাগকে যদি কার্যকরীভাবে কাজ করতে দেখা যায়, এবং যদি টসে জয়ী হয়ে শিশিরের প্রভাব কমানো যায়, তবে ভারত যথেষ্ট সুযোগ পাবে সিরিজ জয়ের।

মাঠের অভাবে বন্ধ সন্তোষ ট্রফি দলের ট্রায়াল, কী পদক্ষেপ নিল আইএফএ?

সংবাদসংস্থা, ৬ ডিসেম্বর ঃ গতবারের সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন দল বাংলা এবার ট্রায়ালের জন্য প্রস্তুত ছিল, তবে মাঠের অভাবে তাঁদের ট্রায়াল বন্ধ হয়ে গেছে। সঞ্জয় সেনের কোচিংয়ে বাংলা দলের ট্রায়াল শুরু হয়েছিল মহামেডান ক্লাবের মাঠে, কিন্তু মাত্র আটদিন পরই মাঠের অভাবের কারণে এই ট্রায়াল বন্ধ রাখতে হয়েছে। এমনকি মহামেডান ক্লাব কর্তৃপক্ষও বাংলা দলের ট্রায়ালের জন্য আর মাঠ দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। মহামেডান ক্লাবের কার্যকরী সভাপতি কামারুদ্দিন এই বিষয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলা দলের ট্রায়ালের জন্য আর তাদের মাঠ প্রদান সম্ভব নয়। তাঁর মতে, আমাদের মাঠে আটদিন ট্রায়াল হয়েছে। কিন্তু ময়দানে তো আরও ক্লাবের দল রয়েছে, এবং তাদের অনুশীলনও চলবে। আমাদের নিজেদের যুব দলও রয়েছে, তাঁদেরও অনুশীলন করতে হবে। এছা।া, মাঠের পরিচর্যা করতে মাসে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়, তাই আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে এই মুহূর্তে বাংলা দলের ট্রায়ালের জন্য মাঠ দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল কর্তারা জানিয়েছেন যে, বাংলা দল যদি অনুশীলন করতে চায়, তবে তাঁদের মাঠ দিতে সমস্যা নেই। কিন্তু ট্রায়ালের জন্য মাঠ দেওয়ার বিষয়ে তাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন। মোহনবাগান সূত্রে জানা গেছে, তাঁদের কাছে বাংলা দলের ট্রায়ালের জন্য কোনও প্রস্তাব আসেনি। এমন পরিস্থিতিতে, আইএফএ (ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ নেয়। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, মহামেডান কর্তারা

তাঁদের মাঠের পরিচর্যার কারণে ট্রায়াল দিতে পারছে না, আর ইস্টবেঙ্গলও ট্রায়ালের জন্য তাদের মাঠ ব্যবহার করতে রাজি নয়। তবে, আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং বিষয়টির সমাধান হয়ে গিয়েছে। সোমবার থেকে যুবভারতীর অনুশীলন মাঠে বাংলা দলের ট্রায়াল পুনরায় শুরু হবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল, কারণ বাংলা দলের জন্য সন্তোষ ট্রফি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যথাযথ অনুশীলনের জন্য মাঠের অপরিহার্যতা রয়েছে। এছা।া, যুবভারতীর মাঠে ট্রায়াল পরিচালনা করা একদিকে যেমন সুবিধাজনক, তেমনি এটি কলকাতার একটি ব। এবং উন্নত মাঠ, যা দলকে ভালোভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করবে। এই ঘটনাটি ফুটবল দুনিয়ায় নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে, যেখানে ক্লাব এবং আইএফএ-র মধ্যে সমন্বয় দরকার। মাঠের অভাব যে শুধু খেলোয়া।দের প্রস্তুতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তা স্পষ্ট। তবে আইএফএ-র দ্রুত পদক্ষেপ এবং ক্রী।ামন্ত্রীর সহায়তায় সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়েছে। যুবভারতীর মাঠে ট্রায়াল শুরু হওয়ার মাধ্যমে বাংলা দল আবার তাদের প্রস্তুতি শুরু করতে পারবে, এবং সন্তোষ ট্রফি জয়ের জন্য তাদের কৌশল তৈরি করতে সক্ষম হবে। এটা নিশ্চিত যে, সন্তোষ ট্রফির মতো ব। একটি টুর্নামেঃটের আগে দলের প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং মাঠের সঠিক ব্যবস্থাপনা ছা।া সেই প্রস্তুতি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আইএফএ-র এই পদক্ষেপ বাংলা দলকে এক নতুন উদ্যমে প্রস্তুতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মাঠের অভাবে বন্ধ হওয়া বাংলা দলের ট্রায়াল আইপিএফএ এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। যদিও আইএফএ-র দ্রুত পদক্ষেপের কারণে সমস্যার সমাধান হয়েছে, তবে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে মাঠ ব্যবস্থাপনা আরও সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত হওয়া জরুরি।

অলিম্পিকও আহমেদাবাদে! শাহর বিশ্বাস,সেরা পাঁচে থাকবে ভারত’

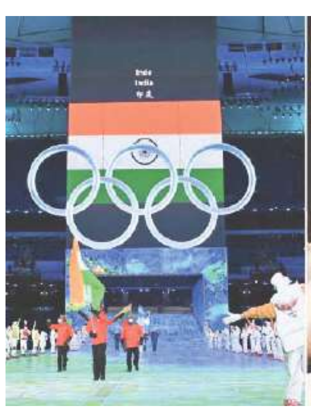

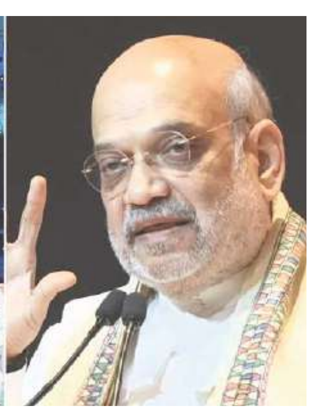

সংবাদসংস্থা, ৬ ডিসেম্বর ঃ ২০২৬ সালে ভারতের আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের পরবর্তী বড় লক্ষ্য হল ২০৩৬ সালের অলিম্পিক। সম্প্রতি গুজরাটের আহমেদাবাদে সংসদ খেলা মহোসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বিষয়ে ব। ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, আহমেদাবাদে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের পর ভারতের পরবর্তী লক্ষ্য হবে ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজন করা। তাঁর বিশ্বাস, এই অলিম্পিক ভারতের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং ভারত পদক তালিকায় সেরা পাঁচের মধ্যে থাকবে।

অমিত শাহ জানিয়েছেন, ২০৩০ সালে ভারতের ভূমিকা কমনওয়েলথ গেমস আয়োজক হিসেবে নিশ্চিত হয়ে গেছে। তবে আমাদের ব। লক্ষ্য হল ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজন করা। আহমেদাবাদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ এবং প্রস্তুতির জন্য আরও কয়েকটি বড় প্রচতিযোগিতা আয়োজন করতে হবে। এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে ক্রীড়া সংস্কৃতি এবং পরিকাঠামোর উন্নতি হবে, যা আমাদের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য প্রস্তুত করবে। আহমেদাবাদে অলিম্পিক আয়োজনের সিদ্ধান্ত ভারতের ক্রীড়া পরিবেশে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে বলেও মনে করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, ভারতের অলিম্পিক পারফরম্যান্সের উন্নতি হচ্ছে এবং ২০৩৬ সালে অলিম্পিক ভারতের জন্য সাফল্যের নতুন অধ্যায় হবে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের পদক তালিকায় সেরা পাঁচে থাকবে। অমিত শাহের এই বক্তব্যের মধ্যে যদিও একটি বাস্তবিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ভারত ৭১ তম স্থানে ছিল, যেখানে তারা মোট ৬টি মেডেল জিতেছিল, যার মধ্যে একটি রুপো এবং ৫টি ব্রোঞ্জ। তবে সোনা ছিল না। ২০২৮ অলিম্পিকের জন্য ভারতের ক্রীড়াবিদরা আরও প্রস্তুত থাকবেন, এমন আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ২০৩৬ সাল পর্যন্ত ভারতের ক্রীড়া পরিবেশের অনেক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই দীর্ঘ পথচলায় ভারত সাফল্য পেতে পারে। অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়ে অমিত শাহ আরও বলেন, অলিম্পিক আয়োজনের আগে আরও কিছু ব। প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হবে যাতে ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং সংস্কৃতির উন্নতি হয়। আমাদের শহরের তৈরি হওয়া ক্রীড়াঙ্গন আন্তর্জাতিক মানের হওয়া উচিত, যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হবে। গুজরাটের আহমেদাবাদ ২০৩০ সালে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। এই বছরে কমনওয়েলথ গেমসের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। আহমেদাবাদে গেমস আয়োজনের সিদ্ধান্তে বিশ্ব কমনওয়েলথের ৭৪টি সদস্য দেশ সম্মতি দিয়েছে। ২০১০ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এবার নতুন করে ভারতের রাজ্য গুজরাট এই গেমস আয়োজন করবে। এতে ভারতের ক্রী।া এবং সংস্কৃতির উন্নতি আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। তবে আহমেদাবাদে একের পর এক ব। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন নিয়ে কিছু বিতর্কও রয়েছে। বিশেষ করে প্রশ্ন উঠছে, কেন এক শহরকে বারবার এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, আহমেদাবাদের পাশাপাশি অন্যান্য শহরগুলোকেও এই সুযোগ দেওয়া উচিত। তবে ভারতের ক্রী।া মন্ত্রকের মতে, এটি ভারতের ক্রী।া পরিকাঠামো এবং আন্তর্জাতিক মানের ইভেন্ট আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে কাজ করবে। এতদূর অমিত শাহের ভাষায়, ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং ২০৩৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনে ভারতের শক্তি এবং সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। অলিম্পিক আয়োজনের প্রস্তুতি ভারতকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়া শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অমিত শাহের দৃঢ় বিশ্বাস, অলিম্পিকে ভারতের সাফল্য কেবল পদক সংখ্যা নয়, বরং ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মানসিক দৃঢ়তা এবং ক্রীড়া সংস্কৃতির উন্নতির প্রতিফলন হবে।

বিশ্বকাপের ৫ ফেভারিট বেছে দিলেন মেসি, তালিকায় রাখলেন না রোনাল্ডোর পর্তুগাল কিংবা আর্জেন্টিনাকে

সংবাদসংস্থা, ৬ ডিসেম্বর ঃআসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের আগে এক বড় ঘোষণা দিলেন আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসি। সবার চোখ যখন বিশ্বকাপের ফলাফলের দিকে, তখন মেসি তার নিজের চোখে পাঁচটি দলের নাম ঘোষণা করেছেন যারা এবারের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রধান দাবিদার। তবে মেসির তালিকায় রাখা হয়নি তার নিজ দেশ আর্জেন্টিনার নাম, এবং সবচেয়ে বড় চমক হলো তিনি পর্তুগালের নামও উল্লেখ করেননি, যেখানে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো রয়েছেন।

একটি সাক্ষাৎকারে মেসি জানালেন, আসন্ন বিশ্বকাপটি অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে, এবং অনেক বড় বড় দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মরিয়া থাকবে। তবে তালিকায় থাকা পাঁচটি দেশের নাম ফাঁস করে দিয়ে মেসি বলেন, এবারের বিশ্বকাপটি আমাদের জন্য আরও কঠিন হতে চলেছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কেউই হারাতে চাইবে। আমাদের জন্য চাপ ছিল কিন্তু সেটা কিছুটা কমেছে, কারণ আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এখন আমরা আরও সহজভাবে খেলতে পারব। মেসির প্রকাশিত তালিকায় প্রথমেই রয়েছে ব্রাজিল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং জার্মানি। তিনি বলেন, ব্রাজিল এবং ফ্রান্সের মতো দল দীর্ঘদিন বিশ্বকাপ জিততে পারেনি, তারা এবার মরিয়া হয়ে উঠবে। স্পেন, ইংল্যান্ড এবং জার্মানিও শক্তিশালী দল, যারা এবার শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে। ফ্রান্সঃ বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের শক্তি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিলিয়ান এমবাপ্পে, আন্তোইন গ্রিজম্যান এবং পল পোগবা সহ একাধিক তারকা ফুটবলারদের নিয়ে ফ্রান্স দল গঠিত হয়েছে, যারা বিশ্বকাপের শিরোপা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত। মেসির মতে, ফ্রান্সের দল এতটাই শক্তিশালী যে তারা যে কোনো সময় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দাবিদার হতে পারে। ব্রাজিলঃ মেসির মতে, ব্রাজিলেরও শিরোপা জয়ের ইচ্ছা প্রবল। তারা এমন একটি দল গঠন করেছে যা আক্রমণভিত্তিক এবং ভয়ংকর। নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রিচার্লিসনরা ব্রাজিলের শক্তি বাড়িয়েছে। বিশেষত দীর্ঘদিন পর বিশ্বকাপ না জেতার ক্ষোভ এবং জয়ের তা।না তাদের মধ্যে প্রবল। ইংল্যান্ডঃ গত বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল এবং বর্তমানে তারা এক শক্তিশালী দল গঠন করেছে। হ্যারি কেন, ফিল ফোডেন, এবং রাহিম স্টার্লিংয়ের মতো খেলোয়াড়রা তাদের আক্রমণকে শক্তিশালী করেছে। মেসির মতে, ইংল্যান্ডের দলও এবারের বিশ্বকাপে তাদের ভাগ্যকে বদলে দিতে পারে।

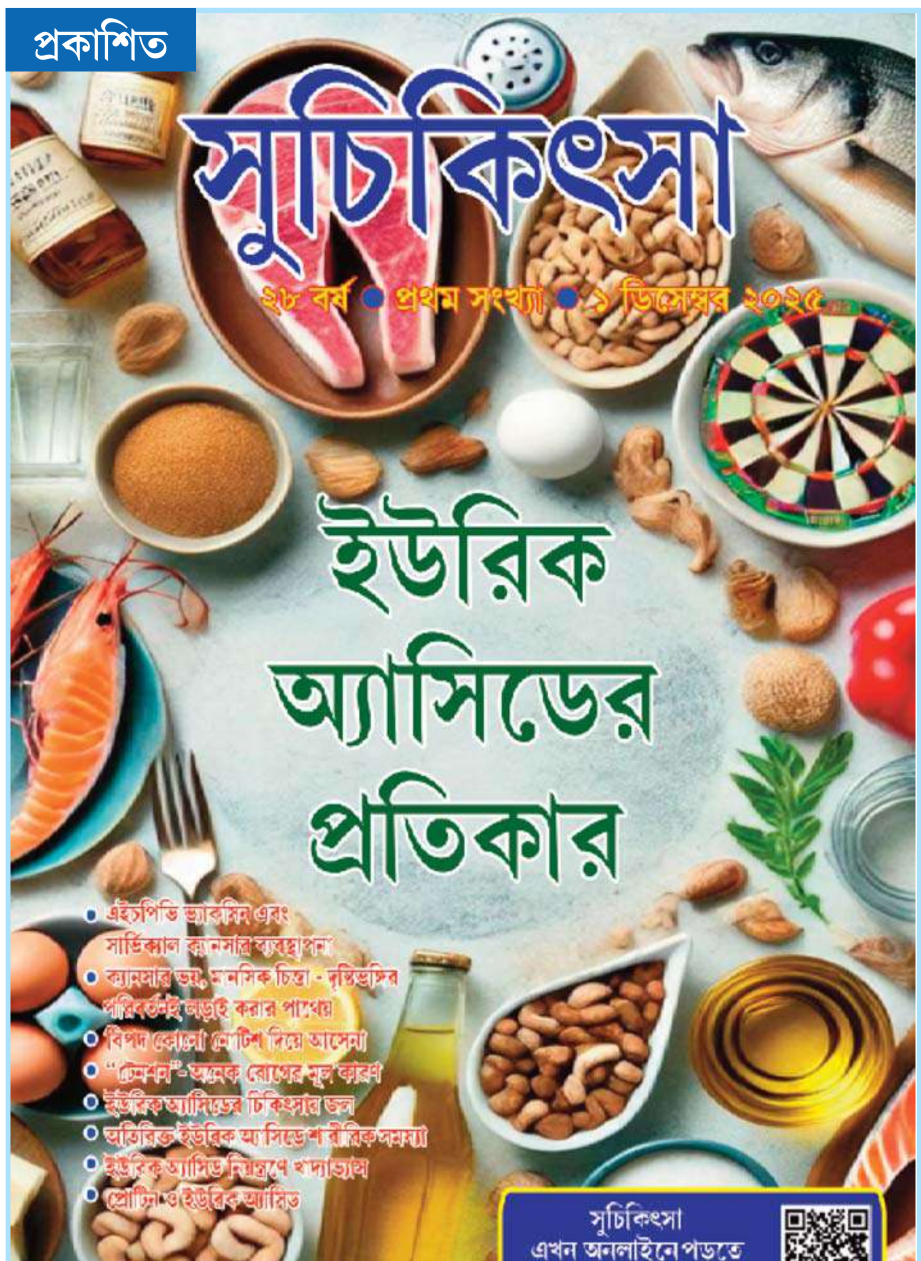

কলকাতা নাইট রাইডার্সে বড় পরিবর্তন, রাসেলকে ছেড়ে দেওয়ার পিছনে কেন ছিল অর্থনৈতিক কৌশল, জানালেন সিইও বেঙ্কি

সংবাদসংস্থা, ৬ ডিসেম্বর ঃ আগামী ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত হবে আইপিএল ২০২৬-এর মিনি নিলাম। তবে তার আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স একটি বড় চমক দিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। দলটি তার গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, আন্দ্রে রাসেলকে ছেড়ে দিয়েছে। এর পরেই রাসেল জানিয়েছেন যে তিনি আইপিএল থেকে অবসর নিতে চলেছেন। তবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পারফরম্যান্স কোচ হিসেবে তাকে দেখা যাবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকেই ভাবনায় পড়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, কেন এমন ব। নামকে ছেড়ে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স? রাসেলকে ছেড়ে দেওয়া অনেকের কাছে একটি অবাক করা সিদ্ধান্ত মনে হয়েছে, বিশেষ করে তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শক্তিশালী ভূমিকা এবং আইপিএলে তার বিশাল অবদানকে দেখে। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে আসলে কী ছিল? কেন কলকাতা নাইট রাইডার্স এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে? এবং কেন রাসেল নিজেই আইপিএল থেকে অবসর নিচ্ছেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বেঙ্কি মাইসোর। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করেছেন, যা এই সিদ্ধান্তের পেছনে থাকা কৌশল এবং চিন্তাভাবনাকে পরিষ্কার করে। বেঙ্কি মাইসোর জানিয়েছেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য এই সিদ্ধান্ত মূলত অর্থনৈতিক কারণে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অনেকেই ভাবছেন কেন রাসেলকে ছেড়ে দেওয়া হল। আসলে, এটি কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নয়। ২০২৫ সালের আইপিএল নিলামের আগে কলকাতার পার্সে যা পরিমাণ টাকা ছিল, তাতে ১২ কোটি টাকার চুক্তি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। মাইসোর আরও ব্যাখ্যা করেন, রাসেলকে রিটেইন করার জন্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, যা আইপিএল নিলামের আগে পার্স থেকে কমিয়ে ফেলা উচিত ছিল। এটি ছিল এক অর্থনৈতিক কৌশল, কারণ ১২ কোটি টাকা খরচ হলে, আমরা আইপিএল নিলামে অন্য প্রয়োজনীয় খেলোয়াড়দের জন্য টাকার অভাবে সমস্যায় পাড়তাম। অর্থাৎ, রাসেলকে রিটেইন করতে গেলে দলটির বাজেট সংকট সৃষ্টি হতে পারতো, যা পুরো টিমের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারতো। এই কারণে, তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ছিল একটি তাৎক্ষণিক এবং পরিণত কৌশল, যা ভবিষ্যতে দলের জন্য বেশি কার্যকর হতে পারে।এদিকে, রাসেলকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর একেবারে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এতদিন আইপিএলে কলকাতার হয়ে খেলা, দলের সঙ্গে বহু স্মৃতি এবং সম্পর্কের পর এই সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। রাসেল যখন চিন্তা করতে শুরু করেন যে আইপিএল থেকে তাঁর ক্যারিয়ার প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম কর্ণধার, বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান তার পাশে দাঁড়ান। শাহরুখ খান রাসেলকে পরামর্শ দেন, তুমি দলের জন্য অনেক কিছু করেছে, আর আমরা তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না। তাই তোমাকে পাওয়ার কোচের দায়িত্ব দেওয়া হবে, যাতে তুমি দলের সাথে থেকেও তরুণ ক্রিকেটারদের সাহায্য করতে পারো। শাহরুখ খানের এই পরামর্শই রাসেলের কাছে এক বড় সান্ত্বনা হয়ে আসে এবং তিনি অবশেষে আইপিএল থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বেঙ্কি মাইসোর জানান, রাসেল প্রথমে খুবই চিন্তিত ছিল, কারণ এতগুলো বছর দলের সাথে থাকার পর কেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, তা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু শাহরুখের পরামর্শে রাসেল অবশেষে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। এটি শুধুমাত্র একটি কৌশলগত পরিবর্তন, যাতে রাসেল দলের সঙ্গে থাকলে তার অভিজ্ঞতার লাভও আমরা নিতে পারব। অ্যান্ড্রে রাসেল, কোলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়া। হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিমকে শক্তিশালী করার জন্য অপরিসীম অবদান রেখেছেন। তার ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং দক্ষতা আইপিএলের অন্যতম সেরা। রাসেলের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দলের জন্য অনেক ব। ভরসা ছিল, বিশেষ করে তার ম্যাচ উইনিং ইনিংস ও বল করার ক্ষমতা। তবে এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিম ম্যানেজমেন্ট একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। তারা মনে করে যে রাসেলের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্ব তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য অনেক উপকারী হবে। পাওয়ার কোচ হিসেবে রাসেল নতুন দিশায় সহায়তা করবে.

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com